আমাদিগের চিত্ত যেন অস্খলিতপাদে ধর্ম্মপদবীতে অধ্য
রূঢ়া থাকে কোনমতে স্খলিতপাদ না হয়! শ্রোত্র যেন ত
গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া অবিরত আনন্দের আহর্ত্তা হয়, রসন
যেন তব গুণানুকথনে অনারত রত থাকে? করযুগল যে
নিয়ত তৎসেবা পরিচর্য্যা কর্ম্মে নিযুক্ত হয়! নয়ন যুগল যে
নিয়ত নয়নানন্দ জনক তব মনোহর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়
পরানন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়। পাদদ্বয় যেন সর্ব্বদা তবস্থান
দর্শন জন্য গমন কার্য্যে রত হয়? হে জগদানন্দজনন! হে
জনন মরণ যন্ত্রণা নিবারণ করুণাবারিধে! হে নিখিল কল্যা
মাত্র শশাঙ্কমূর্ত্তে! হে দুঃখকৈরব কুলেন্দুরূপ! হে মৃত্যুমাতঙ্গ
কেশরিন্! হে প্রণতপালপরাত্মন্। ভো ভবার্ণব নিস্তারব
কর্ণধার! আর এই সংসাররূপ ঘোরতর কলুষোর্ম্মিমালী
বারিধিমধ্যে পতিত অস্মদাদিকে পরিত্রাণ করহ। একবার
কালের কবলে পতিত হইয়া চিন্তা জর্জ্জরিতাশয় প্রযুক্ত
যন্ত্রণাভোগ করিতেছি। হে করুণানিধান্। এই সংসার
রঙ্গে নট নটীরূপে কাল নিয়তি নাট্য বিস্তার তরঙ্গ
লীলা প্রদান করিতেছে, সেই কালের রূপ ও নিয়তির
রূপানুস্মরণ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও চিন্ত
করিতে পারিতেছেনা। নিয়তিবরাঙ্গনা সঙ্গরঙ্গী
ইহাতে ভীতি কেন৷ হয়? এই বর্ত্তমান কাল কখন
পশু পক্ষীত্যাদির কঙ্কাল রাশিতে ধরণীকে
শালিনী করিতেছে, কখন বা শ্মশন নটমান কপাল-
রূপে জগৎকে পিতৃবন করত উদ্ভট তাণ্ডবে মগ্ন হইয়া

রহিয়াছে, কখন বা ঘনঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলবৎ দেখিতেং কলুষকলাপে জগৎকে অন্ধীভূত করিয়া তুলিতেছে। কদাপি মহা মোহপাশে পাশী হইয়া পশুবৎ রাশিরাশি রূপে জগন্নিবাসি জনসকলকে পাশিত করিয়া চর্ব্বণ করিতেছে। কদাপি মহানটী, কুকুভপটী, মায়াঘটী, জনকঙ্কালমালা মণ্ডিতা নিয়তি, কালের সহচারিণী হইয়া জগৎগ্রাসে উদ্যতা হইতেছে। তাহাদিগের এই দুরন্ত নাট্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। অতএব আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে নাথ! হে অনাথনাথ দীনবন্ধো! কৃপাকলাপ বিকাশে সংসার ভীতিনাশে দাসে পরিত্রাণ করহ, যেন বর্ত্তমান বর্ষে নির্মর্য্যাদ ক্ষুদ্র কর্ম্মে অস্মদাদির চিত্ত প্রসজ্জিত না হয়? আর জনানিষ্ট করণে তাহার সাহস না জন্মে? সর্ব্বদা মরণভীতির উদয়ে তব চরণানুস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণে চিত্ত সুতৎপর হয়?

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুবমনু স্বয়ং কহিয়া গিয়াছেন, যে জগৎপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে লক্ষ শ্লোকে অন্বিত চতুষ্পাদ বেদপ্রকাশ করতঃ স্বয়ং আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, আমি তাহাই আপন বাক্যে সংক্ষেপোক্তি দ্বারা সংহিতা রচনা করিয়া মরীচি প্রভৃতি ঋষি সকলকে অধ্যয়ন করাইয়াছি,

তন্মধ্যে ভৃগু আমার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতেন এবিধায় তিনি বিশেষরূপে বেদার্থ সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই প্রযুক্ত মৎপ্রণীতা সংহিতাকে ভৃগুপ্রোক্তা বলিয়া উক্ত করিয়া থাকে।

অনন্তর দেবাসুরাদির সৃষ্টি বিষয়ের বর্ণনানন্তর নরসৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়া কালাবয়ব সত্যাদিযুগের সংখ্যা বর্ণনা করিব। এ বিষয়ে আর কাহারই প্রতি কটাক্ষপাৎমাত্র থাকিবেক না, যুগে যুগে যে রূপ কার্য্য হইয়া আসিতেছে, যথা শাস্ত্র তাহারই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিব, তাহাতেও যদি কেহ কটাক্ষিত রূপে লক্ষ করেন, সে অস্মদাদির পক্ষে দোষাবহ হইতে পারিবে না. দেবাসুরাদিকে মর্ত্ত্যবাসিনররূপে কোন কোন বিজাতীয় পণ্ডিতেরা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, যে ইন্দ্র নামে কোন মনুষ্য দেবরাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজধানী "শিথিয়া" দেশ ছিল। নতুবা "ইন্দ্র একজন মনুষ্য" সে যে সকলের প্রধান রাজা হইয়া চিরকাল জীবন ধারণ করিয়াছিল এমত না হইবেক, অর্থাৎ ঐ সিংহাসনে যে মনুষ্য যখন রাজা হইত সেই মনুষ্যকেই তখন ইন্দ্র, তাহার পত্নীকে শচী, তন্মন্ত্রীকে বৃহস্পতি, চিকিৎসককে ধন্বন্তরি বা অশ্বিনীকুমার, কোষাধ্যক্ষকে কুবের বলিয়া খ্যাত করিত অর্থাৎ ইত্যাদি উপাধি বিশিষ্ট মানবগণেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিত, মধ্যে২ কোন২ সময়ে কোন কোন দেশীয় দুর্দ্দান্ত মনুষ্যেরা যখন তাহাদিগের প্রতিকূলে বেদধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্ত হইয়া

বলপূর্ব্বক সমুদায় ইন্দ্রের রাজ্য লইবার চেষ্টা করিত, তখন তাহাতে বেদধর্ম্ম রক্ষক রাজাইন্দ্র, সৈন্য সমাবেশ, ও নানা প্রকার কৌশল দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ করিতেন, কখন বা অসুরেরাও ইন্দ্রকে স্বস্থান ভ্রষ্ট করিয়া তাহার সমুদায় রাজ্য গ্রহণ করিত,ইহাই সঙ্গত বোধ হয়,নচেৎ তদ্ভিন্ন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যে দেবরূপ এমতযুক্তি সঙ্গত হয় না, সেই ইন্দ্রের রাজ্যা-বধিকেই লোকে সত্যকাল বা সত্যযুগ বলিয়া থাকে, ইন্দ্রের রাজধানী যে কোন স্থানে ছিল এক্ষণে তাহার নির্দ্দেশ হয় না, অনুমান হয় হিমালয়ের নিকট কোন এক স্থান হইবে? বহুকাল গত হওয়াতে সেস্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তাহার আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে,একথা বিজাতীয় পণ্ডিতরা কোন প্রমাণে বলেন,আমরদের কোন শাস্ত্রেই এইরূপ যুক্তিরক্ষার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়না। বিশেষতঃ শিথিয়া প্রভৃতি দেশ সকল আধুনিক কল্পিত ম্লেচ্ছ দেশের মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ ম্লেচ্ছ শা-স্ত্রোক্ত জলপ্লাবনের পর নোয়ার বংশ দ্বারা তদ্দেশ স্থাপিত হয়, দেবাসুর বিষয়ক সংগ্রামাদির কথা বহু মন্বন্তর হইয়া-ছিল,সুতরাং বিজাতীয় পণ্ডিতদিগের এরূপ যুক্তিযুক্ত কথা শু-নিলে বিচক্ষণেরা অবশ্যই পরিহাস করিতে পারেন? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর ন্যায় স্বর্গ একস্থান বিশেষ আছে, তাহাতেই একজন রাজাইন্দ্র তিনি চিরকাল জীবিত আছেন, অর্থাৎ চির শব্দে অনেককাল, অনেককাল পদে মন্বন্তর। ইঁহারা স্বর্গে থাকিয়া মর্ত্ত্যলোকে কখন২ বাস করিতেন,

সেই কালে রসাতলবাসি অসুরদিগের সহিত সংগ্রাম হইত অসুরেরা দৈববরে পরক্রান্ত হইয়া কখন কখন দেবগণকে পরাভূত করতঃ স্বর্গস্থানকে অধিকার করিত, তাহাদিগের যুদ্ধ স্বর্গেই হইত, কখন বা যজ্ঞস্থান গ্রহণ জন্য মর্ত্ত্যলোকেও দেবাসুর যুদ্ধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, মুনিগণেরা ইহা নিশ্চয়ুক-রিয়া শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। যথা “ স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বেতেন দেবগণা ভুবি। বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ইতি „। মার্কণ্ডেয় পুরাণং। দুরাত্মা মহিষাসুর কর্ত্তৃক সকল দেবগণেরা স্বর্গ হইতে নিরাকৃত হইয়া মনুষ্যের মত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একথায় পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধ শূন্যস্থিত এক স্বর্গলোক আছে, ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে। বিশেষতঃ যেমন ইন্দ্র, তেমন চন্দ্র সূর্য্যা-দিরাও দেবতা হন, যখন চন্দ্র ও সূর্য্যাদির নির্দ্দিষ্ট স্থান ও তত্তমণ্ডল দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইন্দ্র দেবতার মণ্ডল যে শূন্যে নাই, ইহাইবা তাঁহাদিগকে কে বলিয়াছে? ফলিতার্থ স্বর্গ যেমন এক স্থান স্বতন্ত্র, সেই মত মনুষ্যরূপ হইতে দেবরূপও স্বতন্ত্র হয়, অতএব নরামর একত্র মিশ্রিত করিয়া বিশ্রী যুক্তির অবলম্বন করিলে কেবল মৌঢ্যই প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ দেবতারা স্বর্গ হইতে কালেং মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াও মর্ত্তলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অসুরেরাও মনুষ্যরূপে তাহাদি গের প্রতি বিরোধী হয়, সেবিষয়ে আর বিতর্ক করার প্রয়ো-জন নাই, এক্ষণে যেরূপে মর্ত্ত্যরাজ্য ভোক্তা মহাত্মা রাজাগণে সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণনা করিতে বাধি হইলাম।

নরসর্জ্জন প্রস্তাবকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি, ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রথম পুরুষ, তাহার পুত্র মাত্রেই দেবতা, কিন্তু সংকল্পানুসারেদেবতারা মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া নরাদির সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন। তাহার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া জানাইতেছি, ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহার মহিষী শতরূপা, ইহারা প্রথম সত্যে উৎপন্ন হইয়া প্রজাপতির আজ্ঞায় প্রাজাপত্য ধর্ম্মে লিপ্ত হয়েন। মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ,ইহাঁরাও ব্রহ্মার পুত্র, কিন্তু মনুষ্যাদি প্রজার সৃষ্টি কর্ত্তা হয়েন। সুমেরু প্রভৃতি অষ্ট কুলাচল ইহারা পর্ব্বত হইয়াও জঙ্গম শরীরীরূপে প্রজা সর্জ্জক হইয়াছেন। ক্রমে কেহ কন্যা, কেহবা পুত্র, কেহবা পুত্র কন্যা উভয়েরই উৎপাদক হয়েন।

ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির মানস পুত্র কশ্যপ। ঐ কশ্যপ ঋষি প্রধান একজন প্রজাপতি, ইহাঁর আশ্রম ধরণী মধ্যে কাশ্মীর দেশ। ব্রহ্মপুত্র দক্ষ, ইনি অস্তাচল কন্যা বিরিণীতে প্রথম হর্য্যাশ্বাদি অনেকপুত্র উৎপাদন করেন, সে সকল পুত্র নারদোপদেশে উর্দ্ধরেতা হইয়া তপস্যার্থে পশ্চিম সমুদ্র জলে প্রবেশ করেন। দক্ষের আশ্রম করবীর পুর, এক্ষণে তাহাকে কনখল বলে। পঞ্চশিখের মানস পুত্র কর্দ্দম ঋষি, ইহার আশ্রম বিন্দুসর এক্ষণে একাম্র কানন নামে দক্ষিণ দেশে খ্যাত আছে। পুলস্ত সুবেল গিরি কন্যা ভূদেবীকে বিবাহ করেন, তদ্গর্ভে বিশ্রবা নামে এক পুত্র হয়, ইহার আশ্রম সূর্য্যারিক মুনিদেশ। পুলহ নাগবীথি নামে গন্ধমাদন কন্যাকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র গুহ্যক মণিভদ্র,

ইহাঁর আশ্রম নেপাল গণ্ডকীতীরে শালগ্রাম তীর্থ। অঙ্গিরা মলয় গিরি কন্যা মলয়বতীকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র বৃহস্পতি, পিতৃমানসী কন্যা তারাকে বিবাহ করেন, তৎপুত্র কচ ইহাঁর আশ্রম গোদাবরী তীর্থ। ভৃগু অগ্নিকন্যা নালিনীকে বিবাহ করেন, তৎপুত্রদ্বয় শুক্র ও ঋচীক। তৎপুত্র ঔর্ব্ব, তৎপুত্র চ্যবন, জমদগ্নি ইহার আশ্রম হৈহয় দেশ, এক্ষণে বোম্বে বলে। বশিষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র হইয়াও কুম্ভ সম্ভব হন অর্থাৎ মিত্রাবরুণি নামে খ্যাত হইয়াছেন, তিনি ঋচীক কন্যা নর্ম্মদা ও মেধা তিথিকন্যা অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন, তাহাতে এক শত পুত্র জন্মে, যাহারা বিশ্বামিত্র বিরোধে হত হয়, তদ্বংশে শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, তৎপুত্র শুক ইত্যাদি বাশিষ্ঠবংশ। ইঁহার আশ্রমদ্বয় যথা চীনদেশ ও কামরূপ। ইত্যাদি ঋষিদিগের বহুপুত্র পৌত্র হওয়াতে ব্রাহ্মণ বংশ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। সে সকল লিখিতে হইলে অনেক বিস্তার হয়, একারণ পরিত্যাগ করিয়া রাজ বংশ বিস্তার করিয়া কহিতেছি।

স্বায়ম্ভব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই পুত্রদ্বয় জন্মে, আর আকূতি, প্রসূতি ও দেবহুতি নামে তিন কন্যা হয়। রুচি মুনিকে আকূতি, কর্দ্দম মুনিকে দেবহুতি, দক্ষকে প্রসূতি, প্রদান করেন। দক্ষ প্রজাপতি প্রসুতি ভার্য্যাতে (৬০) কন্যার উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে একাদশ রুদ্রকে ১১ কন্যা, ধর্ম্মরাজকে ৮ কন্যা। চন্দ্রকে ২৭ কন্যা। কশ্যপকে ১৩ কন্যা মহাদেবকে ১ কন্যা প্রদান করেন। তাহাতে অনেক প্রজা

বৃদ্ধি হইল। অনন্তর প্রতিসর্গে পরস্পর অন্যান্য প্রজা পরস্পরা বহুশঃ পুত্র কন্যার উৎপত্তিতে প্রজায়ং পৃথিবী প্রায় পরিপূর্ণা হয়।

স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয়পুত্র প্রিয়ব্রতকে যখন রাজ্য সমর্পন করতঃ তপোধর্ম্মে লিপ্ত হন, সেই সময় যুগসংখ্যার বিধিবদ্ধ হয়, যে দিবসে সংসার ত্যাগ করিয়া বনগামী হন,সেই দিবস বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া, তাহাতে সত্যের প্রথমাঙ্ক পাত হয় অর্থাৎ সামান্য রাজারা যেমন শকাব্দার অঙ্কপাত করিয়া থাকেন। ঐ দিবস হইতে একাদিক্রমে সত্যের দিবস ও বৎসরের গণনা হইয়া আসিতেছে। অতএব তৎসংখ্যানুসারে সত্য সমাপ্তিতে ত্রেতাদি যুগারম্ভের কথা লিখিয়া জানাইতেছি।

রাজা প্রিয়ব্রত সুমেরু কন্যা মেরুদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি, রাজধানী ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদ্ভ্রাতা উত্তানপাদ তৎকালে যুবরাজ, তিনি ধর্ম্মকন্যা সুনীতিকে বিবাহ করেন, এবং পারিপাত্র কন্যা সুরুচীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র উত্তম, সুনীতি পুত্র ধ্রুব, ইঁহার রাজধানী দণ্ডকারণ্যে ছিল। একথা পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। এক্ষণে দেবাসুরাদিরা যে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া জাতি বিরোধচ্ছলে পরস্পর জিগীষাবশে সংগ্রামাদি করেন, ও পরস্পরের রাজ্যাদি পরস্পরে অপহরণ করিয়া লন, তৎপ্রকরণ সকল সংক্ষেপতঃ

পূর্ব্বোক্ত দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপ প্রজাপতি বিবাহ করেন, তাঁহাদিগের নাম। অদিতি, দিতি, সিংহিকা. ক্রোধা, কলা, বরিষ্ঠা, কপিলা, কদ্রু, বিনতা, খসা, অনশু, প্রধা এবং দনু, ও শুকী ইত্যাদি স্ত্রীতে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, পন্নগ, পতগ, গৃধ্র, সর্প, সরীসৃপ, গোশ্বমেষ, প্রভৃতি বহুশঃ প্রজার উৎপত্তি হয়,, আপাতত ইহকালীয় লৌকিক যুক্তিতে এসকল অযুক্ত বোধ হয়, একারণ প্রাকৃত বুদ্ধি লোকের বিশ্বাস যোগ্য হয় না, কলিতার্থ,সৃষ্টির আরম্ভে ঐশীক্ষমতাবান ঋষিগণের দ্বারা অভাবনীয়রূপে প্রজা সর্জ্জন প্রতি বিতর্ক করিলে সৃষ্টির মূলই বিচ্ছিন্ন হয়, সেকথার প্রতি শ্রোত্রপাত না করিয়া অক্ষোভেই কহিতেছি, যে ইহাতে যে ক্ষোভিত হয় হউক তন্নিমিত্তে সত্যের সত্যতার ব্যাঘাৎ জন্মিবে না।

অদিতি গর্ব্ভসম্ভূত দেবকুল, দিতিগর্ব্ভজাত অসুর,দনু গর্ব্ভে, দানব, বিনতা গর্ব্ভে পক্ষী, কদ্রুগর্ব্ভে নাগ, ক্রোধাগর্ব্ভে ক্রোধবশ সর্পাদি, কপিলা গর্ব্ভে গোজাতি, অনুশু গর্ব্ভে মহিষাশ্বমেষাদি, বরিষ্ঠা গর্ব্ভে সিংহাদি হিংস্রজাতি, ইত্যাদি প্রজা জন্মে। দেবাসুরের বিরোধ উপলক্ষে অনেক প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আছে, কখন দেবতার জয়, কখন বা অসুরের জয় হয়, কিন্তু এসমস্তই স্বর্গে হইয়াছিল, কখন২ মর্ত্ত্যলোকেও হইয়াছে। দনুপুত্র দানবগণ,যথা বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্ত, পুলোমা, শম্বর, ইত্যাদি। সিংহিকা পুত্র, রাহু ও কেতু

কবচ ইত্যাদি দেবচক্র। দিতির গর্ব্ভে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু তৎপুত্র প্রহলাদ, তৎপুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি, তৎপুত্র বাণ, প্রভৃতি দৈত্য। অনন্তর ইহাদিগের শাখা প্রশাখা ভেদে অনেক হইয়া নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা হয়। ধন্য মালী, কমলাক্ষ,ত্রিপুর, এই তিন দৈত্য এককালিন বলিষ্ঠ হইয়া মহা উৎপাত করে, কিন্তু ইহারা তারকাসুরের পুত্র, তারকের নিপাত জন্য দেবরাজ শিবপুত্র কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করেন, ষড়ানন কর্ত্তৃক তারক হত হইলে, তৎসেনাপতি ক্রৌঞ্চ অতি দর্পের সহিত কার্ত্তিকেয় যুদ্ধে প্রস্তুত হয়, ক্রৌঞ্চ পরাভূত হইয়া পলাইয়া পর্ব্বতময় বনপ্রদেশে আশ্রয় করিয়াছিল, অবশেষে কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক কৌশলে ধৃত এবং হত হয়, সেই স্থানের নাম ক্রৌঞ্চদেশ, ইতিপূর্ব্বে সে স্থানের নির্ণয় ছিল না, ইদানীং নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে যাহাকে আধুনিকেরা জরমেন দেশ বলে, সেই দেশই ক্রৌঞ্চদেশ। বরং ডক্তর উইলসন সাহেবও একথা স্বীকার করিয়া স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বৃত্র নামে এক অসুর ইন্দ্ররাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, সে কোনমতেই বৃষ্টি হইতে দিতনা, তাহাকে ইন্দ্র নষ্ট করাতে তাহার মাতা বিস্তর রোদন করে, ইহা ঋক্‌বেদে ইন্দ্রসূক্তে উক্ত হইয়াছে। যথা

অপাদহস্তোঽপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধিসানৌ জঘান।
বৃষ্ণোবধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্ পুরুত্রাবৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ ॥৮॥
নীচাবয়া অভবদ্‌বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অববধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃশয়ে সহবৎসানধেনুঃ ॥৯॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রদ্বারা ছিন্নপাদ ছিন্নহস্ত এবং বহু বিধশর

বিদ্ধগাত্র, সৈন্যরহিত হইয়াও অসুর স্বভাব প্রযুক্ত বৃত্র যুদ্ধেচ্ছায় বিরত হয় নাই, অনন্তর মুখব্যাদান করতঃ ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় এতাদৃশ শত্রু অভিমুখাগত দৃষ্টে তাহার পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ উন্নত মস্তকে অমোঘাস্ত্র বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন। বৃত্র আহত হইয়াও যুদ্ধেচ্ছা ত্যাগ করে নাই,যেমন হীনমুষ্ক পুরুষ রেতসিঞ্চনে অশক্ত হইলেও যুবতি দর্শনে সঙ্গমেচ্ছা করে, তদ্রূপ বৃত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত ইন্দ্র কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করে। ৮। বৃত্র মাতা দানু অর্থাৎ দনুকন্যা দানবী নীচাবয়া অর্থাৎ পুত্রশোকে মৃতপ্রায়া, পুর্ব্বে সংগ্রাম কালে পুত্র রক্ষার্থ বৃত্রের উপরে পতিতা হইয়াছিল, তৎকালে ইন্দ্র বৃত্রমাতার নিম্নে বৃত্রোপরি তদ্বধার্হ আয়ুধ অর্থাৎ বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন, তখন বৃত্রমাতা তাহার উপরি ভাগে ছিল, দানবী বৃত্রপুত্র কোলে করিয়া মৃতবৎ শয়ন করিল, যেমন ধেনু সকল বৎস সহিত গোকুলে শয়ন করে, অর্থাৎ মৃতপুত্র ক্রোড়ে ভূশায়িনী হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

বৃত্রের সেনাপতি কালকেয়গণ পলাইয়া সমুদ্রের নিম্ন ভাগে লুক্কায়িত হয়, সেই পাতালতল শব্দে নিম্নভাগে সমুদ্র মধ্য বনময় উপদ্বীপকে আশ্রয় করে, ঐ উপদ্বীপকে কুমারিকা উপদ্বীপ বলে, এক্ষণে তাহাকেই এমরিকা বলিয়া প্রাকৃত লোকে খ্যাত করিয়াছে। মধ্যেং আসিয়া গো ব্রাহ্মণ দেবতাদিগের হিংসা করিত, পুনর্ব্বার রাজদুত কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে ঐ দ্বীপে গিয়া লুকাইয়া থাকিত, অগস্ত্যের সাহায্যে

সমুদ্র জল শোষণ হইলে তাহারা হত হয়, অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহারদিগকে দ্বাপর যুগে অর্জ্জুন বিনষ্ট করেন।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

শাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে মহাত্মন্! কালীপ্রভৃতি দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি প্রকরণ শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তার করিয়া কহেন, যেহেতু এবিষয়ে অনেকেই অনেকপ্রকার কহিয়া থাকেন, তাহাতে কেবল সন্দেহ মাত্র জন্মিয়া থাকে?।

পরমহংসের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্! এইদশমহাবিদ্যা বিদ্যামধ্যে প্রধানা, তদপেক্ষা অষ্টাদশমহাবিদ্যা, এবং শতকোটি মহাবিদ্যা ও উপবিদ্যা আছেন, তাহা সম্যক্ কহিতে কাহারই সাধ্য নাই, ফলে ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মস্বরূপা হয়েন। ইহাঁদিগের বেশভুষা ভুজপাদ আভরণাদি সকলই ব্রহ্মোপকরণ হয়, কেবল অজ্ঞতা দোষে লোকেরা বিতর্ক করিয়া থাকে? তবে এক এক দেবী রূপে লৌকিক কার্য্য অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাকেই অলৌকিক বলিয়া কেহকেহ যুক্তিসহ বোধ করেন না, কিন্তু বিচক্ষণ সুধীগণেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেন না ঈশ্বরকার্য্য নিরঙ্কুশ হয়, তন্মধ্যে কোনকার্য্য লৌকিক যুক্তির অনুকূল, কোনকার্য্য সম্যক্ রূপে অলৌকিক হয়, তাঁহাতে লোকের বিশ্বাস হউক্ বা না হউক্, পরমেশ্বর সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সদসদাত্মক, তাঁ-

হাতে যুক্ত অযুক্ত উভয়যুক্ত এপ্রযুক্ত, যুক্তপুরুষেরা মুক্তস্বভাব ঈশ্বরে প্রকৃতি পুরুষযুক্ত একভাবে ভাব পদার্থে ভাবনাদ্বারা উহ শূন্য হইয়া বিচার করিয়া থাকেন, কালীতারাদিরা পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মভাব প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন। ফলে এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নহেন। যথা নারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে।

দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতীলোক বিশ্রুতা।
কুপিত্বা দক্ষরাজর্ষিং সতীত্যক্ত্বা কলেবরং॥
অনুগ্রহাচ্চ মেনায়াং জাতাতস্মাত্তু সাভদা।
কালীনাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥

পূর্ব্বে লোকবিশ্রুতা যে সতী মহারাজা দক্ষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সতী দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে দক্ষের প্রতি কুপিতা হইয়া দক্ষজ স্বকলেবর পরিত্যাগ করতঃ তদনন্তর অনুগ্রহ প্রকাশে তুহিনাচল পত্নী মেনকাজঠরে আবির্ভূতা হয়েন। সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই সতী তথায় কালী নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন॥ • ॥ সেই কালী কালে যে এক রূপে অনেক রূপা হয়েন, এবং যে দিবসে যে দেশে যে রূপে প্রথম আবির্ভূতা হন্ তাহা স্বতন্ত্র তন্ত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা।

মহারাত্রিদিনেঽবন্ত্যাং নগর্য্যাং জাতমেবতৎ।
কালীরূপং মহেশানি সাক্ষাৎকৈবল্য দায়কং॥

হে মহেশ্বরি! মহারাত্রি দিনে অবন্তীনগরীতে কালীরূপ প্রকাশ হয়, সেই কালীরূপ সাক্ষাৎ কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষপ্রদায়ক জানিবে, এই মহারাত্রিপদে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা

একাদশী তাহাতে আবির্ভাব যে মূর্ত্তির হয় তাহারও নাম কালী কিঞ্চিন্মাত্র রূপভেদ।

কালীমাহাত্ম্য।

নারদপঞ্চরাত্রে।

বিশ্বামিত্রোমুনিশ্রেষ্ঠ আরাধ্য কমলাসনং।
নাবাপ ব্রাহ্মণত্বং হি ততো বিষ্ণুং জগামসঃ॥
তস্মাদপি নচাবাপব্রহ্মত্বং ক্ষত্রিয়োত্তমঃ॥

সর্ব্বজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহর্ষিবিশ্বামিত্র বিধিবৎ অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত না হওয়াতে, পুনর্ব্বার বিষ্ণুর আরাধনা করেন, কিন্তু তাঁহা হইতেও ক্ষত্রিয়োত্তম বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন না।

এবং সর্ব্বসুরানুগত্বা আরাধ্যাচ মুহুর্ম্মুহুঃ।
বৃহস্পতেরুপদেশা দারাধ্য বৃষভধ্বজং।
মহেশদর্শনং লব্ধাকৃত কৃত্যোঽভবত্তদা॥

এইরূপ সকল দেবতার নিকট গিয়া এবং বারম্বার ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াও স্বীয়াভিলষিত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন না, পরে সুরাচার্য্য বৃহস্পতির উপদেশে দেবাধিদেব মহাদেব বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া তদ্দর্শন লাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন॥ অর্থাৎ সাক্ষাতে মহাদেবকে স্তব করেন। যথা।

বিশ্বামিত্রউবাচ। দেবদেব মহাদেব ভগবংস্ত্বংকৃপাময়ঃ।
ব্রাহ্মণত্বং দেহিমহ্যং যদিদাতাসি মেবরং॥

সদাশিব সাক্ষাৎ হওয়াতে বিশ্বামিত্র স্তুতিবাক্যে কহিতেছেন। হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে ভগবন্! তুমি কৃপা-

ময় হও। অনুগ্রহ করিয়া যদি বরদাতা হন, তবে আমাকে ব্রহ্মত্ব প্রদান করুন্।।

ঈশ্বরউবাচ। একাক্ষরীমহাবিদ্যা কালিকায়াঃ সুদুর্ল্লভা।
জপংকুরু মহাবাহো ততঃপ্রাপ্সসি বিপ্রতাং।।

বিশ্বামিত্রের প্রার্থনানুসারে মহাদেব কহিলেন। হে মহা। বাহো! মহাবিদ্যা কালিকার সুদুর্ল্লভা একাক্ষরী বিদ্যা তুমি জপ করহ, তাহাতে সুর্ল্লভ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে।।

এবমুক্ত্বা মহাদেবো হপ্যন্তর্দ্ধানং জগামসঃ।
বিশ্বামিত্রোহপি বিধিনা আরাধ্যতাং জগন্ময়ীং।।
মন্ত্রসিদ্ধিং নচাবাপ ক্রোধেনচ শশাপতাং।
অনারাধ্যা ভবেত্তিত্বং আগমত্তু ততঃ শিবঃ।।
নিভং স্য বহুধাতস্তু ইদমাহ মহেশ্বরঃ।।

এই কথা বলিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন, বিশ্বামিত্রও বিধিপূর্ব্বক সেই জগন্ময়ী কালিকার আরাধনা করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি প্রাপ্ত যখন না হইলেন, তখন ক্রোধেতে কালিকাকে অভিশপ্তা করিলেন, যে অদ্যাবধি তুমি অনারাধ্যা হইবে, এই শাপ প্রদান মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তৎসন্নিধানে সদাশিব আগত হইয়া বহুবিধ প্রকারে ভৎসন করতঃ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।।

ঈশ্বর উবাচ।

কিমর্থং শপ্তবানবিদ্যাং শৃণুষত্নেনপার্থিব।
রেফারূঢ় কঃকারেণ সিদ্ধিমাপ্সসিনানথা।।

হে পার্থিব! হে বিশ্বামিত্র! তুমি কি নিমিত্ত কালীর একাক্ষরী বিদ্যাকে অভিশপ্তা করিলে, তুমি যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ

করহ, আমি শাপোদ্ধার করিয়া কহিতেছি, রেফোপরি ককারসবিন্দুক ঈকার যুক্তা বিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী হইবে ইহার অন্যথা হইবেক না ॥ ॰ ॥ অনন্তর ব্রহ্মা নারদকে কহিতেছেন ॥ যথা পঞ্চরাত্রে।

ব্রহ্মোবাচ।

অন্তর্দ্ধানং গতঃ শম্ভু র্বিশ্বামিত্রোঽপি নারদ।
তথাবিধানং জপ্ত্বা তু যদুক্তং শম্ভুনা পুরা।
সাক্ষাদ্বভূব সাকালী সহরুদ্রেণ তৎক্ষণাৎ ॥

এই কথা কহিয়া মহাদেব অন্তর্দ্ধান গত হইলে, বিশ্বামিত্রও পূর্ব্বে শিবোক্ত বিধান দ্বারা একাক্ষরী বিদ্যাজপ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! সেই মহামন্ত্র জপ প্রভাবে মহা রুদ্রের সহিত তৎক্ষণাৎ কালী বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে সমাগতা হইলেন।

দেব্যুবাচ।

বরং বরয় রাজেন্দ্র দদামিতে বরং শিবং।
যদিচ্ছসি প্রদাস্যামি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

অনন্তর কালী বিশ্বামিত্রকে কহিলেন। হে রাজেন্দ্র! তুমি বর যাচিঞা করহ, আমি তোমার মঙ্গল কারণ বর প্রদান করিব। আর তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমি প্রদান করিব সত্য কহিতেছি ইহাতে সংশয় নাই, ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

আরাধিতা ময়া সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ।
বিপ্রত্বং কেন মেদেবি নদত্তং ত্বং প্রদাহিমে ॥

প্রত্যক্ষগতা কালিকা প্রতি বিশ্বামিত্র কহিতেছেন। হে

দেবি! আমি ব্রহ্মাদি সকল দেবতাদিগের আরাধনা করিয়াছি, কিন্তু আরাধিত হইয়াও কেহ আমাকে বিপ্রত্ব প্রদান করিতে পারেন নাই, এক্ষণে আপনি আমাকে বিপ্রত্ব প্রদান করুন্।

শ্রুত্বাবাক্যং নৃপস্যাশু সাদেবী স্বামিনো মুখং।
নিরীক্ষেঙ্গিত ভাবেন সঙ্কেতেন উবাচতং॥

বিশ্বামিত্রের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্ধিতৈষিণী কালিকা দেবী স্বামির মুখ নিরীক্ষণ করতঃ সঙ্কেত পুর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন।

মহা দেবোঽপি তজ্জ্ঞাত্বা প্রীতি ভাবেন শঙ্করঃ।
হস্তাভ্যামপি চালিঙ্গ্য বিপ্রত্বং প্রদদৌততঃ॥

মহাদেবও মহাদেবীর সঙ্কেত বাক্যের ভাবগ্রহণ করতঃ পার্ব্বতী প্রতি প্রীতিভাব প্রকাশ দ্বারা, প্রসারিত হস্তদ্বয়ে বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অনন্তর সুদুর্ল্লভ বিপ্রত্ব প্রদান করিলেন।

তৎক্ষণাদপি রাজাসৌ বিপ্রত্বং গতবান ধ্রুবং।
সর্ব্ব শাস্ত্রৈক নিপুণঃ সর্ব্ব শাস্ত্রৈক পারগঃ॥

রাজাবিশ্বামিত্র মহাদেব কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আর সর্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্য লাভ করিলেন, এবং সমস্ত শাস্ত্রের পারগামীও হইলেন॥০॥

রে বৎস! ব্রহ্মময়ী কালী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা, এইরূপ ধারণা করিয়া বিশ্বের হিত সাধন জন্য উপদেশ করিয়াছেন. যে কালীরূপের উপাসনায় নিরতিশয় ব্রহ্ম পদলাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়, ইত্যর্থে কালীব্রহ্ম শ্রুতি

সম্মত, যথা "ব্রহ্মবিবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতীতি,, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মই হয়, ইতিভাবঃ।

কালী মহাত্ম্য সমাপ্তঃ।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

গৃহস্থদিগের পক্ষে শৌচাচার অতি মঙ্গল দায়ক, শৌচাচার বিশিষ্ট ব্যক্তির ইহ পরকাল সংশুদ্ধ হয়। শৌচ দ্বিবিধ প্রকার, এক বাহ্য শুদ্ধিঃ, অপর অভ্যন্তর শুদ্ধিঃ। এই দ্বিবিধ প্রকার শৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির ঐহিক পারত্রিক কার্য্য সাধনোপযোগী প্রধান ধর্ম্ম হয়। আর যে ব্যক্তির এই সকল শৌচাচারের লাঘব থাকে, তাহার পারত্রিকের কথা কি কহিব? লৌকিক ব্যবহারেরও অনেক প্রকার বৈষম্য ঘটে, এবং অপবিত্রতা জন্য সাধুলোকেও তাহাকে ঘৃণা করেন, ও সভ্যশ্রেণী মধ্যে সে অতি অনাদরণীয় হয়। ইহলোকে ভদ্র আর অভদ্র কেবল আচার বৈষম্যেই বোধকরা যায়, অর্থাৎ শৌচাচার জন্য পবিত্রা পবিত্রের তারতম্যেই ভদ্রাভদ্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। নতুবা মনুষ্য জাতিমাত্রেই সমানাকার বিশিষ্ট হয়, হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণাদি কোন অবয়বের বৈলক্ষণ্য নাই, সুতরাং তাহাতে ইতর বিশেষ কি আছে? শুদ্ধ লোক শাস্ত্র নিন্দনীয় আচারশীল ব্যক্তিকেই অপবিত্র বলিয়া থাকে, তদিতর পবিত্রাচারবান্ ব্যক্তিকে জ্ঞানবান্ ভদ্র বলিয়া লোকে সমাদর করে,। আদৌ বিচারণীয় এই যে শৌচা-

চারবান্ ব্যক্তির মন সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে, এবং লোক সমাজে সেই ব্যক্তি অতিপ্রসন্নরূপে বিচরণ করে, ও আচার শুদ্ধি হেতু পরমেশ্বরের উপাসনা কার্য্যে তাহার সর্ব্বদাই চিত্তের অভিনিবেশ হয়। একারণ মন্বাদি সংহিতাকারেরা দশধর্ম্মের মধ্যে শৌচাচারকে পঞ্চম মহাধর্ম্ম বলিয়া ধৃত করিয়াছেন। শৌচাচারী না হইলে তাহার জ্ঞানকাণ্ড বা কর্ম্মকাণ্ডোদিত কোন কর্ম্মই সফল হয় না। অর্থাৎ সকল কর্ম্মই সদাচারাধীন হয়। শৌচ শব্দের প্রকৃতার্থ " শোধন ,, লোকের কার্য্য দ্বারা কায়, মন, বাক্য এই তিন শুদ্ধ হইলেই সর্ব্বতো ভাবে শৌচ ধর্ম্ম সম্পন্ন হয়, ইহার একতরাবলম্বন করিলে যে সম্যক্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে এমত নহে, পরস্পর তিনেরই তিনের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই শৌচাচার বিশিষ্ট যে না হয়, তাহাকেই অশুচি বলা যায়। পশ্চাৎ এই ত্রিবিধ শৌচের অনুষ্ঠান ব্যক্ত করিয়া কহিব, সংপ্রতি মন্বাদি শাস্ত্র সিদ্ধ শৌচ ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি,। যথামনুঃ ৫ অধ্যায়ঃ।

জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনো বায়ুপাঞ্জনং।
বায়ুঃ কর্ম্মার্ক কালৌচ শুদ্ধেঃ কর্ত্তৃণি দেহিনাং॥ ১০৫॥

জ্ঞান ও তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, জল, উপাঞ্জন, অর্থাৎ বাক্য, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল, ইহারাই মনুষ্যদিগের কায়, মন ও বাক্যের শুদ্ধি কর্ত্তাহন॥ ১০৫॥

তন্মধ্যে " শৌচ মাহার শুদ্ধি রিতি ,, বিজ্ঞানেশ্বর কহেন। অর্থাৎ আহার শুদ্ধির নাম শৌচ। যথা শাস্ত্রং মৃদ্বারিণা দেহ শোধন মিতি।,, কুল্লুকভট্টঃ। অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃত্যাদি

শাস্ত্রোক্ত মৃত্তিকা ও জল দ্বারা দেহ শোধনের নামও শৌচ। ইহার পর ত্রিবিধ শৌচ বিশেষ করিয়া কহিব, ইদানীং সদাচার মহিমা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি। অর্থাৎ সদাচার শব্দে সাধুর আচার, সদাচারি ব্যক্তিকে সাধু বলা যায়। অতএব সদাচারবান্ ব্যক্তি ইহ পরকালে সৌষ্ঠব যুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদিবর্ণ চতুষ্টয়, আর বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলের পক্ষেই স্বস্ব বর্ণাশ্রমোক্ত সদাচার করা কর্ত্তব্য। নচেৎ ধর্ম্ম এবং জ্ঞান লাভের সম্যক্ ব্যাঘাৎ জন্মে।

প্রতিজ্ঞা।

সমস্ত ধার্ম্মিক বৈষ্ণব গণের প্রবোধার্থে, তুলসী মাহাত্ম্য শাস্ত্র সম্মত প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি, ইহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা আছে, কিন্তু একত্রে সংযত না থাকাতে সম্যক্ তাগ দৃষ্ট হয় না, এক এক শাস্ত্র মত এক এক জন এক এক প্রকার জানেন, অতএব বহু শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি, যদ্বিজ্ঞানে ধার্ম্মিকদিগের পরম হিতহইতে পারিবেক, বিনাতুলসীতে কাহারই কোনকার্য্য দর্শিতে পারে না, কেবল শবারূঢ়া শক্তিদিগের বিশেষ অর্চ্চনার কালে তুলসীর প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ শবসাধন কালে শ্মশান ক্ষেত্রে তুলসীর আদর নাই, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে প্রয়োজন হয়, যে হেতু কোন দান বা কোন কর্ম্মাদৌ সংকল্পাদি করিবার সময় তুলসী বিনা হইতে পারে না। অতএব সর্ব্ব লোকের বি-

দতার্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা তুলসীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

অথ তুলসী মাহাত্ম্য।

সর্ব্বেভ্যঃ পত্রপুষ্পোভ্যো বরিষ্ঠা তুলসী প্রিয়ে।
সর্ব্বকাম প্রদা শুদ্ধা বৈষ্ণবী বিষ্ণুবল্লভা॥ ইতি
মৎস্যসুক্তং॥ ১৬ পং॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, হে প্রিয়ে! ত্রিলোকী-তলে যত যত পুষ্প ও যত যত পত্র আছে, সে সমস্ত পত্র পুষ্প হইতে তুলসী অতি বরিষ্ঠাও অতি শুদ্ধা, বিষ্ণুবল্লভা বৈষ্ণবী শক্তি তুলসী, সর্ব্বাভিলাষ পুরিণী হন্॥

ভুক্তি মুক্তি প্রদাদেবী সর্ব্বলোক হিতা পরা।
যামাশ্রিতা গতাঃ স্বর্গ মক্ষয়ং পরমেশ্বরি॥

হে দেবি! হে পরমেশ্বরি। সর্ব্ব লোকের হিত স্বরূপা, ভোগ মোক্ষ প্রদায়িনী তুলসী, যাঁহাকে সমাশ্রয় করিলে লোক সকল অক্ষয় স্বর্গে গমন করে। অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গ পদে তদ্বিষ্ণুর পরম পদ, যেখানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি থাকেনা।

হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং পৃথিব্যাং রোপিতা পুরা।
যথা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী যথাত্বং হর বল্লভা।
তথেয়ং তুলসী দেবী চতুর্থী নোপ পদ্যতে॥

সর্ব্বলোকের হিতার্থে ভগবান্ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে এই মর্ত্ত্য লোকে তুলসী রোপিতা হইয়াছিলেন, যেমন নারায়ণের প্রিয়ালক্ষ্মী, হে পার্ব্বতি! তুমি যেমন হরবল্লভা, সেইরূপ তুলসীও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রাণবল্লভা হয়েন, এমন প্রিয়া আর চারিটি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যথাগঙ্গা পবিত্রাহি সর্ব্বলোক বিমোক্ষদা।
তথেয়ং সর্ব্বপাপানাং তুলসী পাপহারিণী॥

যেমন গঙ্গা সর্ব্বলোকে মোক্ষ দায়িনী ও পবিত্রা হয়েন। সেইরূপ তুলসী ও পবিত্রা সমস্ত পাপিদিগের পাপহারিণী, এবং মোক্ষদায়িনী হন।

সমঞ্জরী দলৈ র্যেন তুলস্যা বিষ্ণুরর্চ্চিতঃ।
তস্য পুণ্য ফলং দেবি কথিতুং নৈব শক্যতে॥

হে দেবি। মঞ্জরী সহিত তুলসীদলে ভগবান বিষ্ণু সমর্চ্চিত হইলে যে ফল প্রদান করেন, সেই পুণ্যফলের সীমা যে কি পর্য্যন্ত, তাহা আমি কহিতে সক্ষম নহি।

ত্রিষুলোকেষু বিখ্যাতা সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনী।
সর্ব্ব কাম প্রদাদেবী সর্ব্ব মঙ্গল কারিণী।

ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাতা তুলসী দেবী, সমস্ত পাপ বিনাশিনী, সমস্তকাম প্রদায়িনী, এবং সমস্ত মঙ্গল কারিণী হয়েন।

সংসার সাগরে ঘোরে তুলসী নৌ স্বরূপিণী।
দেবানাং শিব দুর্গায়াঃ পরং তুষ্টি প্রদায়িনী॥

ঘোর সংসার সমুদ্র তরণে নৌকা স্বরূপা তুলসী, যত দেবতা আছেন তাহা হইতে শিবদুর্গার পরম তুষ্টি প্রদায়িনী হয়েন। অর্থাৎ তুলসীদলে পূজিত দেবতাদিগের মধ্যে দুর্গা ও শিবের অত্যন্ত সন্তোষ জন্মে।

কল্মষৌঘাতুরাণাঞ্চ সেয় মেকা মহৌষধিঃ।
তত্রৈবোদাহরন্তীম মিতিহাসং পুরাতনং।
মরীচিরাম সংবাদং তৎ শৃণুস্ব বরাননে॥

একা তুলসীই জীবের পাপরূপ সমূহ রোগের মহৌষধি স্বরূপা হয়েন। হে বরাননে! এবিষয়ের উদারণ এক পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, যাহা পূর্ব্বে মরীচি ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ করহ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ।।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ..................................৮৲
শিবসংহিতা..১৲
সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲
সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩।৹
সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত .... ১৲
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৯ সাল পর্য্যন্ত ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য..........৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামত অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজ্ঞনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কার্য্যকরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ ।

অসুরকুল বৃত্তান্ত ।

কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক নিহত তারকাসুরের তিন পুত্র, ধন্য মালী, কমলাক্ষ, ত্রিপুর, ধন্যমালীর পুত্র শুম্ভ, উপশুম্ভ, কম লাক্ষের পুত্র শুম্ভ, নিশুম্ভ, ত্রিপূরের পুত্র গয়াসুর । ত্রিপুরাসুর শঙ্কর কর্ত্তৃক নিহত হয়, তৎপুত্র গয়াসুর তাহাকে ভগ-বান বিষ্ণু পাদাঘাতে আক্রান্ত করিয়া ভূমিতলে পোথিত

করেন, অদ্যাবধি কীকটদেশে তন্মস্তকোপরি গয়াক্ষেত্র দেদী-প্যমান রহিয়াছে, সর্ব্ব লোকে তৎশিরোপরি পিতৃলোকের লোকের উদ্ধারার্থ পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে, যেহেতু ভগবান বিষ্ণু তৎশিরোপরি পদাঙ্ক সংস্থাপন করতঃ এই আজ্ঞা করিয়াছেন, যে এক ক্রোশ প্রমাণ গয়াসুর মস্তক,ই হাতে পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান যে করিবে নিঃসংশয় তাহার পিতৃগণ উদ্ধার হইবে, ইহা বায়ুপুরাণে উক্ত আছে, অন্যাপরে কা কথা সর্বিষমস্থ প্রেতাদি যোনিপ্রাপ্ত জীব মাত্রের উদ্দেশে যে কোন ব্যক্তি গয়াসুর মস্তকে বিষ্ণু পাদাঙ্কোপরি পিণ্ড দান করিলে মুক্ত হইবে, সংক্ষেপে এই মাত্র কহিলাম, এ গ্রন্থে এরূপ অলৌকিক পারমার্থিকী কথার উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু নাস্তিককুলে স্থূলে বিপুল হেতুবাদের আচুর্ত্তা হয়।

ধন্যমালীর পুত্র শুম্ভ, উপশুম্ভ, ইহারদিগে দুই পুত্র মারীচ, সুবাহু, উহারা তাড়কা রাক্ষসীর গর্ব্ভে জন্মে, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে শ্রীরামহস্তে সুবাহু হত হয়, মারীচ আহত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের উপদ্বীপে আসিয়া বাস করে, সেই উপদ্বীপের নাম তারকট এক্ষণে প্রাকৃত ভাষায় " নিউহালণ্ড ,, বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকে, পরে রাবণ কার্য্যে মায়ামৃগরূপে ঐ মারীচ শ্রীরাম হস্তে নিহত হয়। শুম্ভ ও উপশুম্ভ সহোদরদ্বয় তিলোত্তমা নামে দেবনির্ম্মিত মায়া কন্যা পরিগ্রহার্থ বিরোধ করিয়া মলয়া পর্ব্বতোপরি পরস্পর যুদ্ধ করিয়া আপনাআপনি দুই জনেই বিনাশ দশা প্রাপ্ত হয়।

কমলাক্ষের পুত্র শুম্ভ, নিশুম্ভ। ত্রিলোকাধিকার করতঃ স্বর্গ হইতে দেবরাজ ইন্দ্রকে নিরাকৃত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া রাজ্য করিয়াছিল, তাহাদিগের রাজ্যশাসন কালে আর কাহারই কর্ত্তৃত্ব ছিলনা, এবং বিবিধ প্রকার অভাবনীয় কল কৌশল যন্ত্রের প্রচার ছিল, ইহারা চন্দ্র সূর্য্যাদির মণ্ডল হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া আপনারাই চন্দ্র সূর্য্যাদির কার্য্য করিয়াছিল, তাহারা এমত এক কৌশলকে সৃষ্ট করিয়াছিল, যে পৃথিবীতলে সর্ব্ব স্থানেই গমন করিতে পারিত, তাহাতে তাহাদিগের রথের গতিকে কেহই রোধ করিতে পারিত না, পর্ব্বত সকল তৎভাবে আপনি বিদীর্ণ হইয়া যাইত, বনব্যূহে বৃক্ষাদি সকল স্বস্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হইত, নদ নদী সমুদ্রাদির জলের ভিতর দিয়া এমন পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যে তন্মধ্যে স্থলের ন্যায় সর্ব্বত্রে তাহারদিগের রথ গমনাগমন করিত "পর্ব্বতাশ্চ দদুর্মার্গং যত্রযত্রাস্য ধাবতীতি„ প্রমাণ আছে। অতএব জল স্থল শূন্য ত্রিলোকেই গমনাগমন করিত, কখন কোন সময়ে তাহাদিগের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে কেহই শক্ত হইত না, যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থে পৃথিবী তলে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিত, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্ররাজ ভগবানের আরাধনা করেন, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া সে সমস্ত অসুর দলকে বিনাশ করিলে পর অপর ক্ষুদ্র২ অসুরেরা পাতাল তলে গিয়া বাস করিল, অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্নভাগে জল সঙ্কুল উপদ্বীপ সকলে বাস করিয়া থাকিল।

আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু। ইহারা কশ্যপের পুত্র দক্ষকন্যা দিতির গর্ব্ভে প্রদোষকালে জন্মগ্রহণ করে, হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ, সে অতি দুর্দ্দান্ত স্বর্ণবর্ণ চক্ষু অর্থাৎ পীতাভবিড়ালের চক্ষুরন্যায়, বেদাদি শস্ত্রের নিন্দায় প্রবর্ত্তমান থাকিয়া অতস্থিত জলধি জলে বিচরণ করিত, স্বর্গাদি সর্ব্বলোককে জয় করিয়া শেষে পৃথিবী তলে জলে জলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত ইন্দ্রাদি দেবগণে তাহার ভয়ে স্বর্গে কি মর্ত্যলোকেও স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে সক্ষম ছিলেন না। দুরাত্মা হিরণ্যাক্ষ দৈত্য চন্দ্র সুর্য্যাদিকে পরাজিত করিয়া আপনি স্বয়ং তত্তৎ মণ্ডলের শাসন করিত, অপরিমেয় বল বিশিষ্ট পাপ দৈত্য নিয়ত অধর্ম্ম কলাপে আবৃত বুদ্ধি প্রযুক্ত আপনাকেই পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়াছিল, যখন সর্ব্বলোকে ঈশ্বরের উপাসনার স্রোতাবরোধ করিয়া আপনার উপাসনার বিধিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইল, তখনই ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞ পুরুষ শূকর রূপ ধারণ করতঃ পাপ সমুদ্রেমগ্না ধরণী মণ্ডলের উদ্ধারচ্ছলে পশ্চিম সমুদ্র জলে তাহাকে বিনাশ করেন।

হিরণ্যাক্ষের পুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র কুজম্ভ, কুজম্ভের পুত্র হিরণ্যনাভ,হিরণ্যনাভের পুত্র জম্ভ,জম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুর, ঐ মহিষাসুর ইন্দ্রাদি দেবতার অধিকার মাত্রই হরণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গে রাজা হয়, সমস্ত দেবগণ ভিক্ষুকের ন্যায় পৃথিবী তলে মনুষ্যের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, বহুকালের পরে দেবতারা পরমেশ্বরের উপাসনা করাতে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত দেব তেজকে আশ্রয় করিয়া এক অদ্ভুত নারী-

রূপে প্রকাশ হইলেন, তাঁহাকে কাত্যায়ন মুনির আশ্রম অপগণ স্থান, এক্ষণে যাহাকে কাবুল বলে, তথায় আবির্ভাব হইতে দেখিয়া দেবর্ষিগণে কাত্যায়নী বলিয়া তাঁহার নাম বিখ্যাত করিয়াছিলেন। সেই কাত্যায়নী দেবী মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে রাজ্য প্রদান করেন।

হিরণ্যাক্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু মহাবল পরাক্রান্ত, ভ্রাতৃ মরণানন্তর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃহন্তা হরিতে তাহার বিদ্বেষ জন্মে, সেই বিদ্বেষ বশতঃ বহুকাল তপস্যা করিয়া ভগবান যজ্ঞপুরুষ পরমাত্মা বিষ্ণুকে জয় করিতে কামনা করিয়াছিল, সেই দুরাত্মা কোন দেব দেবীকে মান্য করিত না, বিশেষতঃ হরিনাম প্রতি এমন বিরক্তি জন্মিল, যে যে ব্যক্তি হরিনাম করিবে তাহাকে সমূলে নিপাত করিব এই রাজ ঘোষণা সর্ব্বত্রে ঘোষিত করে, তাহার রাজধানী বালি-পুর ছিল, এক্ষণে যাহাকে "মুলতান্" বলিয়া খ্যাত করে। এবং আপনাতে ঈশ্বর মানী হইয়া দম্ভ করিয়া কহিতে লাগিল, যে আমি ত্রিলোক মধ্যে পরমেশ্বর, সকলে আমার অর্চ্চন বন্দনাদি না করিলে দণ্ড পাইবে। যেহেতু পৃথিবীতে যে রাজা সেই ঈশ্বর তাহার আধুনিক একদৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, যেমন ম্লেচ্ছদেশান্তঃপাতি "বাবিলন দেশে" "নিমরাড় ও সামিরামিস্" আপনাদিগকে দেবতা বলিয়া সেদেশে আপন আপন পূজার প্রচার করিয়াছিল, হিরণ্যকশিপুও সেইরূপ, তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি সমস্ত ঋষিগণ বিরক্ত হইয়া ভগবান

পরমাত্মা নারায়ণকে নিয়ত উপাসনা করিয়া তত্ত্বধার্থে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র, প্রহ্লাদ, অনুহ্রাদ, সংহ্রাদ, হ্রাদ, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ অতি ধার্ম্মিক, বিচক্ষণ ঈশ্বরমানী ছিল, সে পিতার বাক্যের বিরোধী হইয়া এই কথা কহিয়াছিল, যে হে পিতঃ! আপনি এদৌরাত্ম্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব যজ্ঞময়, অজিত অপরিমিত অচ্যুত, অব্যয়, অজ, এক সত্য অদ্বিতীয় পরমাত্মা নারায়ণের অর্চ্চনা করুন্ এবং সর্ব্ব দেশময় তাঁহার পূজার প্রচার করুন্ আপনি আপনাকে ঈশ্বরাভিমান করিবেন না, যাহার জন্ম মৃত্যু আছে, তাহাকে ঈশ্বর বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন যে ভগবান হইতে হয়, তিনিই উপাস্য হয়েন। স্বপুত্র প্রহ্লাদের এই উক্তি শ্রবণ মাত্রতঃ ক্রোধান্ধীভূত হইয়া হিরণ্যকশিপু কহিল, যে এমন দুর্বিনীত পিতৃদ্বেষী মূঢ় পুত্রের অপেক্ষা নিষ্পুত্র হওয়া শ্রেষ্ঠ কল্প, অতএব আমার এমন পুত্রে প্রয়োজন নাই, ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিয়া তদ্বিনাশে উদ্যত হইয়া স্বভট প্রতি আদেশ করেন, যে এই দুরাত্মাকে শীঘ্র উপায় দ্বারা বিনাশ করহ। আজ্ঞপ্ত হইয়া রাজ ভৃত্যেরা প্রহ্লাদকে চৌরবৎ বন্ধন করতঃ লইয়া গিয়া নানা উপায় দ্বারা তদ্বধের বিধান করিতে লাগিল, অস্ত্র শস্ত্র বিষাগ্নি হস্তীত্যাদি দ্বারা যখন প্রহ্লাদকে নষ্ট করিতে না পারিল, তখন বিষাদিত চিত্তে দূতেরা পুনর্ব্বার রাজপুরতঃ আনিয়া উপস্থিত করে, প্রহ্লাদও তৎকালে চক্ষু মুদ্রিত করতঃ হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে সেই বিজ্ঞানঘন উদ্দীপ্ত দীপ

বৎ প্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দ যিনি দৈবকীনন্দন মধুসূদন নামে বেদে এক বেদ্যপুরুষ নারায়ণ তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হিরণ্যকশিপু সেই পরম পদ ধ্যানে মগ্ন স্বপুত্র প্রহ্লাদকে সন্নিধানে আহ্বান করতঃ কোষমুক্ত অসি হস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,রে দুর্ব্বিনীত। রে কুলকজ্জল কুপুত্র! এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুই যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতেছিস্, সে এখন কোথায় অবস্থিতি করে, প্রহ্লাদ তদ্বাক্যের উত্তরে কহিল তিনি সর্ব্বময় সর্ব্বত্রেই বিরাজমান আছেন, হিরণ্যকশিপু কহিল এ অতি উত্তম, যদি সর্ব্বত্রেই তোর ঈশ্বর ব্যাপ্তময় আছে, তবে মৎপুরতঃ এই স্ফাটিক স্তম্ভেও তোর ঈশ্বর অবস্থিতি করিতে পারে? প্রহ্লাদ কহিল, হাঁ? তাহাতে অসম্ভাবনা কি? তিনি স্তম্ভেও বিরাজ মান আছেন। এতৎ শ্রবণে দৈত্যরাজ প্রজ্বলিত দীপ শিখার ন্যায় মহাকোপে উদ্দীপ্ত হইয়া স্তম্ভোপরি খড়্গাঘাত করিয়া স্তম্ভকে দুইখণ্ড করিয়া ফেলিল. তৎক্ষণমাত্রে ছিন্ন স্তম্ভাভ্যন্তর হইতে বিস্মাপনীয় এক নৃসিংহ মূর্ত্তি বাহির হইল, সেইরূপ অতি ভয়ঙ্কর অত্যুচ্চগগণ স্পর্শী জটা বিক্ষেপে মেঘ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। সেই নৃসিংহ রূপী ভগবান হিরণ্য-কশিপুকে ধৃত করিয়া অবলীলা ক্রমে বিনাশ করিলেন। একথা নাস্তিক দলে বিশ্বাস করেনা, না করুক্ ঈশ্বরীয় বিষয় সকলি অলৌকিক্ নাস্তিকের কথায় তাহার হানি হইতে পারেনা।

হিরণ্যকশিপুর লোকান্তর হইলে, তৎপুত্র প্রহ্লাদ রাজ

সিংহাসনারূঢ় হন, তিনি যদিও অসুরবংশ, তথাপি অতি ধার্ম্মিক বলিয়া দেবতারা তাঁহার দ্বেষ করিতেন না, সুতরাং তৎকালে দেবাসুরেরদিগের সন্ধি বন্ধন ছিল। তৎপুত্র বিরোচনও পিতার ন্যায় বহুকাল রাজ্য করেন। বিরোচনের পুত্র বলি, তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন, নর্ম্মদা নদী তীরে ইন্দ্রত্বাভিলাষে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সেই অহংকারে ইন্দ্রকে তুচ্ছ করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন। এজন্য বলিরাজার প্রতি দেবতারা বিদ্বেষ করিয়া কৌশল দ্বারা তাহাকে বদ্ধ করেন। বলিরাজা কেবল দাতা ছিলেন এমতও নহে, তপোবলে চিরজীবী এবং অতিশয় দুর্দ্ধর্ষরূপে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে খর্ব্ব করা দেবতাদিগের অসাধ্য বিধায় ভগবান কশ্যপ গৃহে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ছলনা দ্বারা অসুরবাস পাতালে প্রেরণ করেন। এ সকল ইতিহাস কথা পুরাণাদিতে প্রকাশ আছে, সে সকল অতি গুহ্য কথা এ প্রসঙ্গে তাহা প্রকাশের যোগ্য নহে। এ নিমিত্ত এই পর্য্যন্তই লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম। বলি রাজার একশত পুত্র তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাণ রাজা হইয়া পিতৃ পিতামহের রাজধানী মুলতানকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দেশে শোণিত পুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অধুনা সেই দেশকে " দিনাজপুর ,, বলিয়া বিখ্যাত করে।

অপরিমিতায়ু অসুর জাতি এবিধায় বাণরাজা বহুকাল জীবিত থাকিয়া দেবারাধনা করিয়াছিলেন। তিনি মহাশৈব শিবব্রত ধারণ করতঃ চৈত্রমাসে শিব সন্ন্যাস প্রকাশ করেন।

ঊষানামে তাহার কন্যাকে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ প্রচ্ছন্ন ভাবে হরণ করাতে বাণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্যে দিনাজ পুরে আসিয়া অনিরুদ্ধের বন্ধন মোচন জন্য বাণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে বাণ আঘাতী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ জয়ী হন। কিন্তু তদ্রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, পরিণামে সন্ধি স্থাপন করতঃ ঊষার সহিত অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকাতে গমন করেন।

বাণ রাজার তিন পুত্র। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাহারা পৈতৃক দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বনামে তিন দেশ স্থাপনা করিয়া তথায় আধিপত্য করিয়াছিলেন। বঙ্গ পিতার ন্যায় শিব ভক্ত ছিলেন একারণ পৈতৃক ব্রত শিব সন্ন্যাস বঙ্গদেশে প্রচার করিয়া রাখিলেন।

কিছুকাল পরে মৎস্য দেশীয় বিরাট রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন, পরে বঙ্গদেশ সমুদায় মৎস্য দেশীয় সম্রাটে সংলগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু সমুদায় অঙ্গ বঙ্গাদি দেশ হস্তিনার অধীন, কেবল ইহাও নহে এই ভারতবর্ষ প্রভৃতি নববর্ষই হস্তিনার সিংহাসন তলে অবস্থিত ছিল। পরে কলিতে যখন হস্তিনার সাম্রাজ্য খর্ব্বতা হয়, তখন সমস্ত দেশই প্রায় মগধ রাজ্যের অধীন হইয়াছিল, মগধ দেশের সাম্রাজ্য ধ্বংস কালের কিছু পূর্ব্বে নাস্তিক গৌতম বংশীয়ের শিষ্যপাল নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা হয়, তৎকর্ত্তৃক সমস্ত রাজ্যে প্রায় বৌদ্ধমতের প্রচার হইয়াছিল,

চীন হৈহয় ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলাদি অনেকানেক উপদ্বীপেও তদ্বংশীয়েরা জৈনধর্ম্মের প্রচার বাহুল্য করিয়াছিল, তদ্বংশে গন্ধর্ব্বসেন রাজার পুত্র ভর্ত্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্য রাজা হন, তাঁহারা প্রথম জৈন্য মতাবলম্বী ছিলেন, পরে পঞ্চায়তনী দীক্ষায় দীক্ষিত হন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আর একজন পাল বংশীয় পাল নামক রাজাও জৈনমত ত্যাগ করিয়া শিব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি বৈষ্ণবদিগের সহিত যুদ্ধে আক্রান্ত হইয়া মিশ্র দেশে কিছুদিন বাসকরেন, যাহাকে মিসর বাইজিপ্ট দেশ বলে। পরে বিক্রমাদিত্যের পর পর যে যে রাজা হইয়া ছিল, তাহা যুগবর্ণন প্রসঙ্গে পরে প্রকাশ করিয়া লিখিব।

মহর্ষি অঙ্গিরার দুইপুত্র বৃহস্পতি ও সম্বর্ত্ত। পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা। বিশ্রবারপুত্র কুবের তিনি লঙ্কানামে উপদ্বীপে বাস করেন। ঐ বিশ্রবার বীর্য্যে রাক্ষসী নিকষা গর্ব্ভে আরও তিন পুত্র হয়, অর্থাৎ রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ও বিভীষণ। ঐ নিকষার পিতা মাল্যবান রাক্ষস, তাহার পূর্ব্বাধিকৃত বাসস্থান সূর্য্যাব্রিক দেশের অন্তঃপাতি কানিবল খণ্ড, যাহাকে ইদানীং এফ্রিকার মধ্যে কেনিবল খণ্ড বলিয়া খ্যাত করে, কিছুকাল পরে রাবণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে কুবের পরাজিত হইয়া উত্তর কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া অলোকা নাম পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন, রাবণ লঙ্কার অধিপতি হয়। এসকল কথা দেবসর্গের মধ্যে ধত

আছে, ইহা সংকল্পিত এ পুস্তকের প্রয়োজনীয় নহে, তথাপি প্রসঙ্গতঃ কহিলাম।

প্রসঙ্গাধীন ব্রাহ্মণ বংশীয় আরও-এক রাজাখ্যান কহিতেছি। ব্রহ্মার পুত্র (মহর্ষি ভৃগু) ভৃগুবংশে (চ্যবন) চ্যবনের পুত্র (প্রমতি) প্রমতির পুত্র (রুরু) ইহাঁরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু এক এক দেশের রাজা ছিলেন। ঐ বংশে ত্রেতাযুগে (ঋচীক) ঋচীকের পুত্র (জমদগ্নি) যিনি কার্ত্তবীর্য্য নামে ক্ষত্রিয় রাজা কর্ত্তৃক কামধেনু জন্য হত হন, ঐ জমদগ্নি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন, রেণুকা গর্ব্ভে তৎপুত্র (পরশুরাম) আরও (৯৯) জন আছেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রম মহেন্দ্রগিরি সন্নিকটে মহাস্থান। তিনি মহাবল পরাক্রান্ত, অদ্ভুত ক্ষমতাবান্ ঈশ্বরাবতার রূপে পরিচিত ছিলেন। নিঃক্ষত্রিয় পদে এককালিন সমস্ত ক্ষত্রিয় নাশ নহে, বাল বৃদ্ধ জরাতুর পরিত্যাগে কিশোর ক্ষত্রিয় নাশ করেন, পরে কালান্তরে বাল ক্ষত্রিয় কিশোরাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া তাহাদিগকেও নাশ করিতেন, এরূপে ক্ষত্রিয় নাশ এক বিংশতিবার করিয়াছিলেন, তৎপরে আর করেন নাই।

ক্ষত্রিয় বিনাশানন্তর তত্তৎস্থানে ধরা শাসনার্থে ব্রাহ্মণ ভূপতি সংস্থাপন করিয়া আপনি সর্ব্বোপরি প্রাধান্য রূপে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সমস্ত ধরামণ্ডলে একচ্ছত্রী রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ তদধীনে রাজ্য শাসন

করিয়াছিল। এবং পরশুরাম কৃত মহামারী সময়ে অনেকা-
নেক ক্ষত্রিয়স্ত্রী ব্রাহ্মণ গৃহে বিপ্রকন্যা বলিয়া লুক্কায়িতা হই-
য়াছিল, ঐ সকল কন্যা গর্ব্ভে ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রমশঃ বহুসংখ্যক
ক্ষেত্রজ পুত্র হয়, পরে তাহারাও ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়কুল
বিস্তার করিয়াছিল। কিছুকাল পরে পরশুরাম নিজ সাম্রাজ্য
ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তপো ধর্ম্মে
সংলগ্ন হন। তৎকালে তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তদ্রাজ
ধানী দিনাজপুরে বাণাসুর অধিকার করিয়া লয়, অপরাপর
ক্ষত্রিয় সকল অপরাপর দেশ সকল অধিকার করিয়াছিল।
এসকল কথা এক প্রকার অসুর বংশ কথন প্রস্তাবে বর্ণিত হই
য়াছে, অবশিষ্ট যাহা তাহা যুগাবস্থা বর্ণনে সুব্যক্ত হইবে।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ

তারা মহাত্ম্য।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ কাশীশ্বর স্বামী ভক্ত-
তত্ত্বজ্ঞানীকে কহিতেছেন। অরে বৎস! এক্ষণে এই প্র-
স্তাবে প্রকৃত সাধক দিগের তুষ্ট্যার্থে উপাস্যা দেবী গণের ম-
হিমা কহিতেছি, তাহাতে তোমার মনের ভাবশুদ্ধ যত হউক
বা না হউক, পরে বিস্তার করিয়া কহিব, এই তারা মূর্ত্তিকেই
নীল সরস্বতী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, ইনি কালরাত্রি
দিনে সাধকের উগ্রাপৎ তারণার্থ আবির্ভাব হন, একারণ

ইঁহাকে উগ্রতারা বলিয়া সকলে অর্চ্চনা করেন, এই তারা সাক্ষাৎ তার ব্রহ্মরূপপ্রণব স্বরূপা হয়েন, এজন্য নাম তারা। এঁর দেহ সামান্য দেহ নহে, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপকরণ ঘনীভূত, ইঁহার ক্ষয়োদয় নাই। গগন সদৃশ অতি স্বচ্ছ নির্ম্মলত্বাৎ আকাশবৎ নীলবর্ণ, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ইতি চতুর্ভুজ বিশিষ্ট, ব্রহ্মাণ্ডবৎ লম্বমান উদর অর্থাৎ ব্রহ্মোদেরে সকলের স্থিতি একারণ লম্বোদরী হইয়াছেন। মহা কালের অপরা মূর্ত্তি অক্ষোভ্য, তিনিই ইঁহার ভৈরব, সকলেই ক্ষোভিত হয়, অর্থাৎ নাশ হয়, ক্ষোভশূন্য শুদ্ধ কালেরই নাশ নাই,কাল নিত্যই দণ্ডায়মান আছেন। পঞ্চেন্দু ভূষাণাতারা তাহার অর্থ পূর্ব্বে হইয়াছে তারারূপ ব্রহ্ম ইঁহার উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা, তদ্ভিন্ন অন্য আর এক জন স্বতন্ত্র ব্রহ্ম আছেন, ইহা ভ্রান্ত লোকে বলিয়া থাকে। আত্মার স্বরূপ প্রদর্শনার্থ পরব্রহ্ম কালে কালে একএক রূপ ধারণ করেন, নতুবা তাঁহার অস্তিত্ব প্রতি জীবের বিশ্বাস থাকে না, কেবল এক জন আছেন একথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে কালে নাস্তিক হয়। এই মহাবিদ্যা তারা, ইনিই কালী রূপা, ইহাঁরদিগের আবির্ভাব দিবসকেই কালরাত্রি বলিয়া উক্ত করেন। যথা স্বতন্ত্রতন্ত্রে।

কাল রাত্রি দিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে।
উগ্রাপৎ তারণার্থঞ্চ উগ্রতারা স্বয়ং কলা।
মেরোঃ পশ্চিম কূলেতু চোলনাখ্য হ্রদে মহান্।
তত্রজজ্ঞে স্বয়ং দেবি মাতানীল সরস্বতী॥

কার্ত্তিক মাসের অমস্যার দিনে মধ্যরাত্রিকালে স্বয়ং দেবী

তারা সাধকদিগের উগ্রাপৎ তারণের নিমিত্ত, সুমেরুর প-শ্চিম চোলনাখ্য মহান হ্রদের কূলে মাতা নীলসরস্বতী আবির্ভূতা হন।

উগ্রাপত্তারণ নিমিত্ত অর্থাৎ শুম্ভ নিশুম্ভকর্ত্তৃক দেবতাদিগের মহান ভয় ও তদাপৎ যে অতিশয় উগ্র, সেই আপৎ উদ্ধার র্থে স্বয়ং ব্রহ্ম সরস্বতী রূপে চোলনাখ্য হ্রদকূলে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া প্রকাশিত হয়েন। অর্থাৎ ঐ আপদে আপন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবী পর্ব্ব কার্ত্তিক কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে গঙ্গাবতরণ দেশে হিমালয়ে কালীর পূজা করিবার উদ্‌যোগ করাতে, শুম্ভ নিশুম্ভের দূত চণ্ড মুণ্ড তাহা দেখিয়া তদুপকরণ সকল নষ্ট করে, এবং প্রতিমাকেও ভগ্ন করিয়া ফেলে, পরে রাজাকে সংবাদ দিয়া তথায় অনুসন্ধানকর্ত্তৃ সেনা সংস্থা-পিতা করিয়া রাখে, এবং দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দেয়,আর কোন মতে স্বস্ত্যয়নাদি করিতে দেয় না। এসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা, ও মহেশ্বর বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ ক-রিয়া পরদিন দেবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি গোপন ভাবে অমাবস্যায় নিশীথকালে সুমেরুর পশ্চিম চোলন হ্রদের তীরে রাত্রেই কালী প্রতিমা করিয়া রাত্রে পূজা করতঃ রাত্রেই বিসর্জ্জন করিলেন, প্রভাতে তাঁহার চিহ্ন মাত্রও থাকিল না, এবং অসুর দলেও ইহার ছন্দাংসে কোন অনু-সন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি কার্ত্তিকের অমাবস্যার নাম কালরাত্রি তাহাকে কালিকা পূজার দিবা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সেই স্থানে মাতা কালিকা, গৌরী দেহ ধারণ

করিয়া দেবতাদিগের উগ্র আপৎ নিস্তারণ জন্য সরস্বতী রূপে প্রকাশ হন, ইহা সপ্তশতীতেও প্রমাণ আছে। তথা হইতে জাহ্নবী তীরে স্নানার্থ গমন করেন, অর্থাৎ যেখানে পুর্ব্বে দেবতারা পূজার্থ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন। যথা "পুনশ্চ গৌরী দেহা সা সমুদ্ভুতা যথা পুরা। বধায় দুষ্ট দৈত্যনাং তথা শুম্ভ নিশুম্ভয়ো রিতি"। মহিষাসুর বধানন্তর পুনর্ব্বার তিনি গৌরী রূপা হইয়া দুষ্ট দৈত্যদিগের বিনাশার্থ এবং শুম্ভ নিশুম্ভের বধের নিমিত্ত সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন, যে কথা কথিত আছে, সে এই প্রস্তাব। কিন্তু উৎপন্নকালে হিম কুন্দেন্দু ধবলা, পরে তৎকালাতে শিবের উর্দ্ধ বদন গলিত তেজঃ প্রভাবে নীলবর্ণা হন। যথা

তত্রপজাস্ত প্রজপৎ ত্রিযুগং সমর্ত্ততঃ।
মমোর্দ্ধ বক্ত্রাগ্নিঃ সৃতা তেজোরাশি বিনির্গত;।
হ্রদেচোলে নিপত্যৈব নীলবর্ণা ভবত্তদা॥

হে পার্ব্বতি? আমি সেই স্থানে ত্রিযুগ পর্য্যন্ত তপস্যা করি, সেই তপোবিরামে আমার উর্দ্ধ বদন হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইয়া ঐ চোলহ্রদে নিপতিত হয়, তাহাতে উক্ত হ্রদ নীলবর্ণ হইল, মাতা সরস্বতীও তাহাতে নীলবর্ণা হয়েন। চণ্ডীতে ইহাঁকেই কৌশিকী বলিয়াছেন, তন্ত্রে নীল সরস্বতী বলিয়া উক্ত করেন। ঐ চোলাখ্য হ্রদ তদবধি নীল সাগর নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

হ্রদস্য চোত্তরে ভাগে ঋষিরেকো মহোত্তমঃ।
মদং শোংক্ষোভা নামাসৌ তদারাধন তৎপরঃ।
কূর্ম্ম বীজ স্বরূপাস্য প্রত্যালীঢ় পদা ভবৎ॥

ঐ হ্রদের উত্তর তীরে অক্ষোভ্য নামে এক মহত্তম ঋষি তাঁহার আরাধনা করেন, হে পার্ব্বতি! সেই ঋষি আমার অংশ, অর্থাৎ আমি মহাকাল রূপ, আমার অপরা মূর্ত্তি বিশেষ। তারাও তাহাতে প্রত্যালীঢ় পদা হইয়া তাহাতে সংযুক্তা আছেন।

ইতিতে কথিতং কিঞ্চিৎ দেবী মাহাত্ম্য মুত্তমং।
রহস্যং তারিণী দেব্যা নসমর্থোঽস্মি বিস্তরাৎ॥ ইতি।

এই কিঞ্চিৎ দেবীর উত্তম মহাত্ম্য কথিত হইল,তারা দেবীর এই রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় তত্ত্ব বিস্তার রূপে বর্ণনা করিতে আমি সমর্থ নহি॥ ইতি।

অরে বৎস! জ্ঞানাভি মানিন্! এই তারা ও কালী ইহারদিগের রূপ মাত্র ভেদ স্বরূপের ভেদ নাই, কালে এই কালীই সুন্দরীত্ব প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, তাহার কারণ নারদ পঞ্চরাত্রে ধৃত করিয়াছেন। যথা নারদ প্রতি ব্রহ্মবাক্য।

ভূয়শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
যেন কালী মহাবিদ্যা সুন্দরীত্বমুপাগতা॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! তুমি পরম অদ্ভুত রহস্য আরো পুনর্ব্বার শ্রবণ করহ, যাহাতে আদ্যা মহাবিদ্যা সুন্দরীত্ব প্রাপ্তা হইয়াছেন।

কৈলাসশিখরে রম্যে বসামানেচ শঙ্করে।
ইন্দ্রশ্চ প্রেষয়ামাস সর্ব্বাশ্চাপ্সরসোমুদা।
আগতাস্তা মহাদেবং তুষ্টবুস্তং মহেশ্বরং॥ ইতি।

মনোহর রম্য কৈলাসশিখরে এদাসনে মহাদেব উপবিষ্ট আছেন। এমত কালে ইন্দ্র শিবের সন্তোষার্থে সমস্ত অপ্সর

গণকে প্রেরণ করিলেন। অপ্সরোগণেরা শিবান্তিকে আ-গতা হইয়া যথা বিহিত রূপে মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মোবাচ। ইত্যেবং বচনংশ্রুত্বা তাসাং সবৃষভধ্বজঃ।
আভাষ্য শ্লক্ষ্ণয়া বাচ করুণাময়তয়া ততঃ॥

ব্রহ্মা নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! বৃষভধ্বজ শঙ্কর সেই সকল অপ্সরোগণের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করতঃ, অনন্তর মহাদেব প্রেমভাবে সুমধুর মনোহর করুণামৃত পুরিত বাক্যে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন।

পুরুষস্যাতিথির্জ্ঞেয়ঃ পুরুষোনাত্র সংশয়ঃ।
স্ত্রীণাং স্ত্রীচাতিথির্জ্ঞেয়া তস্মাদ্গচ্ছত কালিকাং॥
ইত্যুক্ত্বা তৎপুরং রম্যাং বিবেশ পরমেশ্বরঃ॥

পুরুষের আতিথ্য করা পুরুষের জানিহ, স্ত্রীর আতিথ্য স্ত্রীই করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে তাহাতে সংশয় নাই। অতএব তোমারা কালিকার নিকট গমন করহ, তিনিই আতিথ্য করিবেন, এই কথা ইঙ্গিত করিয়া পরমেশ্বর শঙ্কর সেই রম্যাপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উবাচ কালীং ভগবানীশ্বরঃ পরমেশ্বরীং।
তা অপ্যবাপু পরমাং প্রীতিং পরমসৎকৃতাং॥

অনন্তর ভগবান ঈশ্বর মহাদেব, পরমেশ্বরী কালীকে সংবাদ করিলেন, তাহারাও পুরপ্রবিষ্ট হইয়া কালিকাকৃত সৎকারে পরমা প্রীতি প্রাপ্তা হইলেন।

মহাদেব পরম প্রিয় পতি পুনঃ পুনঃ কালী, কালী বলিয়া

অপ্সরদিগের অগ্রে সম্বোধন করাতে কালিকা কিঞ্চিৎ অভি-মানিনী হইলেন।

ততোদেবী মহাকালী চিন্তয়িত্বা মুহুর্ম্মুহুঃ।
এতদ্রূপমপোহায় শুক্লগৌরী ভবাম্যহং॥
যস্মাৎ কালীতিকালীতি মহাদেব সমাহ্বয়ৎ॥

অনন্তর মহাদেবী কালী বারম্বার চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন, যে আমি এই কালীরূপ এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া শুক্লগৌরীরূপা হইব, যেহেতু মহাদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কালী, কালী বলিয়া আহ্বান করেন। এই মানসে চিন্তা করিয়া মহাদেবী তথা হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

মহাদেবোপি কালেন গতোহন্তঃপুরং শিবঃ।
নাপশ্যচ্চ তদাকালীং তস্থৌতস্মিন্ পুরেহরঃ॥

মহাদেবও কিছুকাল পরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন, কিন্তু অন্তঃপুরে কালীকে না দেখিয়া তখন তথায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

অথকালে কদাচিত্তু আগত স্তত্র নারদঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং॥
কৃতাঞ্জলি পুটস্তস্থৌ ততোদেবাগ্রতো মুনিঃ॥

অনন্তর কিছুকালান্তরে শিবদর্শনার্থে মহামুনি নারদ কৈলাসে সমাগত হইয়া ভূমিগত মস্তকে দেব দেব মহেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করতঃ পুটাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

মহাদেবোহপি বামেন পাণিনা মুনিসত্তমং।
উপস্পৃশ্য সমাশ্বাস্য চক্রে পুণ্যবতীং কথাং॥

মহাদেবও বামহস্তে মুনিসত্তম নারদকে স্পর্শ করিয়া এবং কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদি দ্বারা আশ্বাস করতঃ অনন্তর পুণ্যজনিকা নানা কথা কহিতে লাগিলেন।

অথ গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

আচারাল্লভতে হ্যায়ু রাচারাদিপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধন মক্ষয্য মাচারো হন্ত্যলক্ষণং॥ ১৫৬॥

শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সদাচার যুক্ত ব্যক্তির সংপূর্ণ পরমায়ু লাভ হয়। আচারবান ব্যক্তির মনোভিলষিত পুত্র কন্যাদি জন্মে। * সদাচার শীলের অক্ষয় ধন সম্পত্তি লাভ হয়। সদাচারিব্যক্তির সম্যক্ অলক্ষণ বিনষ্ট হয়। অতএব সদাচারের পর ধর্ম্ম নাই॥ ১৫৬॥

অনন্তর বশিষ্ঠ সংহিতায় আচার প্রশংসা করিয়া কহিয়াছেন। অর্থাৎ আচারবান্ ব্যক্তির কোন ক্রমে অকল্যাণ নাই। যথা।

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষা মিতি নিশ্চয়ঃ।
হীনাচার পরীতাত্মা প্রেত্যচেহ বিনশ্যতি॥ ০

সদাচারই পরমধর্ম্ম রূপ, ইহা সর্ব্বলোকের পক্ষে নিশ্চয়

---

* সদাচারির অক্ষয় ধনপুত্রাদি লাভ হয় বলেন, কিন্তু অনেক অনাচারিকেও প্রভূত ধন পুত্রাদি সমম্বিত দেখাবায়, তদর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যে পূর্ব্ব কর্ম্মবশে ইহজন্মে ধনপুত্রাদি লাভ কিঞ্চিৎদিনের নিমিত্ত হয়, সদাচারির অক্ষয় সম্পত্তিলাভ, অর্থাৎ অপরিচ্যুত হয়, এই বিশেষঃ।

করিয়াছেন। আচারহীন ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল, এই উভয় কালই নষ্ট হয়॥ ০॥ তথাচমনুঃ ৪ অধ্যায়ঃ।

দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ুরেবচ॥ ১৫৭॥

দুরাচারিব্যক্তি ইহলোকে সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত পুরুষরূপে পরিচিত হয়, এবং সতত দুঃখভাগী হয়, আর আধিব্যাধিযুক্ত থাকে, ও অল্পকালের মধ্যেই বিনাশ পায়॥ ১৫৭॥

সর্ব্ব লক্ষণ হীনোহপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্ধধানোহনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥ ১৫৮॥

যে ব্যক্তি সদাচারবান্ শ্রদ্ধধান অর্থাৎ গুরুশাস্ত্রে বিশ্বাস যুক্ত হয়, এবং অনসূয় অর্থাৎ পরদোষ কথনে বিমুখ হয়। সে ব্যক্তির অন্যশুভ সূচক আর কোন লক্ষণ না থাকিলেও পূর্ণ শত সম্বৎসর জীবিত থাকে, অর্থাৎ বহুকাল জীবিত থাকে, এইশত শব্দ ক্রম সংখ্যা গণন বিষয়ক নহে অসংখ্য বাচক হয়,॥ ১৫৮॥

যদি কেহ এমত আপত্তি করেন, যে যে ব্যক্তি পবিত্রকারণ বেদ পাঠ নিত্য করে তাহার আর সদাচার করিবার আবশ্য কি? এবং না করাতেই বা ক্ষতি কি? তদর্থে বশিষ্ঠ সংহিতায় উত্তর করিয়াছেন। যথা।

আচারহীনন্নপুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা সহষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইবজাতপক্ষাঃ।

যদি সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদও মনুষ্য কর্ত্তৃক অধীত হন, তথাপি আচার হীন ব্যক্তিকে বেদ পবিত্র করিতে পারেন না। যেমন জাতপক্ষ পক্ষী শাবক সকল বাসাকে ত্যাগ করিয়া যায়, তা-

হার ন্যায় আচারহীন ব্যক্তিকে বেদ সকল মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন ॥ ০ ॥ অন্যদপি মনুসংহিতায় ৫ অধ্যায়ে কহিয়াছেন। যথা।

অনভ্যাসেন বেদানা মাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যু র্বিপ্রান্ জিঘাংসতি ॥ ৩ ॥

বিপ্রদিগের বেদের অনভ্যাসে, এবং সদাচার ত্যাগে, অর্থাৎ স্ববর্ণোক্ত বা স্বাশ্রমোক্ত আচার রহিত হইলে, ও আলস্য যুক্ত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে এবং অন্নদোষে অর্থাৎ অবিহিত অন্ন ভক্ষণে ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় নষ্টহয়, অর্থাৎ বৈধর্ম্মিপদের বাচ্য হয়। অথবা “মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিংঘাসতি,, ইতিপাঠে অবৈধকর্ম্মী ও ঐ অবৈধাহারিকে যম অল্পকালেই গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

স্বধর্ম্মস্যানুচরণং স্বাশ্রমেস্বেবানুকরণং।
স্বধর্ম্মএব সর্ব্বং ধত্তে।
অনেনোর্দ্ধভাগ্‌ভবত্যন্যথাধঃ পতত্যেবং। ইতি।
মৈত্রেয়োপনিষৎ।

স্বস্ব ধর্ম্মানুচরণ ও স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করণ মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য হয়, অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত যে বর্ণের বা যে আশ্রমের যে আচার তাহাতে নিযুক্ত থাকিবেক, স্বধর্ম্মই সকলকে ধারণ করেন। স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষাতেই সকলের উর্দ্ধগতি হয়, অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয়, ইহার অন্যথাচরণে অধোগতি অর্থাৎ নরকে পতিত হইতে হয়।

সাবিত্রীমাত্রসারোপি বরং বিপ্র সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিত স্ত্রিবেদোপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ীতি ॥
মনুঃ ২।১৮।

কেবল সাবিত্রী মাত্র বেত্তা ব্রাহ্মণ যদি সুযন্ত্রিত অর্থাৎ যথাশাস্ত্রোক্ত শৌচাচার বিশিষ্ট হয়, তথাপি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবরূপে মান্য করেন, সুযন্ত্রিত শব্দে বিধিনিষেধ নিষ্ঠত্ব, আর সাম যজু ঋক আদি বেদত্রয় বেত্তা হইয়াও যদি সদাচার ভূত না হয়, অর্থাৎ সর্ব্বাশী ও সর্ব্ব বিক্রয়ী হয়, সে ব্রাহ্মণ সর্ব্বতঃ প্রকারে হেয়ত্বে পরিগৃহীত জানিবেন। সর্ব্বাশী পদে নিষিদ্ধ ভোজনশীল, সর্ব্ববিক্রয়ী পদে নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয়ী অর্থাৎ যে দ্রব্য ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিতে নাই তদ্বিক্রয়কারিব্যক্তিকে কোনমতেই ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া মান্য করা যায় না, অতএব আহারাদির শুদ্ধিতেই জীবের স্বত্ব শুদ্ধি হয়, তদ্ভিন্ন যথেষ্টাহারি ব্যক্তিকে অশুচি বলে। যথা " আহারাৎ স্বত্ব শুদ্ধিশ্চজায়তে ,, ইতি। " শৌচমাহার শুদ্ধি রিতি কুল্লুক ভট্টঃ। যথা।

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনা মমেধ্যপ্রভবানিচ॥ ইতি।

মনুঃ ৫অং।

রশুন, পেয়াজ, গাজঁর এবং অমেধ্যপ্রভবকবক অর্থাৎ লোকে যাহাকে ছাতা বলে, ইত্যাদি দ্রব্য দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য, ইহার ভক্ষণে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়।

অতএব জ্ঞানী সদ্গৃহস্থের পক্ষে আহারাদির অবশ্য বিচার করা কর্ত্তব্য, নতুবা সর্ব্বধর্ম্মে বহিষ্কৃত হইতে হয়। যথা।

বুদ্ধাদ্বৈতস্ত তত্বস্ত যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনাং তত্বদৃশাঞ্চৈব কোভেদোশুচি ভক্ষণে॥ ইতি।

দ্বৈতবিবেকং।

অদ্বৈত তত্ত্ব বোধ করিয়াও যদি যথেষ্টাচারী হয়, তবে অশুচি বস্তু ভক্ষণ নিমিত্ত কুকুরের প্রতি আর ঘৃণা কি? অর্থাৎ কুকুরে আর যথেচ্ছাহারি মনুষ্যেতে কি ভেদ থাকে? অতএব শাস্ত্রোক্ত অবৈধ বস্তুর গ্রহণকে শৌচ বলে না, যদিও কোন অবৈধ দ্রব্য মনোহর দৃশ্য ও সুস্বাদু, সুগন্ধি হয়, তথাপি তাহাকে অশুচি ও অপবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সকল দ্রব্য অহিতকারী, পরে তাহাতে মনুষ্যের অহিত জন্মে। যথা।

আসনং বসনং শয্যা জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ শুচিরেতানি নপরেষাং কদাচন ইতি॥

আসন, বসন, শয্যা, স্ত্রী, ও পুত্র ইত্যাদি আপন বস্তু, আপনার স্পর্শযোগ্য পবিত্র হয়, পর স্পৃষ্ট হইলে অশুদ্ধ হয়, এবং পর সম্বন্ধীয় হইলেও সে অশুচি জানিবে।

অবিহিত বস্তু চাক্ষুষ পবিত্র জ্ঞান হইলেও পবিত্র নহে, আদৌ দেহ শুদ্ধ না হইলে পরিচ্ছন্নতা জন্য নানা প্রকার দেহবৈকল্য হয়, একারণ বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচ বিধানের অনুশাসন করিয়াছেন, অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তর শৌচ হইলেও হিত জন্মে না, এককালিন উভয় সংশুদ্ধির আবশ্যক আছে।

যথা।

শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিং তথান্তরং॥ ইতি।
ব্যাঘ্রপাদঃ।

ব্যাঘ্রপাদ ঋষি শৌচাচারকে দ্বিবিধ প্রকার কহেন, এক মৃত্তিকা জলদ্বারা দেহ সংশোধন, অপর ভাবশুদ্ধি, অর্থাৎ অন্তর শুদ্ধিঃ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বজনের বিদিতার্থে জানাইতেছি নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা এবং অন্যান্যযন্ত্রোদিত পুস্তকসকল বিক্রীত আছে, তাহা নিম্নেলিখিতেছি, তদৃষ্টে যাহার গ্রহণেচ্ছা হইবে, তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্তহইতে পারিবেন ।।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ ·· ৮৲

শিবসংহিতা ·· ১৲

সটীক যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদসম্বলিত মুদ্রিত হইতেছে মূল্য ৫৲

সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণ অনুবাদ সম্বলিত আদিকাণ্ড ৩॥০

সটীক গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ সম্বলিত ·················· ১৲

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার ১২৫৮ সাল অবধি ১২৬৯ সাল র্য্যন্তপ ১১ খণ্ড পুস্তক, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ··········৬ছয়তঙ্কা

১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা। ১৮৬০ দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন মূল্য ২৲ টাকা ও ১৮৬১ সালের ৫ ও ২৫ ও ৩৩ এবং ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি নামক ৪৫ আইন এবং নিজামতী অর্ডর সম্বলিত একত্রে বান্ধাই মূল্য ৫৲ টাকা।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ইংরাজী বাঙ্গলা মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

---

৬৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩২ আষাঢ়

পুরাবৃত্তানুসন্ধান

প্রথম উৎপন্ন মনুষ্য জাতি চারিবর্ণ বিশিষ্ট হয়। প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়, তৃতীয় বৈশ্য, চতুর্থ শূদ্রজাতি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতি সংজ্ঞা ছিল না, পরে আদি সৃষ্টিতে মনু বংশ্য বেণরাজা কর্তৃক বর্ণ সঙ্কর নানা জাতি উৎপন্না হয়। তাহার ক্রম রাজবৃত্তান্তে ব্যক্ত হইবে।

ব্রহ্মার শরীর বিশেষ হইতে যে চারিজাতি উৎপন্ন হয়, সে ক্রম স্বতন্ত্র, ফলতঃ একণে এমত বিবেচনা করিতে হইবে, যে মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে যে জাতিসৃষ্টি হয়, তাহার এই অভিপ্রায়, অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ মুখ তাহাতে উৎপন্নবিধায় ব্রাহ্মণ জাতি সকল জাতির উত্তম হইয়াছেন। এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি জাতির অগ্রে ব্রাহ্মণ জন্মেন, একারণ সকলের জ্যেষ্ঠত্ব পুরস্কার শ্রেষ্ঠ রূপে মান্য। তাঁহাদিগের এই বৃত্তিনির্দ্দিষ্টা হইয়াছে যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা। বেদার্থ ধারণ ও ব্যাখ্যানদ্বারা বিশেষরূপে বেদকে ধারণ করেন। এবং সংস্কারাধিক্য প্রযুক্ত ধর্ম্মের অনুশাসক হয়েন। ইহাঁদিগের উপজীবিকা, পূজা ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের দক্ষিণা গ্রহণ ও ভিক্ষা, দান গ্রহণ এবং ব্যবস্থাদিপ্রদানে তৈলবট গ্রহণ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়জাতি, নাভির ঊর্দ্ধভাগ অতিশুদ্ধ বাহু দেশ হইতে জন্মে সুতরাং তাঁহাদিগের কর্ম্ম যুদ্ধ, ও অস্ত্রধারী হইয়া প্রজা রক্ষাকরণ, আর দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি দান দিবে লবে না, যজমান হইবে যজাইবে না, অধ্যয়ন করিবে করাইবে না। ইহাদিগের উপজীবিকা, প্রজা রক্ষার্থ পরিশ্রমের প্রত্যুপকার স্বরূপ প্রজার নিকট হইতে বিহিত কর গ্রহণ করিবেন। এবং সেই ধনদ্বারা যাগ যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে, অন্যায় পূর্ব্বক প্রজাপীড়ন করিয়া অধিকধন লইবেন না, দুর্ভিক্ষকালে নিজধনদ্বারা প্রজা প্রতি পালন করিবেন। ধর্ম্মতঃ বিচারে প্রজা রক্ষা ও দস্যু

তস্করাদি হইতে দেশরক্ষা করিবেন, অশাস্য শাসন করিবেন, অদণ্ড্যে দণ্ড দিবেন না,ও স্বধর্ম্মে প্রজাসংস্থাপন করিবেন।২।

তৃতীয় জাতি বৈশ্য। উরু দেশ হইতে জন্মে তাহার এই মর্ম্ম,। বৈশ্যের ধর্ম্ম পূজা, যজ্ঞাদি, ও জ্ঞানাভ্যাস, দান এবং অধ্যয়ন। উপজীবিকা পশুপালন, বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত ঋণ দেওন, আর কৃষিকর্ম্ম করণ ॥ ৩ ॥

চতুর্থজাতি শূদ্র। চরণ হইতে উৎপন্ন তাহার তাৎপর্য্য। শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদির সেবাকরণ, তাহাদিগের গুণে দোষা রোপ না করণ উহাদিগের উপজীবিকা, দাসত্বকরণ দ্বারা যে বেতন প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে দেহরক্ষা, এবং ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিবেন ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণ যদি স্বীয় ব্যবসায় দ্বারা আয়ে সংসার ভরণাদি করিতে না পারেন, তবে পোষার্থে অনেক শূদ্রেরও যাজ্য ক্রিয়া করিতে পারেন, এবং বেদ বিদ্যাদি যদি না জন্মে বা তাহাতে না চলে, তবে ক্ষত্রিয় বৃত্তি অস্ত্রধারণাদি করিয়া আয় করিবেন, তৎকর্ম্মেও যদি সাহসিক না হন, অর্থাৎ দুর্ব্বল বা সাহসাদি গুণ যুক্ত যুদ্ধ বিদ্যায় অপারগ হইলে জঘন্য বৈশ্য বৃত্তিকে সমাশ্রয় করিবেন। অর্থাৎ গোমহিষাদির প্রতি পালন, অথবা বাণিজ্যাদি করিবেন কিন্তু ব্রাহ্মণসম্বন্ধে বাণিজ্যে অনেক দ্রব্যক্রয় বিক্রয়াদি করিতে নিষেধ আছে, তৎপ্রযুক্ত সংসার নির্ব্বাহের ব্যাঘাত জন্মিলে অবশেষে কৃষিকর্ম্ম করিবেন, কিন্তু হলবাহন লোকদ্বারা করাইবেন আপনি স্বয়ং করিবেন না, যেহেতু শূদ্রবৃত্তিগ্রহণ করা কোন কালেই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে ॥ ১ ॥

ক্ষত্রিয় যদি স্বীয় ব্যবসায়ে অশক্ত হন্ তবে বৈশ্য ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শূদ্র বৃত্তি করিতে পারেন না। ॥ ২ ॥

বৈশ্য আপন কর্ম্মে অকর্ম্মণ্য হইলে সহজেই তাহাকে শূদ্র বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ দাস্য কর্ম্মের দ্বারা বেতন লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন ॥ ৩ ॥

শূদ্র যদি স্ব ব্যবসায়ে সংসারভরণে অক্ষম হয়, তবে শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ সূচীকার্য্য ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্মাদিদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। এই প্রকার সত্যযুগে চারিজাতির জীবিকা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যুগানুক্রমে ধর্ম্মের হ্রাসতা প্রযুক্ত ত্রেতাযুগে অন্য প্রকার, দ্বাপর যুগে অপর প্রকার ধর্ম্ম যাজন হয়। কলিযুগে তদনুক্রমে কিঞ্চিৎ মাত্র ধর্ম্মব্যবস্থা, আর২ সকলই প্রায় তদ্বিপরীত, একারণ কলিকে পাপময় কষায়কাল বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সত্যযুগে প্রায়ই সকলে দীর্ঘজীবী ও সত্যবাদী, এবং তপস্যা, জ্ঞান চর্চ্চা, যাগ, যজ্ঞ, দান ধর্ম্মাদির পরিপূর্ণতা ছিল। অধর্ম্ম দ্বারা ধন উপার্জ্জন কেহই করিতেন না, পরবিত্তাপহরণে কেহই রত ছিল না, সকলেই ধার্ম্মিক দয়াবান অরোগী ছিল, লক্ষের মধ্যে জনেক পাপাত্মা ও রোগী হইত, কিন্তু স্বকৃত পাপের ঝটিতি প্রতিফলও পাইত ॥ ১ ॥

ত্রেতাযুগেরও এইরূপ স্বভাব, কেবল কিঞ্চিৎ ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল, ধর্ম্মপাদানুসারে দশদশ অংশ হ্রাসে পরমায়ু নির্ণীতছিল, সত্যযুগে লক্ষেরমধ্যে একজন অধার্ম্মিক ত্রেতাতে

দশ সহস্রের মধ্যে অনেক অধার্ম্মিক হইত। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্দ্ধেক, যত পুণ্যবান তত পাপী সমান ভাগ, পরমায়ু ত্রেতার দশাংশের একাংশ ছিল। কলিযুগে কিঞ্চিৎ মাত্র ধর্ম্ম, সত্যবাক্যের ব্যবহার কদাচিৎ, মিথ্যাই সংপূর্ণ, তদ্রূপ তপস্যা, দয়া, দান, যাগ, যজ্ঞ ব্রতোপবাস পূজাদিও প্রায় বিলুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত, "লক্ষেষু পুণ্যবানেকো ভবিষ্যতি ততঃ পরং,, লক্ষের মধ্যে অনেক পুণ্যবান্। পরমায়ু দ্বাপরের দশাংশ, ক্রমে তাহাতেও নানা বিঘ্ন, রোগশূন্য ব্যক্তি মাত্র নাই, প্রতারণা শঠতাদি কদর্য্য কার্য্য সম্পাদক প্রায়ই সকল মনুষ্য। এবং সত্যাদি যুগক্রমে এই এই ধর্ম্মকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। সত্যে সত্য ও তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞ, দ্বাপর যুগে যজ্ঞ ও পরিচর্য্যা, কলিযুগে ঈশ্বর কীর্ত্তন ও দান মাত্র প্রধান ধর্ম্ম, এতদ্ভিন্ন অধিক যত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে ততই কল্যাণ দায়ক হয়।

এই মাত্র পুরাবৃত্তানুন্ধান পুস্তকে সমষ্টিরূপে যুগধর্ম্ম ও ঔৎপত্তিকাদি রাজধর্ম্ম কহিলাম, অতঃপর সত্যাদিযুগে যে যে রাজা হইয়া যেরূপ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাহাই ক্রমে বর্ণনা করিতেছি, "চন্দ্রাদিত্য মনূনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতা ইতি,, চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ আর মনুবংশ এই তিন জাতীয় ক্ষত্রিয়,। সত্যে মনুবংশ্যেরা রাজ্য করেন, ত্রেতায় সূর্য্যবংশ্য দ্বাপরে চন্দ্রবংশ্য ক্ষত্রিয়েরা ধরণীর শাসন কর্ত্তা ছিলেন। কলিতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও রাজপুত্র কতিপয় দিবস রাজ্যরক্ষা করিয়া বিনষ্ট হইলে ম্লেচ্ছাদিরা রাজধর্ম্ম গ্রহণ করে।

ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে রাজ্য স্থাপন করতঃ অশীতি সহস্রোত্তর লক্ষবর্ষ পরিমাণে রাজ্য শাসন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতকে রাজ্যভার দিয়া কনকাচলকন্দরে প্রবেশ করিয়া তপোধর্ম্মে সংলগ্ন হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র উত্তান পাদ যুবরাজ হইয়া দক্ষিণ দেশে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, তৎকালে যুগাবস্থার নির্ণয় ছিলনা। প্রিয়ব্রতের অবসান দিবা অবধি যুগ সংখ্যা প্রথার বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে, পূর্ব্বোক্ত মেরুদেবী প্রিয়ব্রত মহিষী, সুনীতি ও সুরুচী উত্তান পাদের পত্নীদ্বয় হয়। তাঁহাদিগের বংশোৎপত্তি ও প্রকরণাদি ভেদ পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া লিখিব।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

সুন্দরী মাহাত্ম্য।

যস্মাৎ ত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতীশিবে।
তস্মাৎ স্বর্গেচ মর্ত্তেচ পাতালেহনাত্র পার্ব্বতি।
সুন্দরী পঞ্চমীশ্রীশ্চ খ্যাতা ত্রিপুরসুন্দরী।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়শী ততঃ।
যাং ছায়াং হৃদয়ে মেহদ্য দৃষ্ট্বা ভীতা স্বরেশ্বরি।
তস্মাৎ সাত্রিষু লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুর ভৈরবী॥

দেবাধিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন। হে শিবে! যেহেতু এতত্রিভুবন মধ্যে তুমি আপনার রূপকে অতিশ্রেষ্ঠ

করিলে। একারণ স্বর্গলোকে ও মর্ত্যলোকে এবং পাতালাদি অন্য লোকে, তুমি সুন্দরী, ও পঞ্চমী শ্রীবিদ্যা এবং ত্রিপুর সুন্দরী নামে খ্যাতা হইবে। হে পার্ব্বতি! তুমি সর্ব্বদা ষোড়শ বর্ষীয়া থাকিবে, এজন্য তোমাকে সকলে ষোড়শী বলিয়াও বিখ্যাতা করিবে। হে সুরেশ্বরি! তুমি অদ্য আমাতে তোমার যে আপন ছায়া দেখিয়া ভীতা হইলে, একারণ ত্রিলোক মধ্যে তুমি ত্রিপুরভৈরবী নামে বিখ্যাতা হইবে।

বাবস্থা ভগবত্যাশ্চ সুস্থচিত্তা কৃপাময়ী।
ততস্তাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিদুঃ॥

ভগবতীর যে অবস্থা অতি সুস্থচিত্তা, এবং সর্ব্ব জীবে কৃপা প্রদান করেন, তাঁহাকেই ভুবনেশ্বরী বলা যায়, ঐ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি ভেদই রাজ রাজেশ্বরী নামে বিখ্যাতা।

যাচোগ্রতারিণী প্রোক্তা যাচদিক্করবাসিনী।
যৈষাললিত কান্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গল চণ্ডিকা।
কৌশিকী দেব দুতীচ যাশ্চান্যা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥

যিনি উগ্রতারা নামে উক্তা হইয়াছেন, যাঁহাকে দিক্করবাসিনী বলাযায়, যিনি ললিতকান্তাখ্যা, যিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে বিখ্যাতা, যাঁহাকে কৌশিকী ও দেবদূতী বলাযায়, এবং আর আর এইরূপ মূর্ত্তি সকলকে তারা রূপ বিভূতি জানিবে।

যাখ্যাতা ভুবনেশানী তস্যাভেদাহ্যনেকধা।
ত্রিপুটাজয়দুর্গাচ বনদুর্গা ত্রিকণ্টকী॥
কাত্যায়নী মহিষঘ্নী দুর্গাচ বনদেবতা।
শ্রীগ্রামদেবতা বজ্রপ্রস্তারিণীচ শূলিনী॥

গৃহদেবী গৃহারূঢ়া মেধারাধাচ কালিকা।
কথিতাশ্চসমাসেন তাসাংভেদাশ্চ নারদ॥

যাঁহাকে ভুবনেশ্বরী বলিয়া খ্যাত করা যায়, তাঁহার বিভূতিরূপ অনেক প্রকার হয়। ত্রিপুটা দুর্গা অর্থাৎ বীজত্রয় বিশিষ্টা, জয়দুর্গা, বনদুর্গা, ত্রিকন্টকী, মহিষঘাতিনীদুর্গা, যাঁহাকে কাত্যায়নী বলেন, আর বনদেবতা, শ্রীরামদেবতা, বজ্রপ্রস্তারিণীদুর্গা, শূলধারিণীদুর্গা, গৃহদেবী, গৃহারূঢ়া, অর্থাৎ গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি, যিনি মেধা, যাঁহাকে রাধা বলা যায়, যিনি কালিকা অর্থাৎ রুদ্রচণ্ডী প্রভৃতি নবকালী মূর্ত্তি, সংক্ষেপতঃ তোমাকে ভুবনেশ্বরীর এই সকল মূর্ত্তিভেদ কহিলাম ফলিতার্থ একা কালীই সকল রূপ হইয়াছেন, রে বৎস! পূর্ব্বে তোমাকে কালী মাহাত্ম্য কহাতেই এ সকলের ব্রহ্মতা সিদ্ধি হইয়াছে, এক্ষণে প্রত্যেকরূপে মহাদেবী যে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই উপাসক দিগের বোধার্থে তোমার প্রশ্ন চ্ছলে কহিতেছি।

সাকালীজগতাং মাতাপতিং প্রাহ সনাতনী।
আজ্ঞাপয় মহাদেব রূপমন্যদ্ধরাম্যহং॥

সেই আদ্যা ব্রহ্মশক্তি সনাতনী কালী নিজ পতি সদাশিবকে কহিতেছেন, হে মহাদেব! আমাকে আজ্ঞা করুন আমি অন্যৎ প্রকার আরো রূপ ধারণ করি।

ঈশ্বর উবাচ। অধুনৈবজগদ্ধাত্রি যদ্রূপং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
করিষ্যামিচতৎসর্ব্বং বত্রপ্রীতিস্তবাচলা॥

পার্ব্বতীর প্রশ্ন শ্রবণে মহাদেব কহিতেছেন, হে কালি!

হে জগদ্ধাত্রি! অর্থাৎ জগতের উৎপত্তিকারিণি ব্রহ্মশক্তি দেবি! ইদানীং তুমি যেরূপ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমিও সেইমত রূপ বিস্তার করিব, যাহাতে তোমার অচলা প্রীতির উদ্ভাবন হয়।

অর্থাৎ শক্তি শক্তিমানে ভেদ নাই, কালরূপ পরমাত্মা, কালী পরমাত্ম শক্তি, এই নানারূপ বিশ্ব কালে কালীকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়, সেই ভাব এখানে উক্ত হইল। মহাদেব কহিলেন, হে কালি! তুমি যত রূপ করিতে ইচ্ছা কর আমিও ততরূপে প্রকাশিত হই, যেহেতু আত্মা নিরঞ্জন, কেবল প্রকৃতিতে ভাসমান হন, সেই দৃষ্টান্ত এই দশ মহাবিদ্যা, অর্থাৎ দশবিধা শক্তি, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাও দশবিধরূপে ভাসমান, মৎস্যাদি দশঅবতারে তাহা সঙ্গত আছে, আত্মা ও আত্মশক্তি অভিন্ন, তাহাই জানাইয়াছেন। যথা "কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাদিত্যাদি" কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কালিকা, বরাহ তারিণী, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, বামন মহালক্ষ্মী, রাম ত্রিপুরেশ্বরী, বলদেব ভৈরবী, মীন ধুমাবতী, কূর্ম্ম বগলা, বুদ্ধ কল্কী, জ্যেষ্ঠা মাতঙ্গী, জামদগ্ন্য ভুবনেশ্বরীতি। কালী সর্ব্বকর্ত্রী কাল সাক্ষীস্বরূপ হয়েন। কিন্তু আত্মার সত্তাতে শক্তি সর্ব্বকর্ত্রী, তদর্থে এই বচন উক্ত হইয়াছে।

দেব্যুবাচ। সর্ব্বকর্ত্তাসি দেবেশ ত্বৎশক্ত্যা জগৎপতে।
কিন্তুবাক্যং তববিভো শ্রুয়তাং পরমেশ্বর॥

মহাদেবী মহাদেবকে কহিতেছেন। হে বিভো! হে পরমেশ্বর! তুমিই তোমার শক্তিদ্বারা সকল কর্ত্তা হও। হে

দেবেশ! হে জগৎপতে। কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ তোমার কথা কহি তাহা শ্রবণ করুন।

মর্য্যাদাং স্থাপয়িষ্যামি তপঃ কৃত্বা সুদুষ্করং।
ত্বৎপ্রীতয়ে মহাভাগ প্রীতিস্তু কুরু তন্ময়ি॥

হে মহাদেব। আমি কঠিনতর তপস্যা করিয়া তোমার প্রীতির নিমিত্তে এই মর্য্যাদা স্থাপনা করিব, হে মহাভাগ! অতএব আপনি আমাতে প্রীতি করুন। অর্থাৎ তুমি অতি দুর্লভ্য, দুষ্কর তপস্যা ভিন্ন তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, জগতে তোমার এই মহিমা স্থাপনা করিব।

গৌরম্বা রক্তগৌরম্বা শ্যামং শুক্ল মথাপিবা।
যদন্যদ্বা স্বরূপং মে তৎকুরুষ্ব জগৎ পতে॥

হে জগৎপতে শিব! গৌরবর্ণ, বা রক্তগৌর, কিম্বা শ্যামবর্ণ, অথবা শুক্লবর্ণ কি অন্য কোনবর্ণ, আপনার স্বরূপ প্রীতির নিমিত্ত যাহা হয়, আমাকে সেইরূপ বর্ণ বিশিষ্টা করুন।

বামেণ পাণিনা সাধ্বী মুত্থাপ্য পরমেশ্বরঃ।
মার্জ্জয়িত্বা প্রিয়া দেহং নির্ম্মলং কৃতবান হরঃ॥

মহাদেব পার্ব্বতী বাক্য শ্রবণ করিয়া, বামহস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। এবং স্বপ্রিয়া পার্ব্বতীর শরীরকে মার্জ্জন করিয়া নির্ম্মল করিলেন।

মন্দাকিন্যা জলেরম্যে স্নাপয়ামাস পার্ব্বতীং।
বিদ্যুদ্রূপ ভবেদ্গৌরী বিদ্যুদ্গৌরীতি বিশ্রুতা॥

মন্দাকিনীর নির্ম্মল মনোহর জলে পার্ব্বতীকে স্নান করাইলেন, সর্ব্বরূপা পার্ব্বতী তজ্জলে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায়

গৌরবর্ণা হইলেন, তদবধি সুন্দরী শক্তি বিদ্যুৎ গৌরীনামে বিশ্রুতা হন।

স্বাহা গৌরীতি শ্যামাচ শুক্লাচ রক্তগৌরিকা।
অনন্তরূপিণী মূর্ত্তিঃ কোটি কোটি স্বরূপিণী।
শাকম্ভর্য্যমলা সূক্ষ্মা ষট্পদী ভ্রামরী তথা।
অনেক বর্ণা গন্তব্যা নন্তরূপা সনাতনী॥

অনন্তর বিদ্যুৎ গৌরীরূপা হইয়া সুন্দরী স্বাহাগৌরী নামে শ্যাম বর্ণা হইলেন, এবং শুক্লবর্ণা ও রক্তগৌরী, শাকম্ভরী, অমলা সূক্ষ্মরূপা, আর ভ্রামরী রূপা হইয়া প্রকাশ পাইলেন, কোটি কোটিশ রূপধারিণী অনন্তরূপা অনেক বর্ণা ও অনেক মূর্ত্তি হইলেন, তিনি সনাতনীক্ষয়োদয় রহিতা নিত্যা প্রকৃতি হয়েন। কেবল সাধক প্রীতির নিমিত্তে নানা-রূপবতী হন।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলং।
সত্য পূতং বদেদ্বাক্যং মনঃ পূতং সমাচরেৎ॥ ইতিমনুঃ॥

দৃষ্টিপূত পাদপ্রক্ষেপ করিবে, বস্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া জল পান করিবে, মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রসনাকে সত্য বিষয়ে পবিত্র করিয়া বাক্য কহিবে। আর মনঃ পবিত্র যাহাতে হয় এমত কর্ম্মের আচরণ করিবে। "যদিচ মতিবিরুদ্ধং সর্ব্বমেতদ্বিরুদ্ধমিতি„ যদিও বাহ্যশৌচে পবিত্র হয়, তথাপি মনঃ

শুদ্ধি না হইলে পবিত্র হইতে পারে না এবং যদি বল কেবল মন পবিত্র হইলেই হয়, তবে বাহ্য শৌচের প্রয়োজন নাই এমত তাৎপর্য্য নহে, ইহাতে উপরি উক্ত শ্লোকের এই অভিপ্রায় যে বাহ্যাভ্যন্তর উভয় শৌচেরই আবশ্যকতা, কারণ বাহ্য শৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি মনঃ শুদ্ধি না থাকে, তবে তাহার সমস্ত শৌচই ভ্রষ্ট হয়, এবং মনঃ শুদ্ধি বলিয়া যদি বাহ্যে শৌচাচার না করে, তবে তাহাকেও শৌচ ভ্রষ্ট কহা যায়। এক্ষণকার অসভ্য জনেরা শাস্ত্রসিদ্ধ অনাচার বিশিষ্ট হইয়া লোক সমাজে বিচারে জিত হইবার অভিপ্রায়ে মৌখিক বলিয়া থাকে যে আমাদের মনঃ পবিত্রতা নিমিত্ত সর্ব্বদা শুচি আছি, আর বাহ্য শৌচের প্রয়োজন কি? তদর্থে বক্তব্য এই যে যদ্যপি যথেষ্টাচার পরায়ণ হইয়া মনঃ পবিত্র আছে বলিলেই শৌচাচার সিদ্ধ হয়, তবে কোন শাস্ত্রেই বাহ্য শৌচের উল্লেখ থাকিত না, এবং নাস্তিক প্রভৃতি ইতর মনুষ্য যাহারা কৃতাকৃত শাস্ত্র মাত্র জানে না অবিরত অনিষ্ট চিন্তা, অনিষ্ট কর্ম্ম করণে প্রবৃত্ত, ও তাহাতেই তাঁহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন থাকে, সুতরাং স্বভাবশুদ্ধি প্রযুক্ত তাহাদিগকেও পবিত্র এবং তাহাদিগেরও শৌচ শুদ্ধি বলা সঙ্গত হয়, ফলিতার্থ ভ্রষ্টাচারি ব্যক্তি ব্যতীত ধার্ম্মিক জনে কখন এরূপ জঘন্য বাচালতা করিতে সাহস পায়না। বিনানুষ্ঠানে কেবল বাক্যে সাধু হইতে না পারে? এমন লোক জগতে দেখি না, অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিই সাধু হয়, অক্রিয়ব্যক্তির সাধুতা কি? কথনে কেহই সাধু হইতে পারেনা। তাহা হইলে সকল অ-

নিষ্ট কর্ম্মমাত্রেরই প্রতিষেধ থাকে না, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সুরাপান, যবনান্ন গ্রহণ, এবং পরস্বাপহরণাদি করিয়াও একবার মুখে কহিলে হইবে যে আমার বাহ্য শুদ্ধি কি? চিত্ত শুদ্ধি প্রযুক্ত মনঃ সর্ব্বদা প্রসন্ন আছে, এবাক্য বলাতে কেবল মূঢ়তামাত্রই প্রকাশ পায়।

স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্ম বিধিক্রিয়াঃ।
মঙ্গলাচার নিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিষ্ফলাঃ॥ ইতি॥

হারীতঃ।

স্নান, দান, তপস্যা, সন্ন্যাস, মন্ত্রকর্ম্ম, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মকাণ্ড, যাগ, যজ্ঞ, এবং মঙ্গলাচার নিয়মাদি সকল শৌচ ভ্রষ্ট ব্যক্তির নিষ্ফল হয়।

শুচিং দেবাহি রক্ষন্তি পিতরঃ শুচিমন্বিয়ুঃ।
শুচির্বিভ্যতি রক্ষাংসি যেচান্যে দুষ্টচারিণঃ॥

শুচি ব্যক্তিকে দেবতারা রক্ষা করেন, শুচি ব্যক্তির প্রতি পিতৃগণেরা প্রীতি যুক্ত থাকেন, এবং রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রভৃতি যে সকল দুষ্টাচারিব্যক্তি তাহারা শুচি ব্যক্তির নিকটে ভীত হয়।

অতএব শৌচাচার পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য, হে স্বদেশজাত বন্ধুগণেরা সাবধান হও বেদশাস্ত্র নিন্দক যবন ম্লেচ্ছ এবং আধুনিক ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের যথেষ্টাচার ও ব্যবহার দৃষ্টে স্বজাতীয় সনাতন ধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিহ না, যদিস্যাৎ মোক্ষ কল্যাণ প্রাপ্তীচ্ছা থাকে, তবে শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সদাচার ভূত হইয়া অবিরত অস্খলিত রূপে কর্ম্মকাণ্ড বিধির অনু-

সারে অনুদিন বিমলান্তঃকরণে ভগবদনুস্মরণার্থে স্বীয় চিত্তকে নিযুক্ত করিয়া রাখহ।

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনা মাত্মন স্তুষ্টিরেবচ॥ ইতি

মনুঃ।২ অং

সমস্ত ধর্ম্মের মূল বেদ, বেদপদে ঋকযজুঃ সাম, অথর্ব্ব তাহার প্রমাণ দর্শনী স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থাৎ বেদবিৎ মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা স্মৃতিশীল হয়েন, তাঁহারা বেদ দৃষ্টে স্মৃতি শাস্ত্রকে প্রমাণ করেন, এবং প্রয়োগ কালে অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদির স্মারকত্ব প্রযুক্ত বেদমন্ত্রকেই ধর্ম্মের প্রমাণ করিয়াছেন, সুতরাং শ্রুতিউক্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যে সকল সাধুর আচার, তাহাকেই সদাচার কহে, যাহাতে আত্মার তুষ্টি হয়।

(ব্রহ্মণ্যতাদিরূপং শীলমিতি)

কুল্লূকভট্টঃ।

ব্রহ্মণ্যতা, পিতৃমাতৃ ভক্তিতা, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা অনসূয়তা, মৃদুতা অপারুষ্যং মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্বং কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তশ্চেতি ত্রয়োদশ শীলং॥ ইতি

হারীতঃ।

ব্রহ্মণ্যতা সদনুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান, ও দেব পিতৃ ভক্তি করণ, সৌম্যতা, সর্ব্বত্র সমদর্শীত্ব, অপরোপতাপিতা, পরোপতাপাদি কার্য্যাকরণ, অনসূয়তা, অসূয়ারাহিত্য, অর্থাৎ পরগুণাদিতে দোষারোপণ নাকরণ, মৃদুতা

নম্রস্বভাব, অপারুষ্য, রুক্ষস্বভাবহীনতা, অর্থাৎ বাক্য পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যাদি ত্যাগ, বাকপারুষ্য পদে কটু বাক্য দণ্ডপারুষ্য পদে মারপিটকরণ, এই উভয় ত্যাগের নাম অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা কৃতোপকারের স্মরণ করা, শরণ্যতা, আশ্রিত প্রতিপালন করা, কারুণ্য, সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ করণ, প্রশান্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, এই ত্রয়োদশ প্রকার শীল হয়, অর্থাৎ স্বভাব হারীত ঋষি ব্যাখ্যা করেন ॥ ০ ॥

ইহতে গৃহস্থদিগের পক্ষে এই ত্রয়োদশ স্বভাব, ঐহিক পারত্রিক উভয় কালিক সুখ সাধক হয়, ইহাতে অক্রিয়বান গৃহস্থকে দুঃশীল কহা যায়, এতৎ স্বভাবের অতিক্রান্ত পুরুষকে জ্ঞাতীগণে কদাপি সভ্য শ্রেণীতে গণ্য করেন না, শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত আচারের নাম সদাচার ধর্ম্ম, ইহা যৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, সেই ধার্ম্মিক, তদ্ভিন্ন অধার্ম্মিক। যথা।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্‌ হিমানবঃ।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যাচানুত্তমং সুখং ॥ ইতি

মনু। ২ অং

যে মনুষ্য শ্রুতি উক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত সদাচার ধর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ইহলোকে পরমাকীর্ত্তি, ও পরলোকে পরমোত্তম সুখ লাভ হয়।

শ্রুতিস্তুবেদবিজ্ঞেয়ো ধর্ম্ম শাস্ত্রন্তু বৈস্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্ব মীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ ॥ ১০ ॥ ইতি

মনুঃ। ২ অং

শ্রুতি শব্দে বেদ, স্মৃতি শব্দে ধর্ম্ম শাস্ত্র এতৎ শাস্ত্রদ্বয়ের অপ্রতিকূল মীমাংসায় সদাচারাদির অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়েন, অর্থাৎ ইহার একের পরিত্যাগে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না অর্থাৎ উভয়ানুষ্ঠান করিতে হয়॥ ১০॥

যোবমন্যেত তেমূলে হেতুশাস্ত্রদয়াদ্দ্বিজাঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ ১১॥
ইতি মনুঃ। ২ অং

মনু অত্রি বিষ্ণুহারীতাদি প্রণীতা স্মৃতি, এবং শ্রুতি এই উভয় শাস্ত্র হেতুবাদ দ্বারা এতৎ শাস্ত্রদ্বয়কে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, তাহাকে বেদ নিন্দক বলিয়া সাধুগণেরা ব্রাহ্মণানুষ্ঠেয় অধ্যয়নাদি ও যাগযজ্ঞ দেবার্চ্চনাদি কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করেন, অর্থাৎ শ্রুতি নিন্দা বা স্মৃতি নিন্দা, এই উভয়ই বেদ নিন্দক হয়, যেহেতু স্মৃতিও বেদমূলক হয়।

পূর্ব্ব শ্লোকে “সামান্যেনা মীমাংস্যে ইতি,, পাঠে মীমাংসা নিষেধাদনুকূল মীমাংসাপি ন প্রবর্ত্তনীয়েতি কুল্লূক ভট্ট,, অমীমাংস্য পদে নিষেধানুকূল যে মীমাংসা তাহাতে প্রবর্ত্ত হইবেক না, যথা বিহিত আচারবান্ হইবে, যাহাতে শ্রুতি বাক্যে ও স্মৃতি বাক্যে ভ্রম না হয়। হেতুবাদদ্বারা কুট শাস্ত্রাবলম্বনে বিপ্রলম্ভক বাক্যবৎ বেদাদি বাক্যকে অপ্রমাণ করতঃ ধর্ম্মের প্রতিকূলে অবস্থান যে করে সেই ব্যক্তি চার্ব্বাকাদি নাস্তিকের তুল্য নাস্তিক বেদ নিন্দক তাহাকে বলি, যে বেদাক্ষর আবৃতি করে, কিন্তু তদুদিত

কর্ম্মকাণ্ড আচারাদিতে প্রবৃত্ত না হইয়া দ্বেষ করে, সেই ব্যক্তি বেদ নিন্দক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি জীবন সত্ত্বেও মৃত, শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সদাচারাদির নাম ধর্ম্ম। যথা

বেদস্মৃতি সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং। ইতি।

মনুঃ। ১২। ২ অং।

শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে সদাচার, তাহার নাম ধর্ম্ম, যাহাতে আত্মার তুষ্টি হয়, তাহাকেই সনাতন ধর্ম্ম লক্ষণ কহেন। যথেষ্টাচারাদিতেও আত্মার তুষ্টি হয় বলিলে ধর্ম্ম হয়না, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত নিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃ সর প্রসিদ্ধানুষ্ঠানকে সদাচার বলে, সেই সদাচার দ্বারা আত্মার তুষ্টির নাম ধর্ম্ম লক্ষণ হয়॥ ১২॥

নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ॥

মনুঃ। ২ অং।

গর্ভাধানাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে বর্ণের বেদ মন্ত্রদ্বারা সংস্কারের অনুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে, সেই বর্ণেরই শ্রুতিস্মৃতি উদিত ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং বেদ শ্রবণাধ্যয়নাদির অধিকার হয়।

সুতরাং চাতুর্ব্বর্ণের যথাধিকার, তথানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। কিন্তু বেদাধ্যয়ন, বেদ শ্রবণ, এবং বেদার্থ ধারণ, অর্থাৎ তদনুষ্ঠান করণ, স্ত্রী, শূদ্র, ও পতিত ব্রাহ্মণাদির সর্ব্বথা নিষেধ, ইহা স্মৃতি প্রমাণে বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনে সূত্রিত করিয়াছেন। যথা।

"শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ"। ইতি

বেদান্তং।

বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, এবং বেদার্থ ধারণ স্ত্রী শূদ্রের প্রতি নিষেধ। "ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদ মধীয্যতে,, ইতিস্মৃতিঃ। স্ত্রী শূদ্রে বেদাধ্যয়ন করিবে না।

যদি কেহ বল পূর্ব্বক অনধিকার চর্চ্চা করে, তবে তাহাতে তাহার শ্রেয়ঃ নাই, পরে অনিষ্টোৎপত্তি হয়, সুতরাং গৃহস্থ শূদ্রাদির একপ বেদ পাঠের ফল কি? শুদ্ধ আত্মকল্যাণ সাধনার্থ বেদ পাঠকরা বিহিত, অহিতার্থে পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে, যাহার প্রতি যেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, তাহাতেই তাহার কল্যাণ হয়। বেদ প্রণীতধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম, যথা " বেদ প্রণিহিতোধর্ম্ম স্তধর্ম্ম স্তদ্বিপর্য্যয় ইতি,, বেদোক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীত অধর্ম্ম,।

বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যা দতন্দ্রিতং।
তদ্ধিকুর্ব্বন্ যথাশক্তিঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥
মনুঃ। ৪ অং।

চতুর্ব্বর্ণের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন, যে বেদোদিত ও স্মৃত্যুদিত স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্ম অতন্দ্রিত যাবজ্জীবন যথা শক্তি অনুষ্ঠান করিলে অন্তে পরমা গতি লাভ হয়। যথা শক্তি পদে সাধ্যপক্ষে যতদুর পারে ততদুর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিবে তাহাতে কপটতা বা আলস্য করিবেনা,তাহা হইলে অসংপূর্ণতাতে ও সংপূর্ণ ফল লাভ হয়। যথা কুল্লূক ভট্ট লিখিতং।

" নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপক্ষয়ে সতি নিষ্পাপান্তঃ করণেন ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারান্মোক্ষাবাপ্তে রিতি॥,,

নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয় হইলে আত্মান্তঃ করণে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। ইহা ব্যক্তে মোক্ষ ধর্ম্মেও কহিয়াছেন। যথা

জ্ঞানমুৎ পদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
তত্রাদর্শতল প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মান মাত্মনি॥

মনুষ্যেরদিগের পাপকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই পরমাত্মজ্ঞান উদয় হয়, তখন নির্ম্মল মুকুর ন্যায় আপনার চিত্তে আপনিই আত্মাকে দর্শন করে। অর্থাৎ নির্ম্মল দর্পণে যেমন আপনার রূপ প্রতি বিম্বিত হয়, তদ্রূপ তাহার নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মা প্রতি বিম্বিত হন্।

অতএব ধর্ম্মই বলবান্ ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। একারণ মনুশাস্ত্রে গৃহস্থ প্রতি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছেন, তাহা না করিয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞান লাভের যত্ন করিলে ভ্রষ্টধর্ম্মী পদের বাচ্য হয়, জ্ঞান লাভ হওয়া দূরে থাকুক্ তাহাকে নিয়ত নরক যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয়।

তুলসীমাহাত্ম্য।

পুরারঘু কুলাধীশো বেদ বেদাঙ্গ পারগং।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং মনশ্চক্রে মহামতিঃ॥
এবং প্রতিদিনং তস্য যথাকালং সমাচরেৎ।
অচিরেণৈব কালেন তুষ্টো ভূস্মুনি সত্তমঃ॥

পূর্ব্বকালে রঘুকুলের অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র, বেদ বেদাঙ্গ পারগ মহামুনি মরীচিকে যথা বিধি পূজা করিয়া পরে নিত্য ঐরূপ পূজা করিতে মহামতি রামচন্দ্র মনযোগ করিলেন, অনন্তরপ্রতি দিন পূজা সমাচরণ করাতে মুনিসত্তম অত্যন্ত পরিতুষ্ট হন॥

সদদৌচ স্রজং দিব্যাং শ্রীরামায় পরাৎপরাং।
তুলসী বনজাতাঞ্চ মঞ্জরী পুষ্প ধারিণীং ॥

মহামুনি সেই মরীচি তুলসী বনজাতা দিব্যা পুষ্পমঞ্জরী বিশিষ্টা পরাৎপরা তুলসী মালা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন ॥

চতুর্ব্বেদ ময়ীং দিব্যাং দদৌ রামস্য মূর্দ্ধনি।
তামাদায় ততস্তূর্ণং মঞ্জরী পত্র শালিনীং।
দৃষ্টা চুক্রোধ ভগবানুবাচ মুনি পুঙ্গবং ॥

চতুর্ব্বেদ ময়ী মঞ্জরী ও পত্রবিশিষ্টা দিব্যা তুলসীমালা শীঘ্র গ্রহণকরতঃ মুনিবর শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকো পরি প্রদান করিলেন। তাঁহা দেখিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মুনি পুঙ্গবের প্রতি ক্রোধিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥

অহোকিমললেপোয়ং ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
বনস্পতেঃ পত্রজাতং কথংদত্তং মমোপরি ॥

অহো! কি আশ্চর্য্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণের একি বিবেচনা! ইনি বনজাত বৃক্ষের পত্রজাত মাল্য কি প্রকারে আমার মস্তকো পরি প্রদান করিলেন।

আশীর্ব্বাদো দ্বিজাতীনাং গ্রাহ্যো মতি মতা মিতি।
অতোঽহং মুনিশার্দ্দূল অবলেপং বহামিতে ॥

হে মুনিশার্দ্দূল! মতিমান্‌ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ দিগের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই গ্রাহ্য, একারণ আপনার অবিবেচনা সিদ্ধ প্রদত্ত এই মাল্য আমি বহন করিলাম ॥

এতৎশ্রুত্বাতু বচনং রামস্যাশুরুষান্বিতং।
শশাপ তুলসীদেবী রাজানং রঘুনন্দনং ॥

রোষ যুক্ত শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাজারামকে তুলসী দেবী অভিশপ্ত করিলেন।

যস্মা মদাপলেপেন শিরসোমাং বিমুক্তবান্।
তস্মাদ্রাজেন্দ্র বৈদেহ্যা বিয়োগ স্তেভবিষ্যতি॥

হে রাজেন্দ্র! হে রঘুবীর! যেমন তুমি অবজ্ঞা করিয়া মৎপত্র নির্ম্মিতা মালাকে মস্তক হইতে পরিত্যাগ করিলে, সেই কারণ কোন কালে সীতার সহিত তোমার ও বিচ্ছেদ হইবে॥

শপন্তীংতাং ততোদৃষ্ট্বা সীতা হৃদয় বল্লভং।
সক্রোধনয়নং দেব মিদ মাহ মহামতিঃ॥

তুলসী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সক্রোধ লোচন রাম অনন্তর তুলসীকে অভিশপ্তা করিতে উদ্যত হইলেন, এবম্ভূত সীতা-বল্লভ দীপ্যমান শ্রীরামকে দেখিয়া মহামনা মরীচি এই কথা বলিলেন॥

মরীচিরুবাচ। সুপ্রসীদ মহারাজ ত্বামিশরণং ভব।
কথয়ামি পুরাবৃত্তং বিচিত্রং মুনিভাষিতং॥

মরীচি শ্রীরামচন্দ্রকে কহিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! সুপ্রসন্ন হও, ক্রোধ সম্বরণ করহ, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, এবিষয়ের এক পুরাতন আশ্চর্য্য ইতিহাস তোমাকে কহিতেছি, যাহা পুর্ব্বে মুনিগণ কর্ত্তৃক ভাষিত আছে॥

এষাহি তুলসীমালা ময়াদত্তা সুরেশ্বর।
অস্যা বিচিত্র মাহাত্ম্যং মত্তঃ সর্ব্বংনিশাময়ঃ॥

হে সুরেশ্বর শ্রীরাম! এই তুলসী মালা, যাহা আমাকর্ত্তৃক তোমাতে প্রদত্তা হইয়াছে, ইহার যে আশ্চর্য্য মহিমা, তাহা আমার নিকট তুমি শ্রবণ করহ॥

ইয়ংহি বৃক্ষরূপেণ মহালক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা।
ব্রাহ্মীয়ং পরমাশক্তি ব্রহ্মণো রোম সম্ভবা॥

যিনি বিষ্ণুশক্তি মহালক্ষ্মী দেবী তিনই তুলসী বৃক্ষরূপে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। এই তুলসী ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী ব্রহ্মার রোমে সম্ভূতা হয়েন॥

ঋক্ যজুঃ সাম বেদাদ্যাঃ শাখাচরণ সম্মিতাঃ।
যথাগঙ্গা যথাগীতা গায়ত্রীচ যথা মতা।
পদ্মযোনেঃ সমুদ্ভূতা তথেয়ং লোক পাবনী॥

ঋক্ যজুঃ সামাদি বেদচতুষ্টয় শাখা ও পদ সমন্বিত পবিত্র কারণ, যেমন গঙ্গা ও গীতা এবং গায়ত্রী লোকপাবনী, সেই রূপ পদ্মযোনি ব্রহ্মা হইতে সম্ভূতা এই তুলসী ও লোক পাবনী হয়েন।

যত্রৈষা তিষ্ঠতে সম্যক্ তত্রলক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা।
ইমাং বিনা তথালক্ষ্মী র্বিনাশায়োপজায়তে॥

এই তুলসী যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিতা হন। এই তুলসী বিনা লক্ষ্মীর বিনাশ হয়, অর্থাৎ তুলসী বিনা কোন স্থানেই লক্ষ্মীর বাস হয় না॥

এনামারাধ্য দেবেশো মহাদেবো জগৎপতিঃ।
অসুরং ঘোরনামান মজয়দ্রণ সংকুলে॥

এই তুলসীর আরাধনা করিয়া দেব দেব মহাদেব জগৎপতি রণ সংকুলে ঘোর নাম অসুরকে জয় করিয়াছিলেন॥

এব মেষা মহাদেবী তুলসী বিশ্বরূপিণী।
ত্বমপ্যারাধয়স্বেনাং বিজয়ং প্রাপ্স্যসিধ্রুবং॥

হে রাম! এরূপ মহিমান্বিতা বিশ্বরূপা মহাদেবী তুলসী, তুমি ইহাঁর আরাধনা করহ, তৎপ্রসাদে নিশ্চিত সর্ব্বত্র বিজয় প্রাপ্ত হইবে॥

এতৎশ্রুত্বাতু বচনং মহর্ষের্মধুসূদনঃ।
জয়ায় শিরসামালাং প্রণিপত্যাচ সাদরং।
জগ্রাহ বিটপন্তস্যাঃ সর্ব্বকাম ফলপ্রদং॥

মহর্ষি মরীচির এই কথা শ্রবণ করতঃ বিজয় প্রাপ্ত্যার্থে মধুসূদন শ্রীরামচন্দ্র, সমাদরে প্রণতি পূর্ব্বক সর্ব্ব কামপ্রদ তুলসী পত্রমাল্য এবং সপত্র মঞ্জরী মস্তকোপরি ধারণ করিলেন॥

ততস্তং ধর্ম্মমাস্থায় জগাম স্বগৃহং প্রতি।
রোপয়িত্বা যথা ন্যায়ং পূজয়া মাস রাঘবঃ॥

তদনন্তর রাঘব, তদ্ধর্ম্মকে সমাশ্রয় করতঃ স্বীয় গৃহ প্রতি গমন করিলেন। এবং গৃহেগিয়া যথা বিধি তুলসী বৃক্ষকে রোপণ করতঃ নিত্যপূজা করিতে লাগিলেন॥

যে চার্চ্চয়ন্তি মনুজা রোপয়ন্তি যথা বিধি।
কীর্ত্তয়ন্তিচ যে লোকা স্তেষাং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥

যে সকল ব্যক্তি যথা বিধি তুলসী পূজা ও তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিবেন, এবং যে সকল লোক তুলসী নাম সংকীর্ত্তন করিবেন, তাহাদিগের সমস্ত কামনা সিদ্ধি হইবে॥

তুলসী রোপণ তথা পূজন বিধি।

সজলং তুলসী পত্রং শিরসা ধারয়ন্তি যে।
অর্ঘ্যং দত্বা নমস্কৃত্য মুক্তিস্তেষাং করেস্থিতা॥

যে সকল ব্যক্তি সজল তুলসী পত্র স্বমস্তকে ধারণা করে, এবং যথা বিধি তুলসী বৃক্ষোপরি, নিত্য অর্ঘ্য প্রদান করে. মুক্তি তাহাদিগের করতল স্থিতা হয়॥

নদীতীরে শ্মশানে চ ঊষরে ম্লেচ্ছ সন্নিধৌ।
এষুবৈরোপণং কৃত্বা যাতি কর্ত্তা যমালয়ং॥

নদীর তীরে, বা শ্মশান ভূমিতে, অথবা উষর ভূমির মৃত্তিকোপরি, কিম্বা যবন ম্লেচ্ছাদি নীচ জাতির পুরীর সন্নিধি, এই সকল স্থানে তুলসী রোপণ করিলে রোপণ কর্ত্তা যম লোকে গমন করে, অর্থাৎ নরকে পতিত হয়।।

গৃহস্যৈশান্য পুরতঃ খনিত্বা তাল মাত্রকং।
পঞ্চগব্যং ময়ূরাণ্ডং ক্ষিপ্ত্বা তত্রদিনাগমে।
রোপয়িত্বা নিশাভাগে, সূত্রেণাবেষ্ট্যসপ্তধা।
তন্মূলে পিণ্ডিকাং কৃত্বা হস্তমাত্রং সুবর্ত্তুলাং।।

স্বগৃহের ঈশান ভাগে, অথবা সম্মুখ ভাগে এক হস্ত মাত্র গর্ত্ত করিবে, প্রাতঃকালে তন্মধ্যে পঞ্চগব্য ও ময়ূরের অণ্ড নিঃক্ষেপ করতঃ রাত্রিকালে মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পুরণ করিয়া তদুপরি নিশাভাগে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিবে। এবং চারি দিকে কাণ্ড চতুষ্টয় স্থাপনা করিয়া সপ্তধা সুত্রে বেষ্টন করতঃ তন্মূলে শোভন বর্ত্তুলাকৃতি মৃৎ পিণ্ডিকা স্তূপীকৃত করিবেক, অপর চতুষ্কোণ বেদিকা করিবে।।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্মদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৬ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ শ্রাবণ

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

মনুবংশীয় ক্ষত্রিয় দুই শাখায় বিভক্ত, এক উত্তানপাদি-বংশ, অপর প্রৈয়ব্রতবংশ ; তন্মধ্যে আদৌ উত্তানপাদি বংশের কথা কহিতেছি, এ বংশও প্রিয়ব্রত সন্তানেরদিগের সম কালবর্ত্তী হয় ।

উত্তানপাদরাজা দণ্ডকদেশে রাজ্য করেন, তাহার পত্নী-দ্বয়, প্রথমা সুনীতি, দ্বিতীয়া সুরুচী,।—রাজা সুরুচীর বশবর্ত্তী হইয়া জ্যেষ্ঠা সুনীতিকে বনবাসে প্রেরণ করেন, সুনীতি নগরোপান্তে বনমধ্যে তাপসাশ্রমে এক পত্রকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন, রাজা একদা মৃগয়ার্থে বন গমন করেন, দৈব দুর্যোগ বশতঃ তাঁহার সৈন্য সামন্ত সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গমন করিল, রাজা একাকী অশ্বা-রূঢ় হইয়া বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এমত সময় ভগবান মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হওয়াতে ঘোরা যামিনী সমাগতবতী এবং ঐ সময়ে ঘন ঘটাচ্ছাদিত নভো-মণ্ডল হইতে মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ হইতে লাগিল, তাহাতে দশদিক নিবিড় অন্ধকারাবৃত হইল বিদ্যুৎক্কণিত নিঃস্বনে কর্ণ কুহর বধীরীকৃত হইয়া উঠিল, কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিতেই দিক্ পরিধির কিঞ্চিৎ অবলোকন মাত্র হয়, মহারাজা উত্তানপাদ কোন্ দিকে যে গমন করিতেছেন তাহার কিছুই তিনি নিরূপণ করিতে পারিতেছেন না, কিয়দ্দূর এরূপে গমন করিতে করিতে বিদ্যুদালোকে পুরোভাগে এক পত্রকুটীর দৃষ্টি গোচর হইল, তদ্দৃষ্টে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া প্রাণ পরী-প্সায় ঐ কুটীরাভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। যখন কুটীরাভ্যাসে সমাগত হইলেন, তখন বাহ্য প্রদেশে একটী বিটপীমূলে অশ্ববরকে বন্ধন করতঃ পদব্রজে গমন পর হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধায়ীরূপে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন, দেখেন তপস্বিনীবেশধারিণী, সুমলিন চেলখণ্ড পরিধায়িনী

নিজ সিমন্তিনী সুনীতি তন্মধ্যে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, অতিশয় দীনা ক্ষীণা মলিনা ভৃশ কাতরা জীর্ণ কলেবরা সুনীতি স্বকুটীরে রাজাভিগত দৃষ্টে পরম হৃষ্টান্তকরণে গাত্রোত্থান করতঃ পুটাঞ্জলি বদ্ধ পাণিনী হইয়া সজলনয়নে হর্ষ গদ গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হা? নাথ! অদ্য একি আশ্চর্য্য বেশ দেখিতেছি, আমার চিত্তবাঞ্ছিতামুকুলিতা আশা লতিকা কোন্ পুণ্যোদয়ে অদ্য প্রফুল্লকুসুমবতী হইল? একি অভাবনীয় ঘটনা, চিরদুঃখিনী কি অদ্য তোমার স্মৃতিপথাবলম্বিনী হইয়াছে? ইহা অনুমান সিদ্ধ হয় না, যে হেতু বলবতী শুভগাসুরুচী, বশবর্ত্তিজনের মনকে কি দুর্ভগাজনের প্রতি গমন করিতে দিবে? কদাচই নহে। কেবল মমভাগ্যোদয়ে কোন্পুণ্যে দেবতা সানুকূল হইয়াছেন তন্নিমিত্তই দৈবদুর্যোগ ঘটন কারণ অজ্ঞানতঃ ভ্রমেই আগমন হইয়াছে, হা? বিধাতঃ! যেন আমার এমনি দিবা সর্ব্বদা সুপ্রভাতা হয়। হা মহারাজ! আমি অনাথা, তুমি রাজাধিরাজ, যদিও মমপ্রাণেশ্বর বট তথাপি অদ্য অতিথি, আমাকে তদুচিত সৎকার করিতে হয়, কিন্তু আমি কি করিব, কোথায় যাইব, আহা মরি মরি আর্দ্র বস্ত্র পরিধানেই বা কত কষ্ট পাইতেছ, আমার এমন বস্ত্র নাই যে মহারাজাকে পরিধান করিতে দিই, আমার এমনি দশা করিয়াছ, যে তোমার ম্লান বদন দেখিয়াও কিছু ভোজন করাইবার সাধ্য নাই, হা বিধাতা, এমন হতভাগ্যাকেঅবনীতলে আর কি সুখে রাখিতেছ, এ প্রাণেইবা আমার কায কি? ইহপরলোকোপ-

কারক প্রাণপ্রিয়কে অদ্য পরিচর্য্যাদ্বারা পরিতোষিত করিতে আমার ক্ষমতা হইল না, এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করতঃ সুনীতি অশ্রুজলে স্বীয় সমস্ত কলেবরকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা স্ত্রীর কিবা আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ও বিবিধ যন্ত্রণাজালে পরিবৃতা হইয়াও পতিপ্রতি ভক্তির অন্যথা হয় নাই, রাজা অতি অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরবৎ কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু সুনীতি তাহা একবারও মনে চিন্তা করেন না, ঘোরতর পতিবিচ্ছেদ সন্তাপে উত্তপ্তা হইয়াও রাজার প্রতি মনস্তাপ বিশিষ্ট হন না, পাছে মন্মনস্তাপে প্রাণ-নাথের কিছু অকল্যাণ ঘটনা হয়, রাজা সুনীতিরখেদোক্তি বিলাপ শ্রবণে এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মযাজনে ও ভক্তি ভ্রাঢ্য দেখিয়া অতি সুলজ্জিত হইয়া সুনীতির কর গ্রহণ করতঃ কুটীর মধ্যে পত্রাসনেই আর্দ্রবস্ত্রে উপবেশন করিলেন, সুনীতি তখন তাহাতেও সুখী না হইয়া, রাজাকে কহি-লেন, মহারাজ! আমি যে তোমাকে এমন অবস্থায় দেখিয়া দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, এই কথা কহিয়া সত্বরে তপোবন মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া মুনিপত্নীদিগের নিকট হইতে এক খানি বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া আনিলেন এবং মুনিপত্নীদিগের নিকট ও মুনিগণ সন্নি-ধানে এই সংবাদ করিলেন যে অদ্য আমার কুটীর মধ্যে মহারাজার শুভাগমন হইয়াছে, এতৎশ্রবণে সকলেই পরম সন্তোষিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হউক্ না হউক্ হউক্, রাজার মন তোমার প্রতিই হউক, রাজা যে তো-

মাকে মনে করিয়া তত্ত্ব লইতে আসিয়াছেন, ইহার পর আর মঙ্গল কি আছে? ইহা কহিয়া মুনিপত্নীগণে আসন বসন অশন দ্রব্যাদি রাজোপযোগ্য আহরণ করতঃ সুনীতিকে প্রদান করিলেন, এবং সকলে তৎসঙ্গে তদাশ্রমে গিয়া রাজাকে দেখিয়াও আইলেন, পরে সুনীতি যথা সাধ্য পতিসেবা করতঃ নিশীথ সময়ে রাজ শয্যোপবিষ্টা হইয়া পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন,দৈবযোগে সুনীতির ঐ দিবস ঋতুর পঞ্চমদিবস, পতিশয়নে শুভক্ষণে শুভ গর্ভ ধারণ করেন, পরে প্রভাত সময়ে রাজা গাত্রোত্থান করতঃ স্বগৃহে পুনরাগমন করিলেন, কালে সুনীতি এক সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন, মুনিগণেরা তাহার লক্ষণ দেখিয়া ধ্রুব নাম রাখিলেন, অপর সুরুচীরও উত্তম নামে এক পুত্র হয়, ধ্রুব একদা রাজসভায় গিয়া রাজসিংহাসনারূঢ় হইবার বাসনা করাতে সুরুচী তাহাতেতিরস্কার করেন, তাহাতে অভিমানী হইয়া ধ্রুব হরির আরাধনা করিবার নিমিত্ত পঞ্চবর্ষ বয়স কালে নারদকর্ত্তৃক উপদৃষ্ট হইয়া হরিপ্রিয় মধুবনে এক বৎসর হরির তপস্যা করেন, ভগবান ধ্রুবপ্রতি পরিতুষ্ট হইয়া ইহ-লোকে পিতৃরাজ্যেয় শাস্তা, পরলোকে সর্ব্বোপরি উত্তম ধ্রুব-মণ্ডলের কর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত করেন। যক্ষযুদ্ধে সুরুচীপুত্র উত্তম নিহত হইলে রাজা পুত্রশোকে পরলোকগামী হন, সুরুচী, অনলচিতারোহণ করেন।

অনন্তর ধ্রুব পিতৃ সিংহাসনপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসন করেন, ধ্রুবের শাসন কাল। (৩৬০০০) বৎসর সংপূর্ণ, এই সত্য যুগের প্রথম সংখ্যাঙ্ক পাত হয়। যথা ভাগবতং।

ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষ সাহস্রং শশাস ক্ষিতি মণ্ডলং।
ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্ব্বন্ ভোগৈ রশুভ ক্ষয়ং॥

উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুব ষট ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পরিমাণে এই ধরামণ্ডলের শাসন করেন। ভোগ দ্বারা কৃত তপস্যার ফলকে ক্ষয় করিলেন, অর্থাৎ বিনাভোগে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ক্ষয় হইতে পারে না।

ধ্রুবের পত্নী সুদেবী, তৎপুত্র উৎকল, তাহার পত্নী সুবীথি তৎপুত্র বৎসর। উৎকলের শাসন কাল। যথা পুরাণ সারং।

পঞ্চাশদুত্তরং বর্ষশতং রাজা মকারয়ৎ।
ত্রিবর্গোপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদাম্ পাসনং॥

উৎকল (১৫০) পঞ্চাশৎ বর্ষরাজ্য শাসন করতঃ ধর্ম্মার্থ কাম এই ত্রিবর্গ লাভে বৈরাগ্যোদয় হওয়াতে পুত্রকে রাজ্য-ভার দিয়া অল্প বয়সেই তপস্যার্থে বনগমন করেন, ঐ উৎ-কল পিতৃবৎ ধর্ম্মতঃ রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছেন, ১৫০।৮।১০ দণ্ডকা রণ্যমধ্যে তৎপ্রতিষ্ঠিত নগরের নাম উৎকল দেশ খ্যাত হইয়াছে।

বৎসরের ভার্য্যা নাগবীথি, তাহার ছয় পুত্র। পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ্জ, বসু, জয়। তন্মধ্যে অন্যান্য ভ্রাতারা তপস্বী হইয়াছিলেন, পুষ্পার্ণকে রাজা রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তৎশাসন কাল। ৮৫ ৪ ৪৯। ৩। ২০।

এবং বহুসবং কালং সমহাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিতামহ সমংরাজ্যং শশাস বিগতস্পৃহঃ॥

উপর উক্ত বহু বৎসরকাল ইন্দ্রিয় জয় করতঃ বৎসর পিতামহের তুল্য ধর্ম্মতঃ রাজ্য শাসন করেন, অনন্তর অন্যান্য লোভাদি রহিত হইয়া বৈরাগ্যপ্রাপ্তে পুত্রকে রাজ্য দিয়া বন গমন করেন।

তৎপুত্র পুষ্পার্ণ তস্যপত্নী দ্বয়, প্রভা, প্রদোষা। প্রভা পুত্রত্রয় প্রসব করেন। প্রাতঃ। মধ্য। সায়ং) প্রদোষাপুত্র। প্রদোষ, নিশীথ, বুষ্ট এই ছয় পুত্র, তন্মধ্যে পাঁচপুত্র কালাবয়বভুত হন, এক পুত্র বুষ্ট প্রজাপতি হইয়া রাজ্য করেন। বুষ্ট ভার্য্যা পুষ্করিণী। তাহাতে চক্ষুষ নামে পুত্র হয়।

বুষ্টের রাজ্যশাসন কাল। যথা (৪১৮৮। ৮। ১০) বুষ্ট পুত্র চক্ষুষ, তৎপত্নী আকুতি, তাহার পুত্র (চাক্ষুষ)। চক্ষুষের শাসনকাল (৬৫৩৮৮। ৭। ৮) চাক্ষুষের ভার্য্যা (নড্বলা) তাহার পুত্র একাদশ। যথা পুরুকুৎস, সৃত, দ্যুম্ন, সত্যবান্, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি, উল্মুক। দশপুত্র খণ্ডাধিকারী, উল্মুক পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন, চাক্ষুষের শাসন কাল, (৫১৭৬৩। ৪। ২১) উল্মুকের পত্নী (ভুষ্করণী) তাহার ছয় পুত্র। যথা অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা, গয়, পাচপুত্র সামান্য খণ্ডাধিকারী, অঙ্গ পিতৃ রাজ্য প্রাপ্ত হন। উল্মুকের রাজ্য শাসন কাল (৪৪৩৬৩। ৭। ৮) অঙ্গের ভার্য্যা (সুনীথা) তাহার পুত্র (বেণ) অঙ্গের শাসন কাল (৫৬৫৫৭। ৪। ২২) পরে অঙ্গরাজা বন গমন করেন, তৎপুত্র বেণ রাজ সিংহা-

সন প্রাপ্ত হন। বেণের পত্নী সুকন্যা, তাঁহার পুত্র নাই। এ বিষয়ে সংক্ষেপত বেণ চরিত্র বর্ণন করিতেছি।

বেণরাজ্যশাসন।

অধর্ম্মাংশ সংভূত বেণ রাজা অধর্ম্ম প্রভাবে দুষ্টশীল হইল, বেদধর্ম্মের বিপরীত আচারবান হইয়া দেবতা ব্রাহ্মণ নিন্দা, এবং ঈশ্বর সেতু ভেত্তা হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্মূলনের চেষ্টা করিতে লাগিল, সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কথায় কলিকালোচিত ধর্ম্মের প্রাবর্ত্তক হইল, ঈশ্বরের বিদ্বেষী হইয়া নিরীশ্বর বাদে জগৎকে ভয়াকুলিত করিল, অত্যন্ত উগ্রশাসন মদবলোপপন্ন উদ্ধত কার্য্য সম্পাদনের মূল হইয়া উঠিল, কিন্তু বেণের রাজ্য শাসন কালে দস্যুভয়মাত্র ছিল না, বেণের নাম শ্রবণে দস্যুগণে এককালে লুক্কায়িত হইল। যথা।

> শ্রুত্বানৃপাসন গতং বেণ মত্যুগ্রশাসনং।
> নিলিল্যু র্দশবঃ সদ্যঃ সর্পত্রস্তা ইবাখবঃ।।

যখন অতি উগ্রশাসন বেণ নৃপ্রশাসন প্রাপ্ত হইল একথা সকলে শ্রবণ করিল, তখন দস্যু তস্কারাদি অর্থাৎ চোর ডাকাইত গণে এককালে বিলীন অর্থাৎ অতিভয়ে কে কোথা পলায়ণ করিল, যেমন সর্পের ভয়ে ইন্দুরগণ ত্রাসিত হয়। কিন্তু বেণ নাস্তিক হওয়াতেই সকলে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিল, যত অনিষ্ট কার্য্য আছে, তাহা সকলই বেণের সম্পাদনীয় হইল। পর ভাগ আগামী প্রকাশিত হইবে।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ।—ভো ব্রহ্মন্! দশ মহাবিদ্যার অন্য প্রশ্ন যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার উত্তর পশ্চাৎ শুনিব, সংপ্রতি এই এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়া চিত্তকেব্যস্থ করিতেছে, তদুত্তর প্রদানে চিত্তাসু-স্থির করিতে আজ্ঞা হয়, বিগত আষাঢ় মাসে অনেকেই প্রায় রথযাত্রার উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তথায় দারুময়ী প্রতিমা দর্শন করিয়া ইহাঁরা কৃতার্থতা লাভ স্বীকার করেন. এবং পুরাণেও লেখেন যে "জগন্নাথ মুখংদৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ইতি।" ইহাতে আমার এই সংশয়, যে কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত কুৎসিতাকারা প্রতিমা দর্শনে যে অপুনর্ভব বিদেহ মুক্তি লাভ হইবে ইহা সম্ভবপর বোধ হয়না, এক জনের কল্পিতা কৃত্রিম মুর্ত্তি, তাহাতে এরূপ ক্ষমতা হইবার সম্ভাবনা কি? শুদ্ধ ভ্রান্তি বশতঃ অজ্ঞলোকেরা পরিশ্রম করিয়া থাকে, আমি সিদ্ধান্তপক্ষে এইমাত্র স্থির করিয়াছি, আপনি ইহার কি উত্তর করেন?

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস জ্ঞানাভিমানিন্!—ভ্রান্ত লোকে এইরূপ কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথ মুর্ত্তির স্বরূপ লক্ষণ জানিবার নিমিত্ত যত্ন করিলে আর এরূপ ভ্রান্তি থাকিতে পারেনা, মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামা ভূপতি অতি ধার্ম্মিক, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, ছিলেন তিনি বশিষ্ঠোপদেশে সর্ব্বজনহিতার্থে তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণে লক্ষিত দারুনির্ম্মিত ব্রহ্ম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, ওরূপ দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ চিত্তে স্বরূপ লক্ষণ আত্ম তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে অবলোকন যে করে, অসংশয় তাহার মোক্ষলাভ হয়।

পূর্ব্বে মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, যিনি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহার

বাস অবন্তী নগরে ছিল, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করাতে অতিশয় রূপে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান প্রভাবে সংসার মুগ্ধ জনগণপ্রতি তাঁহার কারুণ্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানাভাবে অহরহ ভ্রাম্যমাণ জীবগণ সংসারে মহাসংসৃতি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে তাহাদিগের নিষ্কৃতি জন্য সমুদ্রকূলে এই সুধন্য দারুময় ব্রহ্ম মূর্ত্তির সংস্থাপনা করেন, অতএব শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে সকলেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন, ঐ পুরুষোত্তম মূর্ত্তি স্থাপনায় মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শুদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপোপদেশ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণাভাবে অনিপুণ অদান্ত ভ্রান্ত পুরুষেরা সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে, এই পৃথিবীস্থ সমস্ত বৈদিকধর্ম্মিলোকে চিরকালই জগৎপ্রভুর দর্শনলালসায় শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, জাতি বিচারাচারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, সর্ব্বজীবে সমদর্শি হইয়া সকলেই সকলের সহিত একত্রে মিলিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন, ইহাতে বোধ করিতে হইবে, যে পূর্ব্বজাত মহর্ষিগণেরা যখন এরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তখন ইহাতে অন্যথা জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন জনগণ হইতে তাঁহারা অতিশয় উচ্চতর জ্ঞানী ছিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস হইতে কেহই তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, যিনি বেদ বেদান্ত ও ভারতাদি ইতিহাস এবং পুরাণ সংহিতাদি প্রকাশ করেন, যে সকল উপনিষৎপ্রণেতা ঋষি, তাঁহারা সকলেই ঐ ব্যাসের শিষ্য, অতএব সেই বেদব্যাস যখন স্কন্দপুরাণে উৎকলখণ্ডে,

ও ব্রহ্মপুরাণে জগন্নাথ দেবের মহিমা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তখন ঐ মূর্ত্তি যে পরমাত্মার স্বরূপতত্ত্বোপদেশক তাহাতে কোন সংশয় নাই।

মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশের পূর্ব্বে তথায় একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তাহাতেই উপদেশ করা হইয়াছে যে বিনা যজ্ঞাদি কর্ম্মে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারেনা যথা "কষায়ৈক মভিপক্বে ততো জ্ঞান মিতিস্মৃতিঃ" কষায় কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বুদ্ধির পরিপাক জন্মে, সেই পরিপক্ক বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু অপক্ক বুদ্ধিতে প্রণব রূপী জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিলেও জীব পরিমুক্ত হইবে, "সংসার বিষয়ে ঘোরে পুনর্যদিনলিপ্যতে ইতি" ঘোর সংসার বিষয়ে জীব যদি পুনর্ব্বার লিপ্ত না হয়, অর্থাৎ জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনানন্তর যদি আর সংসারে লিপ্ত না হয়, তবে দর্শন মাত্রেই মোক্ষ হইতে পারে?

শ্রীমজ্জগন্নাথ দেব সাক্ষাৎ প্রণব মূর্ত্তি, যিনি প্রণব, তিনিই পরব্রহ্ম হয়েন। যথা ব্রহ্মপুচ্ছ চতুষ্টয় চতুরবস্থাতে অবস্থিত, প্রণবেরও পুচ্ছাবস্থা চতুষ্টয়, জগন্নাথেরও অবস্থা চতুষ্টয়, অর্থাৎ তুরীয়াবস্থায় আত্মা জগন্নাথ চতুর্থ পাদঃ। সুষুপ্তাবস্থায় জীব সঙ্কর্ষণাখ্য বলরাম তৃতীয়ঃ পাদঃ। স্বপ্নাবস্থায় সুদর্শনাখ্য মনো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। জাগরিতাবস্থায় অহংকারাখ্য ভদ্রাদেবী অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিঃ প্রথমঃ পাদঃ। যথা আত্মা, জীব, মনঃ, অহংকার, এই চতুষ্টয় ব্রহ্মপুচ্ছ, তথা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুদর্শন,

সুতরাং, ইতিচতুষ্টয় প্রণবমাত্রা, অকার, উকার, মকার ও নাদ। ইহাতে কোন অনৈক্য নাই, সুতরাং প্রণবস্বরূপ পরব্রহ্মের মূর্ত্তি জগন্নাথকে সমুদ্রতীরে মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি প্রণবরূপী মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া জগল্লোক কৃতার্থ হইতেছে, অর্থাৎ প্রণবাবলম্বন করাই ভব সমুদ্র পারের উপায়, প্রণবই শেষমূর্ত্তি, সকল ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুই পরিণামে প্রণবেলয় পায়, কিন্তু প্রণব পর্য্যন্তই বিজ্ঞান বিষয় হয়। যথা মুণ্ডক শ্রুতিঃ।

> তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
> শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
> অথপরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

সষড়ঙ্গচতুর্ব্বেদ, এসমস্তই অপরা বিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভব, ইত্যর্থে শ্রুতি শিরঃ প্রণব পর্য্যন্ত ব্রহ্মমূর্ত্তি কল্পিতা হয়, পরা বিদ্যা অনির্দ্দেশ্যা, যদ্দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং প্রণবাবলম্বনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থে শেষউপাসনা, সেই প্রণবই সগুণব্রহ্ম, তদুপাসনায় চীর্ণব্রত ব্যক্তি নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়. অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়। যথা মাণ্ডুক্যশ্রুতিঃ।

> জাগরিতাবস্থো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা।
> সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।

জাগরিতাবস্থায় বৈশ্বানরাখ্য অনিরুদ্ধ অহংকার স্বরূপ অকার প্রণবের প্রথমা মাত্রা, যদ্দ্বারা সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। যিনি সর্ব্বাভিলাষ পুরণের আদি, যদবলম্বনে সকলকর্ম্মে জীব হয়, যিনি এরূপ জানেন তিনিই বেদবিৎ।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোন বিংশতি মুখঃ। স্থূলভুক্‌বৈশ্বানরঃ প্রথমঃপাদঃ ।। ১ ।।

জাগরিত স্থান বহিঃপ্রজ্ঞঃ অর্থাৎ স্বীয় আত্মা ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ে বুদ্ধির অভিনিবেশ, যাহাতে অবিদ্যাকৃত বিষয়ে বুদ্ধির আপ্রভাস, সুতরাং তাহাকে বৈশ্বানর শব্দে উক্ত করা যায়,যেহেতু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বহির্দৃষ্টি পৃথক্‌পৃথক্ পথে পতিত হয়। প্রণবের প্রথম পাদ সেই অকার, আত্মব্যূহ প্রথমা মাত্রা, অগ্নি সপ্তজিহ্বা আহবনীয় গার্হপত্য দক্ষিণাদি সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট বৈশ্বানর, একারণ অকারকে সপ্তাঙ্গ কহেন, এবং একোন বিংশতি মুখ, যথা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই ঊনবিংশতি মুখ, ইহাতে স্থূল দেহস্থ শব্দাদি বিষয় পরিগ্রহ হয়, সুতরাং অকার প্রথমঃ পাদঃ।

ইহাতে ভদ্রাদেবীই অকার স্বরূপা, স্থূল দেহাদির বিষয়েন্দ্রিয় বোধ স্বরূপা, ইহার সপ্তাঙ্গ যথা হস্ত পাদাদি শূন্য কেবল, মুখ, নাসিকাদ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, এই সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট, সংপ্রতি সুখ স্বরূপ ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিয়ন্ত্রী, তন্নিমিত্ত সুভদ্রার সহযোগে জাগরিতাবস্থায় জগন্নাথ মূর্ত্তি লোকের দর্শন যোগ্যা হইয়াছেন।

স্বপ্নাবস্থায়াংমন স্তৈজস উকার দ্বিতীয়ামাত্রা জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি।

স্বপ্নাবস্থায় মন উকার বর্ণ তেজঃস্বরূপ দ্বিতীয়া মাত্রা, জ্ঞান সংকুলাতিশয় সংকীর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট স্থূল দৃষ্টির অভাব হেতু অন্তর্দৃষ্টি বিশিষ্টঃ।

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়
ত্বাদোৎকর্ষতিহবৈ জ্ঞান সন্ততিং সমানশ্চ ভবতি
নাস্যা ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবম্বেদ ॥

স্বপ্নাবস্থায় মনস্তৈজস অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ উকার মূর্ত্তি দ্বিতীয়ামাত্রা, অন্তর্দ্দৃষ্টি, তাহাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য নাই, সুতরাং বাহ্য বিষয় অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মই অন্তরে সম্পাদিত হয়, আহবনীয় অগ্নির অধিষ্ঠান হেতু শ্বাস প্রশ্বাসাদির পরিগ্রহণ আছে, গার্হপত্য অগ্নির সম্বন্ধ রহিত, কিন্তু অকারে তাহা আছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি সকল অন্তরে কার্য্য করে, বাহ্যে প্রকাশ নাই, অগ্নি সপ্তাঙ্গ ও উনবিংশতি মুখ বাহিরে নাই অন্তরে উপলব্ধি স্বরূপে অবস্থিত, বাহ্যে ভোগ্য বিলাসাদির অভাব অন্তরে বাসনা মাত্র, এই প্রবিভক্ত বাহ্য ভোগ্যবস্তুর রস বোধক জন্য ভোক্তা বলা যায়, বিষয় বোধ শূন্য কেবল প্রকাশ স্বরূপ অর্থাৎ মন আছে এই মাত্র উপলব্ধি জন্য বিষয়ীস্থে কল্পিত হন।

ইহাতে উকাররূপী সুদর্শন শ্রীক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন, ইনি তৈজস, যেহেতু সূর্য্যরূপে সুদর্শনের বর্ণনা নানা শাস্ত্রে আছে, সুদর্শন যে মনোরূপ, তাহা ভাগবতে ও বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণুরূপ বর্ণনে কহিয়াছেন, " চলঃস্বরূপ মত্যন্তং মনশ্চক্রং সুদর্শনমিতি ,, অত্যন্ত বেগবান মনোরূপ সুদর্শন চক্র হয়। অতএব শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সুদর্শন মূর্ত্তি দারুভূত আছেন এইমাত্র তাঁহার মূর্ত্তি অপ্রকাশ শুদ্ধলগুড়বৎ সংস্থিত, মনঃ সংযোগ ভিন্ন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন হয় না, একারণ উকারাখ্য

তৈজস মনোদ্বারা শোভন মূর্ত্তির দর্শন হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা সুখেদর্শন হয়, তাহার নাম সুদর্শন।

যত্রসুপ্তোন কঞ্চনকামং কাময়তে নকঞ্চন স্বপ্নম্পশ্যতি
তৎসুষুপ্তং। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞোমকারস্তৃতীয়া মাত্রা।

সুষুপ্তাবস্থা তাহাকেবলি যাহাতে কোন অভিলাষের অবস্থান নাই, এবং কোন স্বপ্নাদিও দর্শন হয় না, সুষুপ্ত স্থান অতি সুখদ, কেবল বুদ্ধির স্থিরতা মাত্র মকার রূপ তৃতীয়া মাত্রা হয়।

সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যা
নন্দভুক্‌চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃপাদঃ॥

সুষুপ্তস্থান মকার তৃতীয়া মাত্রা, যেহেতু প্রণবের সমাপ্তি মাত্রা, তাহাতে সন্ধিযোগে আত্মাতে সমস্ত একীভূত হয়, অর্থাৎ অকার, উকার, মকার, এতদ্বর্ণত্রয় সন্ধিযোগে লয়প্রাপ্ত হইয়া একবর্ণ মাত্র দৃষ্ট তাহাতে ভাব্যভাবনার অভাবে আনন্দ মাত্রোদয় হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না, কেবল সুখ স্বরূপ চিত্তমাত্র মুখ তাহাতে আনন্দ মাত্রই ভোগ করা হয়, সুতরাং জীবাত্মাও পরমাত্মায় একীভূত অবস্থার নাম প্রণব, অর্থাৎ (ওঁ) তাহার উচ্চারণে যে পরমাত্মাতে একীভূত হওয়া যায়, তাহাকেই সুষুপ্তাবস্থা বলে, তদবস্থায় নিয়ত মনোরমণ করিতে থাকে, এজন্য তাঁহার নাম রামঃ।

এবিষয়ে বলরামকেই মকার রূপী সুষুপ্তাবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেবল আনন্দময় মূর্ত্তি, শুদ্ধ আনন্দ মাত্র ভোক্তা, তদ্দর্শনে আনন্দা প্লুতচিত্তে প্রথমে মনুষ্য

মাত্র আত্মবিস্মৃত হয়, যাহারা জগন্নাথক্ষেত্রে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্নচেতা হন, অর্থাৎ তৎকালে আর আত্মাগার ধন জনাদি কিছুমাত্রকে যে স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারেন না, সে কেবল সেই মকারত্মক শ্রীবলরামের মহিমা।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত।
এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ॥

তুরীয়াবস্থা অমাত্রা অব্যবহার্য্যা, যাহাতে সমস্ত মায়া কার্য্যের উপশম, সেই মঙ্গলস্বরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ধ্বন্যাত্মক্ প্রণবস্বরূপ আত্মা, আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন, যে এরূপ জানে সেই বেদবিৎ।

এই অমাত্র তুরীয়াবস্থায় আত্মা জগন্নাথ, তাঁহাতে কোন মায়ার কার্য্য নাই, তিনি অজিত, অমৃত, পরমমঙ্গল রূপ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বজীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থাণুবৎ রহিয়াছেন, এই জন্য প্রণবাকারে জগন্নাথের স্বরূপ রূপ দারুভূত প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্বরূপ তত্ত্ব আত্মাতে আত্মাতে অনুদর্শন করিলে জীবের অমরণ ধর্ম্মলাভ হয়, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি থাকে না। সুতরাং এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট জীব সর্ব্বদা পবিত্র হয়। শাস্ত্রে অনুশান করিতেছেন।

পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞাতে সর্ব্বে পবিত্রা ভবন্তীতি।
তত্র ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সঙ্কর চাণ্ডালান্ত্যজাদি
বিচারণা কার্য্যা।

পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞাত হইলে জীব সর্ব্বদা পবিত্র হয়. সেখানে

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য কি শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর চাণ্ডাল অন্ত্যজাদি জাতির কিছু মাত্র বিচার নাই।

এই সমস্ত তত্ত্বের পরিজ্ঞানার্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রসাদ ভোজনে কোন জাতির বিচার করেন না, অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে কেহই অপবিত্র থাকে না, শুদ্ধ আত্মাই পরম পবিত্রের কারণ এই মাত্র শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। যথা মৈত্রেয় উপনিষৎ।

অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়োভবতি। অনুপনীত উপনীতো ভবতি। সোঽগ্নি পূতো ভবতি। সবায়ু পূতো ভবতি। স সূর্য্য পূতো ভবতি। স সোম পূতো ভবতি। স সত্য পূতো ভবতি। স সর্ব্বৈ র্ব্বেদৈ রনুধ্যাতো ভবতি। স সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি। তেন সর্ব্বৈঃ ক্রতুভি রিষ্টং ভবতি। গায়ত্র্যা ষষ্টিসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি। ইত্যাহ ভগবান হিরণ্য গর্ব্ভো জাপ্যো নামৃতত্বং গচ্ছতীতি॥

প্রণবাবলম্বিজন অশ্রোত্রিয় হইলেও শ্রোত্রিয়, অনুপনীত হইলেও উপনীত হয়, সে সর্ব্বদা পবিত্র, অগ্নিপূত, বায়ুপূত, সূর্য্য পূত, এবং সত্য পূত হয়, তাহাকে সকল দেবতাই জানেন, অথবা সে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি জ্ঞাত হয়। সে সমস্ত বেদাধ্যায়নের ফল প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বতীর্থ স্নান, ও সর্ব্ব যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়! ষষ্টি সহস্র গায়ত্রী জপের ফল পায়, ইতিহাস পুরাণ, ও রুদ্রীয় গীতা সহস্র পাঠের ফল সিদ্ধি হয়। ইহা ভগবান বেদাচার্য্য হিরণ্যগর্ব্ভ কহেন, এতৎ শ্রুতিপাঠে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়॥

প্রণবাবলম্বনের যে ফল তদনুরূপ শ্রীক্ষেত্র গমনের ও

জগন্নাথ দর্শনেরও ফল দৃষ্টি গোচর হইতেছে। তথায় কোন জাতির বিচার নাই, কোন নিয়মের অনুষ্ঠান, বা একাদশ্যাদি কোন ব্রতের আবশ্যক নাই, সম্যক্ প্রকারে সকলেই পবিত্ররূপ তথায় বিচরণ করেন, সকলেই দেববৎ আচারী, বিধিমন্ত্র ক্রিয়াদির অননুষ্ঠানেও পবিত্র রূপে সকলের গ্রাহ্য, সুতরাং প্রণবাবলম্বন জন্য যে ফল, শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেরও সেইরূপ ফল, অতএব জগন্নাথ দেব যে প্রণবরূপী পরমাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই।

জীবের এই দেহকে পুরী শব্দে শাস্ত্রে উক্ত করেন, তাহাতে অধিষ্ঠান জন্য জীবাত্মাকে পুরুষ, আর পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলাযায়। যথা (পুরীষুশেতে যঃ সঃপুরুষ ইতি)॥ পুরীতে যিনি শয়ন করেন তাঁহার নাম পুরুষ,। এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও আত্মাকে পুরুষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ব্বজীবের শরীরে অধিষ্ঠান জন্য পুরুষ পরমাত্মা, শরীর মধ্যস্থ সমস্ত স্থান ব্যাপী আত্মা যদিও প্রণবাকার, তথাপি শরীরোপাস্তে ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্মের উপরিভাগে নাদবিন্দু রূপ প্রণবাকারে তাঁহার বিশেষ স্থিতি হয়। জন্মরূপ অপারণীয় সমুদ্র পারেচ্ছু সাধকগণে সমস্ত উপাসনার শেষ প্রণবাবলম্বন করেন, কেন না জীব নিস্তার জন্য তার, প্রণবরূপ আত্মা জন্ম জলধিকুলেই নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন, প্রণবারূঢ় ব্যক্তির, ভব সাগর তরঙ্গ সর্ব্বদাই দৃষ্টি গোচর হয়।

পুরুষদিগের এই পরতত্ত্ব পরিজ্ঞানার্থ জলধিকূলে পুরু-

ষোত্তম ক্ষেত্রে প্রণবাকার মহাপ্রভু জগন্নাথদেব অবস্থিতি করিতেছেন। সেইহেতু ক্ষেত্রেরও নাম পুরী, তদধিষ্ঠান জন্য জগন্নাথদেবকেও পুরুষোত্তম বলেন। সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্বের সহিত পুরী ও পুরুষোত্তমের ভেদ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ত্রিলোকমণ্ডিতব্রহ্মাণ্ডকে পুরী বলে, তন্মমধ্যে সর্ব্ব কারণ পরামাত্মা প্রসুপ্তবৎ থাকেন, এ কারণ তাঁহার নাম পুরুষ, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে অভেদ প্রযুক্ত জীবের অন্তরাত্মা পুরুষ রূপে ব্যাখ্যাত হন, এ বিধায় সেই উপদেশ স্বরূপ রূপ বাহ্যেও সমুদ্র কুলে পুরী ও পুরুষোত্তম জগন্নাথ মূর্ত্তির অবস্থান হইয়াছে। সুতরাং এরূপ স্বরূপ জ্ঞানে জগদ্বন্ধু দর্শন জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রপুরী প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রণবাবলম্বনের ফল প্রাপ্তি হয়, এই তত্ত্ব পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যথা “জগন্নাথ মুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে। ইতি„ জগন্নাথ দেবের শ্রীমুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যেমন প্রণবাবলম্বীর পুনর্জ্জন্ম নাই, কিন্তু পুনর্ব্বার দেহ ধর্ম্মে যদি লিপ্ত না হয়? সেইরূপ পুরুষোত্তম দর্শনেও সাক্ষামুক্তি কিন্তু “সংসার বিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি নলিপ্যতে। ইতি„ যদি সংসার ধর্ম্মে পুনর্লিপ্ত না হয়, তবেই জগন্নাথ দর্শনে পরিমুক্ত হইতে পারে।

যেমন প্রণবাবলম্বন জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজন বিধায় প্রাণায়াম দ্বারা মূলস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইতে হয়, অর্থাৎ অগ্রেই কুণ্ডলী শক্তির উপাসনাদি করিতে হয় যেহেতু তিনি প্রসন্না হইয়া জাগ্রতা হইলে, তবে প্রণবাধারে জীবের

আজ্ঞা পুরে গতি হইতে পারে, নচেৎ হয় না, পুরীমধ্যে কুণ্ডলীরূপা বিমালাদেবীও সেইরূপ, বিরাজমানা, তৎপ্রসন্নতা ব্যতীত পুরুষোত্তম দর্শন না, একারণ জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনার্থে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা কালীন যাত্রী মনুজগণেরা অগ্রেই বিমলা দেবীর পূজোপকরণ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। সমুদ্র কল্লোলধ্বনি শ্রবণ নিবারণ কারণ পুরী মধ্যে যে শ্রুতি উচ্চ করিয়া পবনাত্মজ অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতেই প্রাণায়াম যোগের বল প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রুতি শিরোভাগ প্রণবাত্মা প্রাপণেচ্ছায় বেদ শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা প্রাণবায়ুকে সংযম করিলে আর মহোর্ম্মি মালি সংসার সাগরের তরঙ্গ কল্লোলধ্বনি সাধনের শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, এইমাত্র উপদেশ, নতুবা পুরীমধ্যে সমুদ্র ধ্বনি প্রবিষ্ট হউক্ বা না হউক্ তদ্বিচারের প্রয়োজন করে না। সর্ব্বত্রেই লক্ষ্মীনারায়ণে একত্রাবস্থান করেন কিন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্রে লক্ষ্মীদেবীর সহিত জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে অবস্থান নাই, তাহারও এই অভিপ্রায় যে প্রণবাবলম্বি সাধকের ঐশ্বর্য্য প্রতি দৃষ্টি থাকে না, যেহেতু পরমাত্মা ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মে কদাপি লিপ্ত নহেন। এবং শ্রীক্ষেত্রে যে অক্ষয় বট বৃক্ষের অবস্থিতি, তদর্থে ইহাই জানাইয়াছেন, যে বট রূপী এই ব্রহ্মাণ্ড ইহার নিত্যত্ব সিদ্ধি আছে, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড কখন প্রকট, কখন বা অপ্রকট, ঐ ব্রহ্মাণ্ডাখ্য বট শাখাবলম্বিআত্মা নিরন্তর কারণ স্বরূপ সংসার জলে প্রসুপ্ত থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত আকালিক প্রলয়োপলক্ষে প্রলয়

সলিলে ভাসমান মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক আত্মাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়ামোহিত মহর্ষি ভগবান্ মার্কণ্ডেয় প্রলয়ে একার্ণবে ভাসমান হইয়া বটদলে পরমাত্মাকে শয়িত দেখিয়া তন্নিকটে অভিগমন করেন, বহির্ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে স্থিতিজন্য স্থান না পাইয়া তৎশরীরে প্রবিষ্ট ঋষিকর্ত্তৃক তদভ্যন্তরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকিত হয়, পুনর্ব্বাহ্যে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহর্ষি সমস্ত বিশ্বকে জলময় দেখেন, ভূয় প্রবেশে তজ্জঠরে বিভাসমান বিশ্বের অবলোকন করেন, এবিধায় বিশ্বের ও বিশ্বকর্ত্তার নিত্যত্ব সিদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মাই সকল ও আত্মাতেই সকল, শুদ্ধ মায়া বিলসিত বিশ্বরাজ্য পৃথক্ রূপে প্রতিভাত মাত্র।

তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কণ্ডেয় সরোবর, এবং শ্বেতগঙ্গাদি যে ষট্তীর্থ পুরী সন্নিহিত আছে, তাহাতে নানা প্রকার বৈদিককর্ম্ম করিতে হয়, তাহারও এই তাৎপর্য্য যে প্রণবাবলম্বন হেতুক শ্রুত্যুক্ত ষড়ঙ্গযোগে সিদ্ধ হইতে না পারিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, সেই দৃষ্টান্তে এই ছয় তীর্থে বিধি বোধিত কর্ম্মকাণ্ড সম্পাদনার্থ উপদেশ করিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অষ্টাদশ প্রকার বিঘ্ন আছে অর্থাৎ সাধকের দারাপত্যাদির স্নেহই মহাবিঘ্ন,তাহাহইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে পরতত্ত্বানুদর্শন হয় না, সেই উপদেশ দিবার নিমিত্তে এই স্থলে আটারনালা পার হইবার বিধি, অর্থাৎ ঐ আঠার নালা পুরুষোত্তম দর্শনপথে প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আত্মতত্ত্বের মহাবিঘ্ন বোধে পুত্রা-

দিকে ঐ অষ্টাদশ স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে পোথিত করেন, অতএব যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু হইবেন, তাঁহারা অসংশয় দারা পত্যাদির মোহকে পরিত্যাগ করিবেন, নতুবা তত্ত্বপথে অবস্থিতি করিবার যোগ্য হইবেন না।

তুলসীমাহাত্ম্য।

বারিধারাঞ্চ নিঃক্ষিপ্য পূজয়েন্মতিমান্ নরঃ।
গন্ধপুষ্পৈ স্তথাধূপৈঃ প্রদীপৈশ্চ ঘৃতপ্লুতৈঃ।
পায়সৈর্দধি ভক্তৈশ্চ পূজয়িত্বা যথা বিধি॥

তুলসী বৃক্ষোপরি বারিধারা নিঃক্ষেপ করতঃ বুদ্ধিমান মানব গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ঘৃতপ্লুত প্রদীপ, এবং পায়স, দধি, অন্ন ও নৈবেদ্য প্রদান পূর্ব্বক যথা বিধি পূজা করিবেন। অর্থাৎ পূজা করিয়া পরে অর্ঘ্য দান করিবেন।

যথা।

তুলসৈ্য নম ইত্যুক্ত্বা দদ্যাদর্ঘ্যং বিভূতয়ে।
শংখস্থিতং তোয় পূর্ণং দূর্ব্বাক্ষত সচন্দনং।
কুশাগ্রঞ্চ সপুষ্পঞ্চ এতদর্ঘ্য মুদীরিতং॥

জলপূর্ণ শঙ্খ পাত্রস্থ দূর্ব্বা, তণ্ডুল, চন্দন, কুশাগ্র, উক্তপুষ্প অর্থাৎ করবীর, যবা, অপরাজিতাদি পুষ্প, এই অর্ঘ্য সামগ্রী আপনার বিভূতি লাভ কামনায় "তুলসৈ্যনমঃ" এই মাত্র মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

তুলসী ধ্যান।

ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পকবিম্বাধরোষ্ঠীং
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরা নম্র কম্পাঙ্গ যষ্টিং।
উদ্যদ্ভাসা ললিত বদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি নেত্রাং
শ্বেতাঙ্গীং তা মভয় বরদাং শ্বেত

মহাদেবী তুলসী নবোদিত চন্দ্র ন্যায় বদন কমল বিশিষ্টা, সুপক্ক বিম্বফলাকৃতি ওষ্ঠাধরে শোভিতা, অতি দীপ্তিমতী, পয়োধর ভারাক্রান্ত আনমিত কলেবরা, ঈষৎ হাস্যমুখী, চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি রূপ নয়নত্রয় ভূষিতা, শ্বেতবর্ণা, দ্বিভুজা, বরাভয় ধারিণী, ও শ্বেত পদ্মাসনে উপবিষ্টা এইরূপ তাঁহাকে ধ্যান করিবে ॥

তুলসীস্তোত্র।

ঈশ্বরউবাচ। ইন্দ্রাদ্যৈঃ সকলৈর্দেবৈরর্চ্চিতাং সুরসুন্দরীং।
ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥১॥ ইতি।
মৎস্যসূক্তে।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, হে দেবি! ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পূজনীয়া, দেবসুন্দরী, ভক্তদিগের মনোভিমত বরপ্রদা, শান্তরূপিণী তুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

নাদবিন্দুকলাতীতাং মুণ্ডমালাং তপস্বিনীং।
বাসুদেবরতাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং ॥ ২ ॥

নাদ বিন্দুকলার অতীত মূর্ত্তি, মুণ্ডমালাবিভূষণা, মহা তপস্বিনী, শান্তরূপিণী তুলসীদেবীকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

নাদবিন্দু কলাপদে আজ্ঞাপুরচক্রাতীতা অনুচ্চার্য্য মাত্রা স্বরূপা, মুণ্ডমালা বিভূষণাপদে, কালস্বরূপা প্রলয়ে প্রলয়ে নরসকল তাঁহাতে মাল্যগ্রথিত বৎ বিলীনভাবে থাকে অর্থাৎ তুলসীর নাম কালী, সেই কালীর মুণ্ডমালা ভূষণবৎ ইহাঁরও মুণ্ডমালা। তুলসীর নাম কালী একথা বলাতে যদি ভাগবতগণেরা মনে মনে বিরক্ত হন, অতএব তাঁহাদিগের প্রতিবোধন জন্য লিখিতেছি, যে নিত্যা প্রকৃতিকে কালরূপা

বলিয়া সকল শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন, অতএব কালস্বরূপাকে কালী, কালস্বরূপ পুরুষকে কাল বলা সঙ্গত। যথা ভাগবতে দশমে। "স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ং শ্চরেদ্ভুবি ইত্যাদি,, কালশক্তি দ্বারা ভগবান্ ভুবিভারহরণ করিয়া থাকেন, ইত্যর্থে কালশক্তিকে কালী বলিয়াছেন, ইহাতে কালশক্তি স্বরূপা তুলসীর নাম কালী বলায় হানি নাই॥ ২॥

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং দেবগর্ব্বাং মনোরমাং।
যোগগম্যা মহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং॥ ৩॥

সর্ব্বদেবময়ী, দেবগর্ব্বা, গায়ত্রীস্বরূপা, মনোহারিরূপ বিশিষ্টা, অথচ যোগীদিগের যোগগম্যা, শান্তরূপিণী তুলসী দেবীকে আমি বন্দনা করি॥ ৩॥

সুরাসুরবিশেষজ্ঞাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
ত্রিজগজ্জননীং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং॥ ৪॥

দেবগণ্ এবং দৈত্যগণ এতদুভয়ের বিশেষরূপ কারণজ্ঞা, সম্যক্ অলঙ্কারে ভূষিত গাত্রা, এতৎজগজ্ত্রয়ের উৎপাদন কর্ত্রৃ শান্তরূপা, তুলসীদেবীকে বন্দনা করি॥ ৪॥

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ ভাদ্র ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

বেণরাজ্যশাসন ।

অধর্ম্ম কন্যা সুনীথা অঙ্গরাজার বীর্য্যে গর্ব্ভ ধারণ করতঃ যথাকাল গত হইলে পুত্র প্রসব করেন। পিতা তাহার জাত কর্ম্মাদি সমাপন করিয়া অনন্তর (বেণ) নাম রাখেন। ঐ

বেণমাতামহ দোষে মহা পাপাত্মা, বাল্যকালাবধিই দুর্বৃত্ত, অধর্ম্ম অংশে উৎপন্ন বিধায় অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইল, ঐ বেণ প্রথম কালে মৃগয়া চ্ছলে ধনুর্দ্ধারী হইয়া বন প্রদেশে পর্য্যটন করতঃ বৈধা বৈধ সকল পশুকেই হনন করিতে লাগিল, সময়েং নর প্রাণ ঘাতনেও দয়াহীন হইল ॥ যথা।

আক্রীড়ে ক্রীড়িতো বালান্ বয়স্যা নতি দারুণঃ।
প্রসহ্যনিরনু ক্রোশপশুমার মমারয়ৎ ॥ ইতি।
ভাগবতং।

দুরাত্মা বেণ এমন নির্দ্দয় হইল যে কাহারও প্রতি তাহার করুণা নাই। সমবয়স্য বালক সকল, যাহাদিগের সহিত নিয়ত বালক্রীড়া করে, তাহাদিগকেও ক্রীড়াস্থানে অতি নিদারুণ হইয়া পশুর ন্যায় হনন করিয়া থাকে।

এইরূপ সম্যক্ প্রকারে অনিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিতে অপেক্ষা করে না, গোহিংসা, ব্রহ্মহিংসা, দেবহিংসায় রত হইয়া, সকল লোকেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিল। নির্দ্দয় খল স্বভাবাপন্ন হইয়া যত অসৎকর্ম্ম আছে তাহার সকলই পরিগ্রহ করিল। প্রাপ্ত বয়সে বেণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া পৃথিবীকে ভয়াকুলিতা করতঃ বিচরণ করিতে লাগিল, বেণ যখন রথারূঢ় হইয়া ভ্রমণার্থে গমন করে, তখন সকলদিকেই প্রজারা অত্যন্ত ভয়ে ব্যাকুলিত চিত্ত হয়, পরমধার্ম্মিক চূড়ামণি মহারাজা অঙ্গ ঐ অসৎপুত্রের শাসন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। যথা।

তংবিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈ র্বিবিধৈ র্নৃপঃ।
যদা ন শাসিতুং কল্পো ভৃশমাসীৎ সুদুর্ম্মনাঃ ॥

সেই খলপুত্র বেণকে দুরাত্মা দেখিয়া অঙ্গরাজা বিবিধ প্রকারে শাসন দ্বারা যখন আত্মবশে আনিতে না পারিলেন, তখন অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥

অসৎ পুত্রাপেক্ষা পুরুষের মনস্তাপের বিষয় আর কি আছে? এবং কদপত্য সদৃশ দুর্ভাগ্য চিহ্নই বা কি আছে? যেহেতু দুষ্পুত্র হইতে মাতা পিতার নিয়ত যন্ত্রণা ভোগ হয়। যথা।

যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তি রধর্ম্মশ্চ মহান্ নৃণাং।
যতোবিরোধঃ সর্ব্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ॥

যেহেতু কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কুপ্রজাই পাপীয়সী কীর্ত্তি হয়, যাহা হইতে মনুষ্যাদিগের নিয়ত মহান্ অধর্ম্ম জন্মে, যাহা হইতে সকলের সহিত বিরোধ হয়, যাহা হইতে অশেষ মনস্তাপে তাপিত হইতে হয়॥ • ॥ আমি পুত্রবান, আমার এই পুত্র কেবল এতদ্বাক্য মাত্র আপনার মোহবন্ধনের কারণ, যাহা হইতে ক্লেশপ্রদ গৃহীর গৃহ হয়, অর্থাৎ অসৎ পুত্র সহিত গৃহবাসে দুঃখবৈ সুখ লেশ কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই, ইহা সুপণ্ডিতেরা মান্য করিয়া গিয়াছেন, কুপুত্রই সম্যক্ শোকের আস্পদ, সুতরাং অসৎ পুত্র হইতে ক্লেশিত যে গৃহ, সেই দুঃখাবহ গৃহ পরিত্যাগ করাই গৃহীর শ্রেষ্ঠ কল্প হয়। এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করতঃ অঙ্গ রাজা আত্মমনে মীমাংসা স্থির করিলেন, যে এক্ষণে আমার সপুত্র গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন গমন করাই উচিত। এইরূপ অতিশয় বিষণ্ণচেতা হইয়া অঙ্গরাজা যামিনী যোগে বরকামিনী বেণজননীর

সহিত শয়নাসনে নিষণ্ণ হইলেন। অলব্ধ নিদ্র ভূপতি নিশীথ সময়ে গাত্রোত্থান করতঃ রাজ্ঞীকে গাঢ় নিদ্রাপন্না দেখিয়া নিজগৃহ হইতে বহির্নিষ্ক্রান্ত হইয়া সাম্রাজ্য সুখভোগের স্পৃহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মনুজ নিবিড় কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তপো ধর্ম্মে লগ্ন হইলেন।

শর্ব্বরীশেষে মহারাণী গাত্রোত্থান করতঃ শয়নীয়ে মহা রাজাকে না দেখিয়া ব্যস্ত সমস্তা হইয়া পুরাভ্যন্তরে অন্বেষণা করিতে লাগিলেন, কুত্রাপি রাজানুসন্ধান যখন প্রাপ্ত হই-লেন না, তখন পতি বিয়োগজনিত দারুণা যাতনা আসিয়া মহারাণীর মানস গৃহকে একালেই অধিকার করিল, তদ্বশে রাজাধিরাজমহিলা অতি ম্লানা, বিবর্ণবদনা, সজলনয়না পতি বিরহ দহনে দহ্যমানা, বিমুক্ত কবর স্রজা ও বিগলিত দুকূলা হইয়া হা নাথ! হা নাথ! ইতি বাক্য মাত্র উচ্চৈঃস্বরে ব্যাহৃতবতী হইয়া বসুমতী তলে নিপতিতা হইলেন। তদ্দৃষ্টে পুরবাসিনী পরিচারিকাগণে সমবেত হইয়া ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে সকলে রাণীকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। ভৃঙ্গারহস্তা, কোন দাসী সুবাসিত শীতলজলে মুখ ধৌত করাইলেন, কোন দাসী ব্যজনহস্তা চামর দ্বারা উপবীজিতা করিতে লাগিল। পরে জন শ্রুতিদ্বারা প্রভাতকালে নগরবাসী সক-লেই পরস্পর শ্রবণ করিল, যে মহারাজা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগামী হইয়াছেন, প্রজা পুরোহিত অমাত্য মন্ত্রী প্রভৃতি সুহৃৎগণ সকলেই রাজপুরে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত জানিলেন, এবং মহারাজ্ঞীর মুখে শুনিলেন যে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত মহারাজা

কুপুত্র বেণের দৌরাত্ম্যে সমৃদ্ধিমৎ স্বীয়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিয়াছেন। অনন্তর সকলে রাণীকে প্রবোধ দিয়া সমস্ত পৃথিবীস্থ বন নগরাদিতে মহারাজার অন্বেষণা করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি রাজার যখন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না,। মহারাজ্ঞী শোক কাতরা হইয়া ভৃগ্বাদি ঋষিগণকে আহ্বান করতঃ কহিলেন ? এক্ষণে রাজ্যরক্ষা বিষয়ে কি উপায় করা যাইতে পারে ? এতৎ শ্রবণে ঋষিগণেরা কহিলেন, হে রাজমহিষি ! গোপ্তা বিহীনা কোনমতে ধরণীর রক্ষা হইতে পারে না, কিন্তু তোমার পুত্র বেণ অতি নষ্টশীল, অতি দুরাত্মা, সে কোনমতে রাজ্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে, বেণ শুদ্ধ নরাকার এই মাত্র, কিন্তু ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে বিস্তর অন্তর নহে, অতি নির্ম্মর্যাদক, লোক পীড়ক, এবং নির্ভীক্, তাহার হস্তে প্রজা পালকত্ব ক্ষমতার্পণ করা বিহিত বিবেচনা সিদ্ধ হয় না। এতচ্ছ্রবণে রাণী কহিলেন, যে আমার আর পুত্র নাই, সুতরাং বেণকেই পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করা বিধেয়, সে সৎ হউক্ বা অসৎই হউক্ কিন্তু রাজ পুত্র ব্যতীত অন্যে রাজ্যাধিকারী হইতে পারে না। এইরূপ বক্তৃতা করাতে রাজ রাণীর অভিমত জানিয়া অসম্মত হইয়াও ঋষিগণেরা বেণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। অসৎ প্রকৃতিক বেণ রাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া বেদ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যথা। ভাগবতে।

ন যষ্টব্যং নদাতব্যং নহোতব্যং দ্বিজাঃ কচিৎ।
ইতি ন্যবারয়দ্ধর্ম্মং ভেরী ঘোষেণ সর্ব্বতঃ॥

অধর্ম্ম পাল ভূপতি বেণ, প্রথম প্রাপ্ত রাজ্য হইয়া অগ্রেই সর্ব্বত্রে পটহ ঘোষ দ্বারা প্রকাশ করিল, যে কেহ কোন ধর্ম্ম যাজন করিতে পারিবে না, কেহ যজ্ঞ, বা দান কি হোমাদি অগ্নি হোত্র কর্ম্ম করিতে পারিবে না, রাজাজ্ঞা হেলন পূর্ব্বক এ সকল কর্ম্ম যে করিবে সে রাজদণ্ডী হইবে।

প্রথম এই নিয়ম প্রচার করিয়া পরে নিত্য এক এক প্রকার নূতনং নিয়ম বদ্ধ করিতে লাগিল, অর্থাৎ কেহ দেব পূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে পারিবে না, এবং ব্রতোপবাস তপস্যাদি যে করিবে, সে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানের যে দণ্ড সেই দণ্ডার্হ হইবে। ব্রাহ্মণাদিরা জাতকর্ম্মাদি শ্মশানান্তাদি দশ সংস্কার যে করিবে সে রাজ বিদ্রোহির মধ্যে গণ্য হইবে।

বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মতঃ বিধিমন্ত্রে বিবাহ সংস্কার শাস্ত্রমতে করিতে পারিবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণ জাতীয় ভণ্ড ঋষিগণেরা চতুরতা করিয়া এই এক অযৌক্তিক মত চালাইয়াছে, যাহাতে পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রায়ের খণ্ডন হইয়াছে। নির্ব্বোধ রাজাদিগকে ভুলাইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির বিচার কেবল বিটোল ব্রাহ্মণেরাই কল্পনা করিয়াছে। একের সন্তান চারিজন পৃথক্ং জাতি হয়, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সম্ভবপর জ্ঞান করিতে পারে না, মনুষ্য মাত্রই একজাতি তাহার বিশেষ নাই, সকলেরই হস্ত পাদ নাসিকাদি অবয়ব সমান ভাবে পরিগঠিত ইহাতে শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ কল্পনা করিবার বিষয় কি ? অতএব আমি অদ্যাবধি জাতি মর্য্যাদার বিচ্ছেদ করিয়া সর্ব্বজা-

তিকে এক ধর্ম্মে পরিভুক্ত করিলাম। যিনি অদ্যাবধি মৎ কর্ত্তৃক স্থাপিত মতের অন্যথাচরণ করিবেন, তিনি অবশ্য রাজদণ্ডী হইবেন।

এবং স্বস্ববর্ণ বিচারে বাধিত হইয়া বেদ বিহিত মন্ত্র মতে বিবাহ প্রথায় আবদ্ধ থাকা কোনমতে যুক্তি সিদ্ধ হয় না, সধবা, বা বিধবা, কি বয়োজ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাদির অলীক বিচার করিবার আবশ্যক নাই, যে কোন রূপে প্রজা বৃদ্ধি হইলেই হয়, সকল বর্ণের সকল বর্ণেই স্ত্রী পরিগ্রহ করিতে পারিবে, বিবাহ বন্ধনের শৈথিল্য করিয়া স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই যাহার প্রতি যাহার ইচ্ছা হইবে, সে তাহাকেই গ্রহণ করিবে, অদ্যাবধি এ নিয়মের বিপরীতাচারে পূর্ব্ব নিয়মে যে ব্যক্তি প্রসক্তাধী হইবে, তাহাকে রাজ দণ্ডীরূপে গ্রহণ করতঃ সমুচিত দণ্ড করা যাইবে।

নৃপাসনগতস্যাস্য বেণস্যাতিদুরাত্মনঃ।
আজ্ঞয়া ধর্ম্মপদবীং তত্যজুঃ সকলানরাঃ॥ ইতি বামনং।

রাজ সিংহাসনারূঢ় অতিদুরাত্মা বেণ রাজার আজ্ঞাতে সকল প্রজাই ক্রমেং ধর্ম্ম পথকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর এই পৃথিবী দিন দিন সমাকুলা হইতে লাগিলেন, অনেকেই বিবাহ বন্ধনের শৈথিল্য করিয়া চাতুর্ব্বর্ণেই লম্পট হইয়া সর্ব্ব বর্ণেই সকল বর্ণের স্ত্রীতে রতিকার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে বিপুলতর ছল স্থলরূপে ধর্ম্ম বিষয়ে মহান্ গোলোযোগ উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীতে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যাতে, বৈশ্য ব্রাহ্মণীতে, এবং

বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়াতে বৈশ্য, বৈশ্য শূদ্রাতে বৈশ্যাতে শূদ্র স্বচ্ছন্দে রমণ করিতে লাগিল, এতভিন্ন শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে শূদ্র শৃঙ্গার পরায়ণ হইল, এরূপ ব্যবহার বহুকাল হওয়াতে অনেক সঙ্কীর্ণ পুত্র কন্যা জন্মিতে লাগিল, অর্থাৎ এরূপে ষট্‌ ত্রিংশৎ প্রকার সন্তান জন্মিল, ক্রমে তাহারা মহা উদ্ধত বেশধারী, ক্রূর, দাম্ভিক, নষ্টশীল, নরঘাতী, সর্ব্বভক্ষক, এবং সম্যক্‌ অসৎকর্ম্ম সম্পাদনে রত হইল, তদ্দৃষ্টে বেণ মাতা মহা শঙ্কিতা হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে আমি বেণকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরিণামে সম্যক্‌ ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলাম, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম এককালেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, তদুপায় করণার্থে অমাত্য মন্ত্রী পুরোহিতকে আহ্বান করতঃ সুনীথা বেণের দৌরাত্ম্য সকল নিবেদন করিলেন, এবং তদ্দৃষ্টে মুনিগণেরাও জন বিপদ দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন॥ যথা।

বেণস্যাবেক্ষ্য মুনয়ো দুর্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতং।
বিমৃশ্য লোকব্যসনং কৃপয়োচুঃ সসত্রিণঃ॥

দুর্বৃত্ত বেণের লোক শাস্ত্রবিরুদ্ধ কুক্রিয়া সকল দেখিয়া মুনিগণেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া লোক সকলের ইহকাল ও পরকাল এতদুভয়ত বিপদ দৃষ্টে কৃপাযুক্ত হইয়া এই বাক্য কহিতে লাগিলেন। অর্থাৎ জন সকল অত্যন্ত জ্বালাতন হইতেছে যেমন একখানি কাষ্ঠের অগ্রভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ অগ্নিতে জ্বলিতেছে, তন্মধ্যস্থিত পিপীলিকাবলি ব্যস্ত সমস্ত

হয়, কোনদিকেই পলাইতে পারে না নিরন্তর দন্দহ্যমান হইতে থাকে, তদ্রূপ ধার্ম্মিক প্রজা সকলের ঘোরতর উভয় সংকট উপস্থিত হইয়াছে, যদি ধর্ম্মরক্ষা করে তবে রাজা দণ্ড করে, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পরকালে যমদণ্ডী হইতে হয়, সুতরাং তাহারা কোনমতেই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতে-ছেন না, ইহা দেখিয়া মুনিগণেরা কহিতে লাগিলেন। যথা

অরাজক ভয়াদেষ কৃতো রাজাহতদর্হণঃ।
ততো প্যাসীদ্ভয়ং ত্বদ্য কথং স্যাৎ স্বস্তি দেহিনাং॥ ইতি ভাগবতং।

হা?। অঙ্গরাজার বন গমনে রাজ্য অরাজক হইল, এই হেতু রাজ্যানর্হ যদিও বেণ, তথাপি অরাজক ভয়ে তাহাকে রাজা করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অরাজকাপেক্ষাও ইহা হইতে উৎকট ভয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কিরূপে লোক সকলের মঙ্গল বিধান হইবে?। "অহেরিব পয়ঃ পোষঃ পোষকস্যা প্যনর্থ ভৃৎ,, যেমন দুগ্ধ দিয়া সর্প পুষিলে, পরে সেই সর্প পোষকেরই অনর্থ করে, সেইরূপ বেণকে রাজ্য দিয়া দেশের অনর্থ ঘটনা হইয়াছে।

বেণ প্রকৃত্যৈবখলঃ সুনীথা গর্ব্ভ সম্ভবঃ।
নিরূপিতঃ প্রজাপালঃ সজিঘাংসতিবৈপ্রজাঃ॥

সুনীথা গর্ব্ভ সম্ভব বেণ স্বভাবতঃ খল, তাহাকে প্রজা পালনার্থ রাজা করা হয়, স্বীয় স্বভাবের গুণে সেই বেণ স্বয়ং প্রজা নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ভৃগু প্রভৃতি গূঢ়-মন্ত্রা ঋষিগণেরা এই অধ্যবসায় দ্বারা বেণের সভায় উপস্থিত হইয়া শান্ত বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ভো! নৃপবর্য্য! আমরা তোমাকে যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা নিপুণ বুদ্ধি পূর্ব্বক উপলব্ধি করহ, অবোধের ন্যায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিহ না, তাহাতে তোমার আয়ু, শ্রী, কীর্ত্তির সম্যক্ বৃদ্ধি হইবে। যথা

> ধর্ম্ম আচরিতঃ পুংসাং বাঙ্মনঃ কায় শুদ্ধিভিঃ।
> লোকান্ বিশোকান্ বিতরত্যথ্যানন্ত্য মসঙ্গিনাং ॥

বাক্য, মন, এবং শরীর শুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম আচরিত হইলে লোক সকল ইহলোকে বিশোক হয়, অর্থাৎ কল্যাণযুক্ত হয়, এবং তদ্বিপরীত যদি নিষ্কামে ধর্ম্মাচরণ করে, তবে নিরতিশয় মোক্ষপদ লাভ হয়। অতএব মহারাজ! তুমি লোকের পরম কল্যাণ কারণ ধর্ম্মের বিনাশ করিহ না, প্রজার ধর্ম্ম বিনাশ-কারিরাজা অচিরাৎ রাজৈশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। যথা

> যস্য রাষ্ট্রে পুরেচৈব ভগবান্ যজ্ঞ পুরুষঃ।
> ইজ্যতে স্বেন ধর্ম্মেণ জনৈ র্বর্ণাশ্রমাত্মকৈঃ।
> তস্য রাজ্ঞো মহারাজ ভগবান্ ভূত ভাবনঃ।
> পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতো নিজ শাসনে।
> তস্মিং স্তুষ্টে কিমপ্রাপ্যং জগতামীশ্বরেশ্বরে ॥

ভো রাজন্। যে রাজার রাজ্যে বা নগরে যজ্ঞ পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ, বর্ণাশ্রমাত্মক জনগণ কর্ত্তৃক স্বস্বধর্ম্ম দ্বারা পরিপূজিত হন্। হে মহারাজ! সেই রাজার প্রতি ভূত ভাবন ভগবান্ নিয়ত পরিতুষ্ট থাকেন, সর্ব্ব বিশ্বাত্মার পরি-তোষে রাজা চিরকাল নিজ রাজ্য শাসনে অধিষ্ঠান করেন। জগদীশ্বরের প্রসন্নতাতে জগন্মধ্যে কিছুই দুষ্প্রাপ্য নহে। ঋষিদিগের এতদ্বাক্য শ্রবণে বেণ অত্যন্ত ক্রোধী হইয়া

কহিতে লাগিল, রে মূর্খেরা? তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই, কিসে ধর্ম্ম, কিসে অধর্ম্ম হয় তাহার কিছুমাত্র সন্ধান জাননা, শুদ্ধ যাগযজ্ঞাদি অধর্ম্ম কর্ম্ম কলাপকেই ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া মান্য করিয়া থাক, যাহা সর্ব্বসার সত্যধর্ম্ম তাহা শুন, স্বৈরিণী কুলটা কামিনীর ন্যায় তোমাদিগের ধর্ম্ম চর্য্যা হয়, অর্থাৎ পরিপালন কর্ত্তা পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন কুলটারা উপপতির সেবা করে, সেইরূপ প্রতি পালক বৃত্তিদ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া তোমরা অন্য দেবগণের উপাসনা করিয়া থাক, রাজা যে নৃপরূপী পরমেশ্বর ইহা ক্ষণকালমাত্র চিন্তা কর না, রাজাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করাতে শুদ্ধ ইহ পরলোকে বঞ্চিত হইতে হয়। রাজা ভিন্ন যজ্ঞ পুরুষ আবার কে আছে? অর্থাৎ রাজাই জগতে পরমেশ্বর, যাহাতে তোমাদিগের ঈদৃশী ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম কুবেরাদি সকলই রাজা, রাজা সর্ব্ব দেবময়, তদ্ভিন্ন অন্য দেবোপাসনায় কেবল বঞ্চিত হইতে হয়, রে রে অবোধ বিপ্রেরা! বিগত মৎসর হইয়া রাজা ভিন্ন অন্য দেবাভিমান পরিত্যাগ করতঃ আমি রাজা, এক্ষণে সর্ব্বকার্য্যে আমাকেই আরাধনা করহ। এতদ্বেণ বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণগণে উত্তর করিলেন, অরে নির্ব্বোধ! এক্ষণে অসদ্বাক্য পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মে রত হও, দেব দ্বিজ প্রতি স্পর্দ্ধা যে করে সে অচির কালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়, এতৎ ঋষিবাক্যে বেণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বভট প্রতি আদেশ করিল, অরে এই

কয়েক বেটা অসভ্য ভণ্ড ব্রাহ্মণকে গ্রীবায় হস্তার্পণ পূর্ব্বক সভা হইতে দূরীকৃত করিয়া দে, ইহারা এসভার যোগ্য নহে। এইরূপ বেণের কুচেষ্টা দৃষ্টে ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণে মহাক্রোধিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই অসদ্বৃত্তকে আর উপক্ষা করা নহে, ইতি বিবিচ্য ঢ়গূমন্যু ঋষিগণে বেণ বধে উদ্যোগী হইলেন। যথা

ইত্থং ব্যবসিতা হন্তুং ঋষয়ো গূঢ় মন্যবঃ।
নিজঘ্নু হুঁকৃতৈ র্বেণং হত মচ্যুত নিন্দয়া॥

গূঢ়মন্যু ঋষিগণেরা বেণ বধে নিশ্চয় করে, তৎ- এবং পরমেশ্বরের নিন্দাজন্য ঋষিদিগের হুঙ্কারেই দুরাত্মা বেণ নিহত হইল।

অনন্তর ঋষিগণেরা স্বীয় স্বীয় আশ্রমে গমন করেন, বেণ মাতা রোরুদ্যমানা হইয়া তৈল দ্রোণী মধ্যে বিন্যাস করতঃ পুত্র কলেবর রক্ষা করিতে লাগিলেন। বেণ হত হইলে পর সমস্ত জগৎ অরাজক হইল, অরাজকে নানা প্রকার প্রজাদিগের উৎপাত ঘটনা হয়, তদ্দৃষ্টে ভৃগ্বাদি ঋষিগণেরা মহা উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে বিনা রাজাতে পৃথিবী রক্ষা হইতে পারেনা, বসু লুম্পক দস্যুদল বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে ভয়াকুলিত করিল, অতএব রাজ্যে রাজা স্থাপন করা কর্ত্তব্য, ইতি বিবিচ্য বেণ মাতার নিকট আসিয়া বেণের মৃতদেহ মন্থন করিয়া যোগবলে দুই পুত্র উৎপাদন করিলেন, অধর্ম্মাংশে ভিন্ন জাতির উৎপাদক এক নিষাদ জন্মে তাহাকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে স্থান দেন, ধর্ম্মাংশে পৃথু রাজা

জন্মেন, সেই পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। পৃথু রাজা সিংহাসনারূঢ় হইয়া অরাজকে অরণ্য প্রায় ধরামণ্ডলের পরিশোধন করেন, অতএব পৃথু কর্ত্তৃক সঞ্জীভূতা ধরণীর পৃথিবী নাম হয়। ইত্যাদি বেণ দোষে যে সকল বর্ণসঙ্কর সন্তান জন্মিল তাহার আখ্যান পশ্চাৎ লিখিব।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। ভোস্বামিন্! ভবদীয় শ্রীমুখ কমল বিগলিত মকরন্দ স্রাব সমন্বিত প্রণবাকার জগন্নাথের স্বরূপ তত্ত্ব শ্রবণপুটে সঞ্চারণ করতঃ অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু ইহারমধ্যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, তাহা নিবেদন করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎ সংশয় নিরাস করিতে আজ্ঞা হয়। যদিও জগন্নাথ দেবকে প্রণবাকারে গ্রহণ যায় তাহাতেও হানি নাই, কিন্তু আষাঢ় মাসে তাঁহার যে রথ যাত্রা হয়, ইহার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিনা, পুরাণে বলেন, " রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে ,, একথাও বিষম, রথস্থ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে যে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহা অতি অত্যুক্তি বোধ হয়, বিশেষতঃ পুরাণ বচনে বামন শব্দ উল্লেখ করেন ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? এবং রথস্থ জগন্নাথের দর্শনের সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের সম্বন্ধ কি! ইহা উপলব্ধি করিতে পারিনা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া কহেন।!

পরম হংসের উত্তর। অরে-বৎস জ্ঞানাভিমানিন্! তুমি যেরূপ সংশয় করিতেছ, এরূপ সংশয় অনেকেই করিয়া থাকে? যে হেতু মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনার অভাবে ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপাবলোকন হয় না, ইহাওতো বিবেচনা করা

কর্ত্তব্য, যে বিষয় অল্প বুদ্ধি জনের বুদ্ধিতে অলীক বোধ হয়, তাহাও কি? বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন জনের চিত্তে অবধারণা না হয়? এমত নহে। জগন্নাথ দেব দারুময় বিগ্রহ তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিলে যে মোক্ষ হয় একথা সহজেই অলীক বাদ বলিয়া বিবেচনা করা যায়, কিন্তু ঋষিগণেরা যখন রথস্থ মহাপ্রভুর দর্শনে মহা মোক্ষ হয় বলিয়াছেন, তখন তাহার বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে? সেই স্বরূপ কারণ বোধ যে পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত ইহাতে সর্ব্বদাই সংশয় থাকিবেক। কেবল "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা" এই কথাই কহেন নাই, বচনে আরও বিশেষ আছে। যথা

দোলায়াং দোল গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে। ইতি

দোলাতে গোবিন্দকে, মঞ্চোপরি মধুসূদনকে, আর রথোপরি বামনকে দর্শন করিলে, ইহ সংসারে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই বচনের অর্থে জগদ্বন্ধু বলিয়া নামের উল্লেখ নাই, কেবল গোবিন্দ, মধুসূদন, বামন, এই নামত্রয়উক্ত হইয়াছে, যদি কেহ বলেন যে এক শ্রীকৃষ্ণেরই নাম ত্রয়, সুতরাং তাহাতে দোষ কি?। ইহা সত্য তাঁহার অসংখ্য নাম বটে, তৎসত্ত্বে বিশেষ করিয়া এই তিন নামেরই উল্লেখ কেন করেন, অতএব অবশ্যই এতৎ বিষয়ের গূঢ় রূপ কোন কারণ আছে, সেই কারণানুসন্ধায়ি হইয়া বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা যেপর্য্যন্ত অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই তোমাকে জানাইতেছি, ইহাতে ভগবানের কৃপার প্রতিই বিস্তর নির্ভর,

কেননা তৎকৃপাবলোকন ব্যতীত কোন বিষয়েই কেহ বিশেষ প্রতিপন্ন হইতে পারে না। গোবিন্দ, মধুসূদন, বামন এই তিন নামই ব্রহ্ম বিশেষণ, ইহার এক বিশেষ্য সেই পরমাত্মাই হন্। যথা তৈত্তিরীয়াশ্রুতিঃ।

ওঁ তৎ সৎ। ইতি মহাবাক্য বিবেকঃ।
সত্যং জ্ঞানং মনস্তং ব্রহ্মেত্যাদি।

আত্ম জীব মন এই তিনই ব্রহ্ম, সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত অপরিমিত ব্রহ্ম,। অর্থাৎ বামন বিশেষণে এক অনন্ত বিশেষ্য, মধুসূদন বিশেষণে এক সত্য বিশেষ্য, গোবিন্দ বিশেষণ এক জ্ঞান বিশেষ্য হয়।

"গাং বিন্দতীতি গোবিন্দ ইতি,, এই ব্যুৎপত্তি লভ্য গোবিন্দ নাম,। গোশব্দ নানার্থ, স্বর্গ মর্ত্ত্য পতালাদি ভুবন ত্রয়কে গোশব্দে ব্যাখ্যা করেন, সেই ত্রিলোকব্যাপী যিনি তিনি গোবিন্দ। ইত্যর্থে জ্ঞানই সর্ব্ব ব্যাপক হন্।. কিন্তু সংশয় রজ্জুতে আবদ্ধবৎ জ্ঞান জীবহৃদয়ে আন্দোলায়মান হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তি ঐ দোদুল্যমান্ সংসার নাটক রূপে তাঁহাকে অনুদর্শন করিয়া অপুনর্ভব যে অমরণ ধর্ম্ম, তাহাকে লাভ করেন।

এই উপদেশার্থে "দোলায়াং দোলগোবিন্দ মিতি,, বচন প্রদর্শন করাইয়াছেন। অর্থাৎ এরূপ জ্ঞানোদয় হওয়া কঠিন, কিন্তু দোলাস্থ গোবিন্দ দর্শন সুলভ, অর্থাত্ম বোধ করা সকলের সাধ্য নহে।

মধুসূদন বিশেষণে এক সত্যই তদ্বিশেষ্য হয়।—অর্থাৎ

যিনি অক্ষর, সকলের আদি তাঁহাকেই শ্রুতি সত্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। "যঃসদাস্তীতি কেবল মিতি,, প্রলয়ে সকল যায় কেবল এক মাত্র সত্য থাকেন, সেই সত্যই পরমাত্মা মধুসূদনের এক বিশেষ্য "মধুংসূদয়তীতি মধুসূদন ইতি,, লৌকিকে মধুনামে অসুরকে যিনি নষ্ট করিয়াছেন তিনি মধুসূদন। অথবা মধু নামে মধু বিদ্যা, অসূর্য্যলোক, অর্থাৎ সোপাধিক শাণ্ডিল্য বিদ্যায় যিনি কার্য্য ব্রহ্ম, তিনিই মধুসূদন, যিনি জীবরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, যৎপ্রভাবে সম্ভূতির বিলয় হয়, সেই কার্য্য ব্রহ্মকে মধুসূদন বলিয়া উক্ত করা যায়। যথা বাজ সনেয়ং।

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতি মুপাসতে।
ততোভূয় ইব তে তমোয উ সম্ভূত্যাং রতাঃ।

যে সকল ব্যক্তি সম্ভূতির উপাসনা করে তাহারা অসূর্য্যরূপ অন্ধতমঃ প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ পরমালোক প্রাপ্ত হয়, না, পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণানুভব করে, এবং পুনঃ পুনঃ সম্ভূতিতেই রত থাকে। অর্থাৎ অব্যাকৃত কায কর্ম্মাদির বীজাত্মিকা প্রকৃতির নাম সম্ভূতি, সুতরাং প্রকৃতিযুক্ত উপাসনাকে মধুর উপাসনা বলে, ইহাই মধুবিদ্যা, ইহার শান্তি যদ্দর্শনে হয়, সেই সত্য, হৃদয় মঞ্চে তাঁহার অবস্থান তিনি নিয়ত যোগামৃতে অভিষিক্ত হন, তাঁহাকেই মধুসূদন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সেই হেতু এখানে মঞ্চোপরি পরমাত্মা জগন্নাথকে মধুসূদন বলিয়া সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ চন্দনবারিতে জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসীতে স্নান করিয়া সকলকে উপদেশ করিয়াছেন, যে এই

স্নানযাত্রা দেখিয়া হৃদয়মঞ্চোপরি পরমাত্মা জগন্নাথকে অনু-
দর্শন করিলে অপুনর্ভব যে মোক্ষ, তাহা লাভ হয়।

যিনি বামন, তিনি অনন্ত বাচক অর্থাৎ বামন বিশেষণে
অনন্ত এক বিশেষ্য হয়েন। যিনি সর্ব্ব প্রবেশক, ত্রিলোক
ব্যাপী, পরমাত্মা, তাঁহাকেই বামন বলাযায়, যিনি কালরূপী,
ত্রিপাদ বিক্রমণচ্ছলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কা-
লের গতি দেখাইয়াছেন, আর ভূর্ভুবঃস্বঃ, অর্থাৎ স্বর্গ, অন্ত
রীক্ষ,ও পৃথিবী এতৎ লোকত্রয় কালপাদে আক্রান্ত। একারণ
কালরূপী বামনকে আত্মা বলিয়াছেন, যথা ব্রহ্ম পুরাণং।

এতজ্জগত্রয়া ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ স্মৃতো বিষ্ণু র্বিশধাতুঃ প্রবেশনে॥

বিষ ধাতুর অর্থ প্রবেশন, যিনি সর্ব্বত্র প্রবেশ, এবং যিনি
স্থূল সূক্ষ্মাত্মক তাঁহার নাম বিষ্ণু, বিষ্ণু পদে পরমাত্মা, সেই
পরমাত্মা বামন, যেহেতু এই জগত্রয় বামন কর্ত্তৃক আক্রান্ত
দেখা যায়। সুতরাং আত্মাই জগৎ ব্যাপ্ত বিষয়ে বামনই
শ্রুতি প্রসিদ্ধ অনন্ত বাচক হয়েন।

এবং "বামনো ভূদবামন ইতি,, প্রমাণে স্থূল সূক্ষ্মাত্মক
বুঝায়। সেই বামনকে আত্মশরীরস্থ দর্শন যে করে,
তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, এজন্য "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা
পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে ইতি,, বচন প্রয়োগ করিয়াছেন।
অর্থাৎ অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান গম্য বিধায় ভাবনা দ্বারা রথাখ্য
শরীরস্থ আত্মাকে দর্শন করিতে হয়, তাহা সামান্য জীবে
ঘটিতে পারে না, এইহেতু রথস্থ জগন্নাথদর্শনের বিধি

দিয়াছেন,অর্থাৎ চর্ম্ম নির্ম্মিত চক্ষু দ্বারা আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়াতে রথারূঢ় জগবন্ধুকে দর্শন করিলে যোগিধ্যেয় সেই পরমাত্মার অনু দর্শনের ফল হইবে। ইত্যর্থঃ॥

অথ রথযাত্রা।

রথ স্বরূপ যে মানব শরীর তাহার প্রমাণার্থে কঠোপনিষদের তৃতীয়া বল্লী তৃতীয়া শ্রুতি ধৃত করিলাম। যথা

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধিমনঃ প্রগ্রহ মেবচ॥ ৩॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু রিত্যাদি।

মনুষ্যদিগের এই শরীর রথ, আত্মাই এ রথে রথী, বুদ্ধিই সারথি, মনই অশ্ব রজ্জু হয়। চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়গণ ইহার অশ্ব, ইহারা শরীর রূপ রথাকর্ষণে কুশল, রূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয়রথের গতি, আত্মা ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত ভোক্তা পুরুষ জীব, ইহাকে দর্শন করিলে মনীষীগণেরা অর্থাৎ বিচক্ষণেরা মোক্ষ পথে অধি গমন করেন॥

সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুরীতে অধ্যবস্থিত আত্মা জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে পুরী শব্দে শরীর ব্যাখ্যা করাগিয়াছে, এক্ষণে বিশেষরূপে সেই শরীরকে রথ রূপে কল্পনা করিয়া পুনরুপদেশ করিতেছেন। যদি কেহ এমন আপত্তি করেন, সে যদি শরীর রূপ রথ হয়, তবে সর্ব্বদাই দর্শন করিবে, তাহাতে আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়াতে রথ কল্পনা করিবার তাৎপর্য্য কি? তদর্থে উক্ত হইতেছে, আষাঢ় মাস মিথুন

রাশি, একারণ আষাঢ়কে মিথুন বলে। এ শরীর ও প্রকৃতি পুরুষাত্মক মিথুন দ্বারা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ শোণিত শুক্র একত্র বিধায় আষাঢ় মাসের উল্লেখে সঙ্কেত করিয়াছেন, দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখে আদৌ পুরুষোদরে জাত হইয়া, পুনর্য্যোষিদুদরে উৎপন্ন হয়, একারণ সংকেত বাক্যে ইঙ্গিত করিয়া দ্বিতীয়া তিথিতে রথ যাত্রার বিধি হইয়াছে, যেরূপে জগদ্বন্ধুর রথ চলিয়া যায়, সেইরূপ জীবেরও এই দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।—যদি বল রথস্থবামন দর্শনে পুনরাবৃত্তি নাই, তবে জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামণ্ডপ হইতে অষ্টাহানন্তর পুনরাবৃত্তি কেন হয়, তাহার মীমংসা কি?।

উত্তর। এই অষ্টাহ পদে অষ্টাঙ্গযোগ, ক্রমে সাধক এক এক যোগকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষাভিলাষে গুণ্ডিচাখ্য অর্থাৎ পরমাণুভূত ব্রহ্মপথে অধিগমন করে, তাহাতেই জগন্নাথের রথ অষ্টাহে গুণ্ডিচা ভবনে যায়, এই অধ্যাত্ম বিষয়ের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত হয়। পুনবাবৃত্তির কথা অতি উপাদেয়, এই শরীরাখ্য রথে ইন্দ্রিয়গণঅশ্ব. মন রজ্জু, বুদ্ধি সারথি, আত্মারথী, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা কল্পিত শরীর রথারোহণে মোক্ষ পথে গমন করিয়াও ভাবিব্যক্তির ক্রমে সংসার পথেও পুনরাগমন হয়, ইহাই জানাইয়াছেন, অধ্যাত্ম তত্ত্ব সংযোগে যে যোগভ্যাস করে তাহার অষ্টসংখ্যা, যোগে নিষ্ণাত হইলে অপুনর্ভব মোক্ষ লাভ হয়, সকাম যোগে ভোগে আকৃষ্ট চেতা হইয়া সাধনা যদি করে, তবে ভোগার্থ স্বর্গ স্থানে গতি করতঃ অষ্ট বিভূতির অনুভব করিয়া

সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়। ইতি দৃষ্টান্ত মাত্র জগন্নাথদেবের পুনরাবর্ত্তনীয় উপদেশ জানিবে।

ভক্ত জ্ঞানীর প্রশ্ন। হে প্রভো! ভাল ইহাই না হয় সিদ্ধ হইল. কিন্তু পথিমধ্যে "খুদি মাসীর" ভবনে পৃথুকান্ন ভোজনের বিধি কেন? তাহাতেই বা অধ্যাত্ম তত্ত্ব কি আছে?

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস! এই সকল বিষয়েরই এক এক মুখ্য কারণ আছে, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করহ।

অবিদ্যা প্রভব শরীরে জীব নানা উপভোগ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে, তখন মহামায়াকেই মাতা বলিয়া জানে মোক্ষ দায়িনী বিদ্যাকে ভগ্নীরূপে বোধ হয়, অর্থাৎ বিদ্যা অবিদ্যা স্বভাবতঃ সহোদরা হন, যখন মোক্ষ পথের পান্থ হইয়া যোগ পদবীতে অভিসার করে, তখন সহজেই আহারকে সঙ্কোচ করিতে হয়, আর পূর্ব্ববৎ বিশেষ ভোগ থাকে না, যখন যখন ক্রমে যোগোত্তীর্ণ হইবার সময় হয়, তখন নাদ চক্রগত কালে পরা বিদ্যা, যিনি অবিদ্যা ভগিনী, তিনি সাধকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক সহস্রার গলিত রস মিশ্রিত সহস্রারামৃত কণ পায়স ভোজন করান, তাহাতে জীবের অমরণ ধর্ম্মলাভ হয়। সেই দৃষ্টান্ত স্থল এই যে জগন্নাথদেব পথ পর্য্যটনে অষ্টাহ মধ্যে খুদি মাসীর ভবনে পৃথুকান্ন রস ভোজন করিয়া থাকেন ইত্যভিপ্রায়ঃ। অর্থাৎ ক্ষেত্রে মাহামায়া বিমলা লক্ষ্মী পাচিকা, তাহাতে ভোজন পারিপাট্যের সীমা নাই, কিন্তু রথারূঢ় হইয়া পথ গমন কালে শুদ্ধ চিপীটক মাত্র ভোগ্য হইয়া

থাকে।—গুণ্ডিচালয়ের যে পরম সুখকর ভোগ তাহা নিবৃত্তি মার্গগামীরাই পায় অর্থাৎ যাহারা তথায় থাকে, তাহারাই পায়, যাহারা প্রবৃত্তি মার্গে সংসারাত্তি সুখে অভিগমন করে, তাহারা তাহা পায়না, ইত্যর্থে মোক্ষ সুখ ভোগ মুমুক্ষুর হইয়া থাকে সংসার রাগীর সে সুখ বোধ হয় না, এই তাৎপর্য্য তৎ স্থানের বিষয় বোধ করিতে হইবে। পঞ্চকোষ বিবেকে তৈত্তিরীয়া শ্রুতিতে যে সংবাদ আছে, তাহার মর্ম্ম এখানে হোরাপঞ্চমীতেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ, এই পঞ্চকোষ পর্য্যন্তই অবিদ্যার অধিকার, তাহার পর আর অধিকার নাই, তখন জীবেতে আর কোন ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ থাকে না, ইহাই পঞ্চমী পর্ব্বে বোধ করাইয়াছেন, পাঁচ দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথকে আনিবার নিমিত্ত লক্ষ্মী পুরুষোত্তমে যত্ন করিয়া বেড়ান, যখন তৎকালের উত্তরগামী দেখেন, তখন কমলা দেবী বিমলা দ্বারে অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা মাগিয়া থাকেন, অর্থাৎ আমার আর কিছুই নাই, যাঁহার সত্ত্বায় এই ঐশ্বর্য্য ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষির ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই ইহাই দেখাইয়াছেন।—অরে বৎস! এই মাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের রথ যাত্রাদির তাৎপর্য্য হয়। এতদ্ব্যতীত তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করহ। ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী পরম হংসের প্রশ্নোত্তর শ্রবণে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, ভো

ভগবন্! আপনার বাক্য শ্রবণে বিশেষ বোধ জন্মিল, যে এই অভিপ্রায়েই এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, নতুবা পৃথিবীস্থ সমস্ত জ্ঞানী মাত্রেই এরূপ মান্য কেন করিবেন, এক্ষণে এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই, পূর্ব্ব প্রশ্ন মহাবিদ্যা বিষয়ক সুন্দরী কল্পের কথা যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা বিস্তার করিয়া কহেন।

অথ গৃহস্থধর্ম্ম সদাচার।

আশ্রমিমাত্রেরই সদাচার করণ মঙ্গল দায়ক হয়, বিনা সদাচারে কোন কর্ম্মই সুসিদ্ধ হয় না, এই সদাচার বিধিস্মৃতি পুরাণে বিশেষ বিশেষ উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বলোকের পরিজ্ঞাত বিষয়ত্ব প্রযুক্ত সম্যক শ্লোক না লিখিয়া তদর্থ দ্বারা উপদেশ করিতেছি। আদৌ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করতঃ গুরুকে ধ্যান করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় দেবগণের স্মরণ করিবেক। যথা

প্রভাতে যঃস্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গা ক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।।

প্রভাত কালে যে ব্যক্তি দুর্গা এই অক্ষর দ্বয়কে নিত্য স্মরণ করে, তৎ সম্বন্ধে দুর্গা স্মৃতা হইয়া তাহার সমস্ত আপদকে নাশ করেন, যেমন প্রাতরুদিত সূর্য্য তমো রাশিকে নাশ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মামুরারি স্ত্রিপুরান্তকারি ভানুঃশশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চশুক্রশ্চ শনি রাহু কেতুঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বেমম সুপ্রভাতং।।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সদাশিব, এবং রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহ-

স্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু প্রভৃতি নবগ্রহ সকলে আমার এই দিবসকে সুপ্রভাত করুন ॥

অনন্তর গণেশ, বহ্নি, কার্ত্তবীর্য্য, শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, মহাবীর হনুমান, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ কল্কীত্যাদি, কালী, তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, কমলা, মাতঙ্গীত্যাদি, রাধাদি গোপী গোপেশ্বর, পৌর্ণমাসী যমুনা, গঙ্গা, গোদাবরী, সরস্বতী, কাবেরী, সিন্ধু, শোণ, নর্ম্মদা, শতদ্রু, সরযূ, গণ্ডকী, দৃশদ্বতী, করতোয়া কৌশিকী প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ, এবং অযোধ্যা, মথুরা বৃন্দাবন, বারাণসী, কাঞ্চী, অবন্তী, হরিদ্বার, দ্বারকা এতৎ সপ্তপুরী, এবং কামাখ্যা, পুরুষোত্তম, গোকর্ণ, কোণার্ক, ইত্যাদি মহা স্থান সকলকে স্মরণ করতঃ বেদোক্ত স্থলে নিষ্ঠা মূত্রাদিত্যাগ করিবে। যথা।

জলে বা জল সমীপে, কোন প্রাণি সন্নিধি, গর্ত্তে কি দেবালয় সমীপে, অশ্বত্থাদি কোন পুণ্য বৃক্ষমূলে, শস্যোৎপাদক ক্ষেত্রে, হলোৎকর্ষস্থলে, গোষ্ঠে, গোচারণস্থানে, গোশালাতে, নদীগর্ত্তে, মনুষ্যের গৃহাঙ্গনে বা তৎ সমীপে, এবং গোবিপ্র অগ্নি প্রত্যক্ষ স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। বাহুল্য ভয়ে ইহার বর্ণন লিখিলাম না কিন্তু এ সমস্তই সমূলক হয়।

পুরী হইতে কিয়ৎ দূর স্থানে গিয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে পুরীষ পরিবর্জ্জন করিবে।—দিবাভাগে উত্তরমুখে, রাত্রিকালে পশ্চিমাভি মুখে, সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ মুখে বসিয়া মলত্যাগ করিবে, মৌনাবলম্বনে যজ্ঞোপবীত কর্ণে সংস্থাপন করতঃ বাম হস্তে শিশ্নকে ধৃত করিবে, অনন্তর গাত্রোত্থান করতঃ মৃত্তিকা দ্বারা মলাচ্ছাদন করিয়া জলশৌচ ও মৃত্তিকা শৌচ করিবে। তাহার ক্রম, প্রথম প্রস্রাবানন্তর মৃত্তিকা শৌচ বিধি যথা পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

তুলসীমাহাত্ম্য।

পদ্মহস্তাং পদ্মমুখীং পদ্মস্থাং পদ্মলোচনাং।
লক্ষ্মীরূপামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীং॥ ৫॥

কমলারূঢ়া, কমলবদনা, কমলকরা, কমলনয়না, কমলা স্বরূপা শান্তবিগ্রহবতী তুলসীদেবীকে বন্দনা করি॥ ৫॥

সংক্রান্ত্যাঞ্চৈব পক্ষান্তে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
যঃ পঠেৎসংযতোভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬॥

রবি সংক্রমণ দিবসে, ও পৌর্ণমাসী কি অমাবস্যাতে, এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে সংযত করতঃ এই তুলসী স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥ ৬॥

বিনামন্ত্রং বিনাজপাং বিনাযজ্ঞং বিনাক্রিয়াং।
বিনাধ্যানং বিনাতীর্থং সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ॥ ৭॥

এই তুলসীদেবীর শুদ্ধ স্তবপাঠেই সকল সিদ্ধি করতলস্থা হয়, ইহাতে মন্ত্র, জপ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, ধ্যান, তীর্থপর্য্যটনের কোন অপেক্ষা করে না॥ ৭॥

ইদং গুরুকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।
মুক্তিঃ করতলে তস্য মুক্তশ্চৈব নসংশয়ঃ॥ ৮॥

ইতি তুলসীস্তোত্র সমাপ্তং।

গুরুকৃত তুলসীদেবীর এই মহাস্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করে, বা যে ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করে, তাহার মুক্তি করতলস্থিতা হয়, সেই ব্যক্তি যে মুক্তপুরুষ তাহাতে সংশয় নাই॥ ৮॥

ইতি তুলসীস্তোত্র সংপূর্ণ।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতালনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা পাতুরিয়াঘাটা মণ্ডলইষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌশের বস্ত্রং।
গোলকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৬৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩১ আশ্বিন।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

অপ্রতিহত প্রভাব পৃথু পৃথিবী পালন কালে অযশস্য পিতা বেণের অপৌরুষী কীর্ত্তি বর্ণ সাঙ্করী প্রজা দর্শনে অতি ক্ষুব্ধ মনা হইয়া, ঐ সঙ্করজাতিকে বিনাশ করিবার উদ্যম করেন,

তদ্বধে ক্ষান্ত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি অতি মহান্, সুধার্ম্মিক, সাক্ষাৎ ভগবানের কলাংশাবতার, পাপীয়ান বা পুণ্যবান্ সকল প্রজাই তোমার সমান কল্প হয়, এক পিতার সদসৎ উভয় সন্তান হইলে সৎপুত্র প্রতি দয়াধিক্য হইলেও অসৎপুত্রকে বিনাশ করিতে পারেন না, তদ্বৎ পুত্রন্যায় প্রজা প্রতিপালন করা তোমার বিহিত বিধান হয়। বিশেষতঃ পিতৃকীর্ত্তির প্রচার বাহুল্য জন্য অসৎ কীর্ত্তিকেও সদ্রূপে প্রতিষ্ঠাকরা সৎপুত্রের কার্য্য, এবং বহুবিধ জাতি সর্জ্জনে বিধাতারও সংকল্পছিল, তৎসোপান স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত বেণ এই বার্ণসঙ্করী প্রজার উৎপাদক হয়েন। অতএব তুমি ঐ সকল প্রজার পিতৃ মাতৃকুল নির্দ্ধারণ করতঃ সদসৎ শূদ্রকল্পে জাতি প্রথাকে বিস্তারিতা করহ, অর্থাৎ বিলোমজাত জন সকলকে অসৎ জাতি, অনুলোম জাত জনকে সৎজাতি রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বপিতা বেণের কীর্ত্তিরক্ষা করিতে যত্নপর হও। এতৎ ভৃগুবাক্য শ্রবণে পৃথুরাজা উৎপত্তিমান ষট্ত্রিংশৎ ব্যক্তিকে শাখা ভেদে ষট্ত্রিংশৎ জাতি করিলেন। যথা

> ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাঃ শূদ্রাবর্ণাশ্চ ভাগশঃ।
> তেষাং সঙ্করাজাস্তেন বভূবু বর্ণ সংকরাঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আশূদ্র এই চারিবর্ণ প্রধান, তাহাদিগের অনুলোম জাত বর্ণ বর্ণ সংকর হয়। যথা

> গোপ নাপিত ভালাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
> তাম্বুলি পর্ণকারৌচ করণা বণিকাদয়ঃ॥

গোপ, নাপিত, ভাল, মোদক, কুবর, তাম্বুলি, বারুই করণ, বণিকাদি, ইহারা সৎশূদ্র, নব শাখাভেদ জাতি অর্থাৎ, নবশাখ বলিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন।

মালাকার কর্ম্মকার, শঙ্খকার কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকার এতে ষট্ শিল্পিনো বরাঃ।
সূত্রধার শ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকারশ্চ শৌনক।
গৌণ কল্পশ্চ বিজ্ঞেয়ো নবশাখঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

মালাকার, কর্ম্মকার, শংখকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কংসকার এই ছয় শিল্পী প্রধান, সূত্রধার, চিত্রকর, স্বর্ণকার এই গৌণকল্পে নবশাখাজাতি শাস্ত্রে কহিয়াছেন। সূত্রধার, স্বর্ণকার, চিত্রকর এই তিন জাতি ব্রহ্মশাপে পতিত হয়, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে পৃথু অন্ত্যজ মধ্যে গণ্য করেন। এবং এই সকল জাতি হইতে অনেক জাতি আরও উৎপন্ন হয়, ও তাহা হইতেও কত কত ইতর জাতি জন্মে, সেসকল ছত্রিশ জাতি হইতে অন্তর, কিন্তু প্রধান কল্প ছত্রিশ জাতি মধ্যে বিংশতি জাতি সৎশূদ্র, তাহাদিগের পুরোহিত শ্রোত্রিয়অর্থাৎ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, তদ্ভিন্ন জাতিরা বেদ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইল না, যে কোন শ্রোত্রিয় অর্থাৎ লোভে বা প্রেম সৌহার্দ্দে তাহাদিগকে যজাইলেন, তাঁহারাও বেদ বর্জ্জিত রূপে তজ্জাতীয় ব্রাহ্মণ সংজ্ঞায় গণ্য হইলেন। পৃথু কর্ত্তৃক এই মর্য্যাদা তৎকালে সংস্থাপিতা হইল। এক্ষণে যেরূপে যেজাতি জন্মিয়াছিল তাহা সংক্ষেপত মন্বাদি শাস্ত্রসিদ্ধ বচনার্থে ভাষা প্রবন্ধে লিখিতেছি, প্রত্যেক শ্লোক লিখিতে হইলে এপত্রিকায় স্থান হয় না।

শূদ্রস্ত্রীতে বৈশ্যের ঔরসে উৎপন্ন পুত্রের করণ সংজ্ঞা। এবং তিলি, ও তাম্বূলি উৎপন্ন হয়। বৈশ্য স্ত্রী ব্রাহ্মণের ঔরস তাহাতে অম্বষ্ঠ, এবং গন্ধবণিক, কংকার ও শংখকার, শূদ্রস্ত্রী ক্ষত্রিয় ঔরস তাহাতে টকরি, নাপিত, এবং মোদক হয়। শূদ্র ক্ষত্রিয় স্ত্রী তাহাতে কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, এবং দস্ত। ক্ষত্রিয়স্ত্রীতে বৈশ্যবীর্য্যে উৎপন্ন মাগধ, আয়গব, কুপ। ব্রাহ্মণের ঔরস শূদ্রা গর্ব্ভজাত বর্ণ বারুই। ব্রাহ্মণ স্ত্রীতে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উৎপন্ন, স্বত, ভট্ট, গণক্ এবং মালা-কার॥ ১॥

করণ ও বৈশ্যাতে উৎপন্ন, সূত্রধর, এবং রজক। অম্বষ্ঠ বৈশ্যাতে স্বর্ণকার, কুপ ও বৈশ্যাতে তৈলকার, কুপ ও শূদ্রাতে ধীবর, মালায়, ও শুণ্ডক। মালাকার ও শূদ্রাতে, নট ও সবক। মাগধ ও শূদ্রাতে শীকর, শীযকর, ও জা-লিক॥ ২॥

স্বর্ণকার অবম্বষ্ঠীতে মলকরণী, ও হট্টীপ, এবং ডোম। বণিক বৈশ্যাতে কুরবে। শূদ্র ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল। আভীর কুপস্ত্রীতে বরুড়। আভীর বৈশ্যাতে চর্ম্মকার, অর্থাৎ মুচি, ও বায়তি। রজক বৈশ্যাতে পাটনি। কলু বৈশ্যাতে দুলে ও বাগুদী, ধীবর শূদ্রাতে মাল॥ ৩॥

দুলে বৈশ্যাতে গঙ্গ, শূদ্রাতে মুর্দ্দাকরাস। মুর্দ্দাকরাস গঙ্গ-স্ত্রীতে পুলন্দ, পুরুশ, খস, যবন এবং ম্লেচ্ছ। এতদ্ভিন্ন অনে-কানেক জাতি পরে প্রকান্তরে হয়। এই যে যবন মেচ্ছ সকল

পৃথু এই সকল জাতিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাজ্যে অধিবাস করাইলেন। পৃথুরাজা অতি বুদ্ধিমান্ পরাক্রমী, সদ্বিবেচক, ধার্ম্মিক, সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ এহেতু রাজ্য শাসন কালে দেশে অবিচার হইতে দেন নাই। সকল প্রজার জীবিকা সংক্রান্ত কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রজারা সংপূর্ণ আয় দ্বারা কোষ বৃদ্ধি করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপনা করিয়াছিল। কদাচিৎ পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দরূপ প্রভুত শস্য নাহওয়াতে দেশের ভাবি অমঙ্গল সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া দ্বিজগণকে আহ্বান করতঃ যজ্ঞাদি দ্বারা দেশকে সুপবিত্র করেন। এবং সংকর জাতি সকলকে জীবিকা সংক্রান্ত যে যে কর্ম্মে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া জানাইতেছি।

করণ জাতিকায়স্থ তাহাকে রাজসভায় লেখক পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং বৈদ্য জাতিকে চিকিৎসা কর্ম্মে, গন্ধ বণিককে ঔষধাদি নানা গন্ধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে, কাংসারিকে কাংস্যপিতলাদিপাত্র নির্ম্মাণ কর্ম্মে, শাঁখারিকে শংখ ও শংখালঙ্করণাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে, টৌকরিকে যুদ্ধকার্য্য বিষয়ে, নাপিতকে ক্ষুরীকর্ম্মে, মোদককে লড্ডুকাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে, কুম্ভকারকে মৃণ্ময় দ্রব্য নির্ম্মাণ কার্য্যে, মাগধকে যুদ্ধজয়াখ্যানে অর্থাৎ যুদ্ধজয়াদি সংবাদ প্রদানার্থে এবং রাজকীয় এবং দেশীয় সংবাদ সকল প্রচার করণার্থে, কূপকে অঙ্কবিদ্যা অর্থাৎ কিতাবৎ ব্যবসায় করিতে, বারুইকে তাম্বূল কৃষিকরিতে, সূতকে অশ্ব প্রতিপালন এবং

গ্র্যদ্যান, ও মালমূলন, করত: তদ্ব্যবসায় কর্ম্মে, তিলিকে গুবা-কাদি গৃহস্থ কার্য্যোপযুক্ত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দোকান করিতে, তাম্বূলিকে কেবল তাম্বুল বিক্রয়ার্থে, সূত্রধারকে কাষ্ঠতক্ষণাদি দ্বারা তত্তৎদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে, রজককে বস্ত্রাদি ধৌত ও সূচী কর্ম্ম করিতে, কোন কোন বণিককে, স্বর্ণ পরীক্ষণ কর্ম্মে, এবং মুদ্রাদি ক্রয় বিক্রয় কর্ম্ম করণে, স্বর্ণকারকে স্বর্ণাদি অলঙ্করণ প্রস্তুত করণার্থে, তৈলকারকে তৈল যন্ত্রে তিলাদি নিষ্পীড়ন দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে, ধীবরকে নৌকা বাহন কর্ম্মে, জালিককে মৎস্যাদি ধরিয়া বিক্রয় করিতে, নটকে নর্ত্তন কর্ম্ম এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া করণার্থে, চণ্ডালকে কুকুরাদি প্রতিপালন কর্ম্মে, ডোমকে বংশকার্য্য এবং গর্দ্দভাদি প্রতিপালনার্থে, গণককে গ্রহগণন বিষয় পঞ্জিকাপাঠ করণ কার্য্যে, হড্ডীপকে মল মার্জ্জনাদি কর্ম্মে, মুর্দ্দাফরাসকে শবদেহাদিকে নদীজলে নিঃক্ষেপাদি পূর্ব্বক মৃতের বস্ত্রাদি ও তদ্বেতন দ্বারা জীবন ধারণ করিতে, এবং বিচারালয়ে নিযুক্ত রাজদণ্ডী ব্যক্তির মস্তকাদি ছেদন কার্য্যে। চর্ম্মকারকে চর্ম্মময় পাদুকাদি নির্ম্মাণ কর্ম্মে, বায়তিকে গৃহস্থালয়ে শুভকর্ম্মারম্ভে, এবং সৈন্য মধ্যে [illegible] যুদ্ধোপযোগি ঢক্কাদি যন্ত্র বাজাইতে, পুক্কশকে রাজসম্বন্ধি উদ্যানস্থ ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি বন্য জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণাদি কর্ম্মে, গোপকে গোপালনাদি, ও দধি দুগ্ধাদি বিক্রয়ার্থে সদ্গোপকে কৃষিকার্য্যাদি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন,। ইত্যাদি বিশেষ২ জাতিকে বিশেষ২ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নি-

শ্চিস্ত হইলেন, তাহা সম্যক্ বর্ণন দ্বারা বিখ্যাত করিতে পারিলাম না। যবন ম্লেচ্ছাদিরা পিশাচ ধর্ম্মী, পিশাচবৎ স্বেচ্ছাচারী, অভোজ্য ভোজী দুষ্টান্তঃ করণ, শঠ, সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতা, তদ্দৃষ্টে তাহাদিগকে পিশাচাখ্যাদিয়া লোকালয় হইতে বনপ্রস্থে প্রেরণ করিলেন, এবং যাহাতে তাহারা ধর্ম্মক্ষেত্রে আর আসিতে নাপারে? এজন্যে স্থানে স্থানে প্রতিহার স্থাপনা করিলেন,।

অনন্তর ঐ সকল বর্ণ সঙ্করের মধ্যে যাহারা সৎহইল, তাহাদিগকে শূদ্রবৎ ধর্ম্ম কার্য্য করিতে আদেশ করতঃ ব্রাহ্মণাদির প্রতি তাহাদিগের পৌরহিত্য করিতে আজ্ঞাদেন। এই মাত্র জাতি বিচারের ব্যবস্থা, কিন্তু কল্পভেদে বর্ণনা বিভিন্নতা আছে, ফলের বিভিন্নতা নাই, ইহাই কল্পের প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জাতিভেদ হয়, তাহা ক্রমশঃ সকল মন্বন্তরে চলিয়া আসিতেছে, এক এক মন্বন্তর একাত্তর দিব্যযুগ, অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এমন চারিযুগ একাত্তর বার অবসান হইলে এক মন্বন্তর হয়, এতৎ পরিমাণে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, রৈবত, তামস, উত্তম, রৌচ্য, এইছয় মন্বন্তর অবসান হইয়া বর্ত্তমান সপ্তম বৈবস্বতমন্বন্তরের ও ২৭ সপ্তবিংশতি দিব্য যুগ গত হইয়াছে, বর্ত্তমান ২৮অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগের সত্য ত্রেতা দ্বাপর অবসান হইয়া কলির ও কয়েক সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, এই সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত মনু, ইনি সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা গর্ব্ভ সম্ভূত ইহাঁর নাম শ্রাদ্ধদেব, ত্রবিড়

পুত্র পৌত্রাদির বংশ পরম্পরা প্রথম দিব্যযুগাবধি ২৭ দিব্য যুগপর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া স্বর্গলোক গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান এই দিব্য যুগের সত্যের সন্ধিপাদে এই বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে, তাঁহারা দ্রবিড় দেশ পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মর্ষি দেশের মধ্যে সরযূতীরে অযোধ্যানামে নগর নির্ম্মাণ করতঃ রাজধানী কল্পনা করেন, তদ্বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণন করিয়া কহিব, বিগত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত রাজা প্রথম মন্বন্তরে যেরূপ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা করেন, তাহাই বিস্তার করিয়া কহিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মনুরপুত্র প্রিয়ব্রত, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার বর্হিষ্মতী নামে কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই ভার্য্যাতে তাঁহার আত্মসম দশপুত্র, একাকন্যা হয়, তাহাদিগের নাম। যথা। আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র, কবি, আর ইহারদিগের কনিষ্ঠা ঊর্জ্জস্বতী নামে একা কন্যা হয়। অগ্নির নামে ইহারদিগের নাম করণ করেন, তন্মধ্যে কবি, মহাবীর, সবন এই তিন জন পরিব্রাজক হন, ইহাঁরা সহজ ঊর্দ্ধরেতা দার কর্ম্মাদি করণে বিরত, প্রিয়ব্রতের অন্যা ভার্য্যাতে উত্তম, তামস, রৈবত নামে আরো তিন পুত্র জন্মে, তাঁহারা তপোধর্ম্মে লগ্ন থাকিয়া কালান্তরে মন্বন্তরাধিপতি হন।—প্রথম জাত সপ্ত পুত্রকে এই পৃথিবী বিভাগ করিয়া দেন, তাহাতে সপ্তদ্বীপ হয়, জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর,

ছিলেন, যথা ক্ষীরোদ, ইক্ষুরসোদ, সুরোদ, ঘৃতোদ, ক্ষী-রোদ, দধিমণ্ডোদ, শুদ্ধ জলোদ ইতি সপ্ত। ইহাদিগের পরিমাণ ক্রমশঃ দ্বিগুণ। আগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ ইধ্মজিহ্বকে প্লক্ষদ্বীপ, যজ্ঞ বাহুকে শাল্মলিদ্বীপ, হিরণ্যরেতাকে কুশদ্বীপ, ঘৃত পৃষ্ঠকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, মেধাতিথিকে শাকদ্বীপ, বীতিহো-ত্রকে পুষ্করদ্বীপ প্রদান করেন। ইহাঁরা সাধ্যগণের মানসী সপ্ত কন্যা বিবাহ করেন। প্রিয়ব্রত রাজা ঊর্জ্জস্বতী নাম্নী কন্যা " শুক্রাচার্য্যকে প্রদান করেন, যাহার কন্যা দেবযানী। আমাদিগের অগম্য অন্য ছয়দ্বীপ, তৎপ্রস্তাব লিখিবার প্রয়োজনাভাব, শুদ্ধ জম্বুদ্বীপ ও তৎপতি আগ্নীধ্রের বংশ বিস্তার লিখিতেছি, রাজা প্রিয়ব্রত সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া একাশীতি সহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ নির্ব্বেদ প্রাপ্তে পুত্রে ভার্য্যা ও রাজ্য সমর্পণ করিয়া বনে গিয়া ভগবদারাধনা করিতে লাগিলেন।

পিতৃআজ্ঞা মস্তকোপরি ধারণ করতঃ আগ্নীধ্র পিতৃদত্ত জম্বুদ্বীপবাসী প্রজানিকায়কে ঔরস পুত্রন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ বন ভ্রমণে গত রাজা আগ্নীধ্র হিমালয় পর্ব্বত দ্রোণীতে ক্রীড়মানা " পূর্ব্বচিত্তি ,, নামে বরাপ্স-রাকে দেখিয়া মকরধ্বজ শরভিন্ন হৃদয় হইয়া অনেক বিনয় বচনসহকারে তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া স্ববশে আনয়ন করতঃ গান্ধর্ব্ব বিধি দ্বারা তাহার পাণিগ্রহণ করেন, এবং কামপরিমোহিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তৎসমভিব্যাহারে বিহারাসক্ত হইয়া থাকিলেন। তদন্তে তাঁহার নয় পুত্র হয়,

ঐ নয়পুত্র মাতৃ প্রসাদে বজ্র শরীর বিশিষ্ট, কোটিমত্ত সিংহ-সম বলোপম হয়, তাহাদিগের নাম। যথা নাভি, কিংপুরুষ হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ইতি। ইহারদিগকে রাজা আগ্নীধ্র এই জম্বুদ্বীপকে নবখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেন, পরে দ্বিনবতি বর্ষ রাজ্য সম্পদ ভোগ করতঃ ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া পুত্রে ভার্য্যাকে সমর্পণ করিয়া ভগবদারাধনা করিতে বন প্রবেশ করেন। এগ্রন্থে আগ্নীধ্রের অষ্ট পুত্রের বংশ বিস্তারে প্রয়োজনাভাবপ্রযুক্ত নাভি রাজার বংশ বিস্তার করিতেছি, প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য খণ্ডেরও কথার উল্লিখিত হইবে, নয় খণ্ডের নাম, যথা নাভিবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, এই নয় খণ্ড। আগামী পত্রে নাভি রাজার উপাখ্যান কথিত হইবে।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

সুন্দরী কল্প।

পরম হংসোক্তি। অরেবৎস! ষোড়শী বিদ্যাই সুন্দরী ইহাঁর নানারূপভেদ, যিনি বালা ত্রিপুরা, তিনি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি। দেবী ত্রিপুরা পঞ্চ প্রেতাসনা, যথা “ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ মহেশ্বরঃ। এতে পঞ্চমহাপ্রেতা দেব্যাঃ পর্য্যঙ্ক বাহিনঃ ” ইতি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, মহেশ্বর এই

পঞ্চ প্রেতরূপে দেবীর সিংহাসন বহন করেন। এই বচন মূলক রাজরাজেশ্বরীর ধ্যান করিয়া থাকে, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, পর্য্যঙ্ক বাহক, তদ্ভিন্ন শিবরূপের উপরিভাগে দেবী মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া পূজা করে, তদ্দৃষ্টে বৈষ্ণবেরা ক্ষুব্ধ হয়, শাক্তেরা বৈষ্ণবদিগকে স্পর্দ্ধা করে, এতদ্ভিন্ন নাস্তিক মতাবলম্বিগণে পরিহাসও করিয়া থাকে। ফলিতার্থ এইসকল তান্ত্রিক ও পৌরাণিক তত্ত্বের স্বরূপার্থ ও স্বরূপ মর্ম্ম গ্রহণা ভাবে অনিপুণ ব্যক্তিরা নানা প্রকার বিতর্ক করে, ইহার প্রকৃত যেভাব তাহাগ্রহণ হইলে আর কোন উৎপাত থাকেনা

সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা প্রকৃতি, যিনি পরা বিদ্যা, তিনি প্রণবাকারে পরিণতা, ইহা জানাইবার কারণ ভগবন ভূতভাবন শঙ্কর জীবের সন্নিধানার্থে রূপকব্যাজে কহিয়াছেন, (ভূর্ভুবস্বঃ) এই তিন লোককে তিনপুর বলে, এতৎ পুরত্রয় ব্যাপ্তময়ী যিনি, তাঁহার নাম ত্রিপুরা জ্ঞানশক্তি, বিশ্বব্যাপ্ত জ্ঞানকে প্রণবাকারে ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ বিরাট রূপের মহিমা বর্ণন চ্ছলে ত্রিপুরা মূর্ত্তির উপাসনার বিধি উক্ত হইয়াছে, যাহারা তৎ স্বরূপের উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইবে, তাহারা ত্রিপুরা মূর্ত্তির আরাধনাতেই প্রণবাবলম্বন জনিত ফল ভাগী হইবেন, এই মাত্র সুউপায় করিয়া দিয়াছেন।

এতদ্বিষয় শুদ্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষকজনেরা অন্বেষণা দ্বারা নিশ্চয় করেন, জীবের আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত প্রণব, তৎক্ষমতাকে ত্রিপুরা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন। এই প্রেত শব্দ ভূত বাচক হয়, ভূত পদে জীব, ষট্চক্র ব্যাখ্যায়

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রাধিষ্ঠান জন্য, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপুর এই ষটচক্র, চন্দ্র ও পঞ্চভূত। যথা। “মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে। মণিপুরে তথা তেজো হৃদি মারুত মেবচ। বিশুদ্ধাখ্যে তথাকাশং আজ্ঞাখ্যে চন্দ্র এবচ। ইতি,, মূলে (লং) বীজ, লিঙ্গে (বং) বীজ, নাভিতে (রং) বীজ, হৃদয়ে (যং) বীজ, কণ্ঠদেশে (হং) বীজ। ভ্রূমধ্যে (ঠং) বীজ। এই সংস্কেতানুসারে প্রণব মাহাত্ম্য উপবর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ উপর্য্যুপরি বীজাধারের সংস্থা ভেদে প্রণবের স্বরূপার্থ সম্পাদন করিয়াছেন। নাদ বিন্দুক্রমে, তাহাতে নাদশক্তি প্রণব রূপা। বিন্দু শিবরূপ “বিন্দুরূপঃ শিব সাক্ষাৎ নাদশক্তি সমন্বিত ইতি,, একারণ শিবোপরি প্রকৃতিকে ত্রিপুরাসুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা করেন। এই তত্ত্ব তন্ত্রে তারা পতি উক্ত করিয়া রাজরাজেশ্বরীর পূজা পদ্ধতি নির্দ্দেশ করেন। ফলে যিনি ত্রিপুরা, তিনিই প্রণব, ইহার অন্যথা নাই। যথা “যথা কালী তথা তারা তথৈব ত্রিপুরেশ্বরীতি,, যে কালী সেই তারা সেই ত্রিপুরেশ্বরী, এঅর্থে কালী তারার মাহাত্ম্য বর্ণন মত ত্রিপুরা মাহাত্ম্য বর্ণন হয়, বস্তুতঃ ব্রহ্মোপকরণ বিনির্ম্মিত এই সকল দেবীরূপ প্রকৃত চিদঘনাকার সামান্য রূপের পরিগ্রহ করা যায় না।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

সদাচার লক্ষণং।

প্রস্রাবানন্তর ও মৈথুনান্তর, আর মল বিসর্জ্জনান্তর যেরূপ মৃত্তিকা শৌচ করিবে এবং যতবার যে যে স্থানে মৃত্তিকা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, তাহা বিস্তার করিয়া লিখিতেছি। যথা

একাং লিঙ্গে মৃদং দদ্যাৎ বামহস্তেতু মৃদ্দ্বয়ং।
উভয়োর্হস্তয়ো দ্বে‘তু মূত্রশৌচং প্রকীর্ত্তিতং॥

প্রস্রাবানন্তর লিঙ্গে একবার মৃত্তিকা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, বামহস্তে দুইবার, উভয় হস্তে দুইবার মৃত্তিকা দিবে, ইহার নাম মূত্রশৌচ শাস্ত্রে কহেন।

অথ মৈথুনাশৌচ।

লিঙ্গে দুইবার, বামহস্তে চারিবার, উভয় হস্তে চারিবার মৃত্তিকাদিয়া ঘর্ষণ করিয়া জলদ্বারা হস্ত পাদ লিঙ্গাদি অবয়ব সকল ধৌত করিবে।

মলত্যাগানন্তর মৃত্তিকাশৌচ।

একাং লিঙ্গে গুদেতিস্র স্তথা বাম করে দশ।
উভয়োর্হস্তয়োঃ সপ্ত তিস্র স্তিস্রঃ পদে পদে॥

একবার লিঙ্গে, বারত্রয় গুহ্যে, বামকরে দশবার, উভয় হস্তে সপ্তবার, প্রতিপদে তিন তিন বার মৃত্তিকা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। অনন্তর শুদ্ধজলে হস্তপাদাদি স্বচ্ছন্দ রূপে ধৌত করিয়া পবিত্র হইবে।

কিন্তু যে স্থানের মৃত্তিকা লইতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া লিখিতেছি, তদ্দৃষ্টে শৌচ বিধি করিতে হইবে।

বালুকা, ইন্দুর দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকা, অন্যের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা, গৃহলেপ মৃত্তিকা, জলস্থ মৃত্তিকা, কুশ মূলোত্থিত মৃত্তিকা, দূর্ব্বা, অশ্বত্থ মূলোত্থিত মৃত্তিকা, এবং চতুষ্পথ, গোচারণস্থান, শস্য ক্ষেত্র, পুষ্পোদ্যান, ইত্যাদি স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া মৃত্তিকা শৌচ করিবে না, যদি করে তবে আচার ভ্রষ্ট হয়, তাহার দৈব পৈত্রাদি কোন কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয়না। মৃত্তিকা শৌচ বিধি গৃহীদিগের এইমত, কিন্তু বিধবা স্ত্রী, ও বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর, পক্ষে ইহার দ্বিগুণ, এতদ্ভিন্ন দণ্ডীর পক্ষে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির শৌচাচার হইতে দ্বিগুণ। স্ত্রী, শূদ্র, বালক, ও রোগীর পক্ষে নিয়ম নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গন্ধক্ষয় না হইবে, ততক্ষণ ঘর্ষণ করিবে। কোন আপদ গ্রস্থ, বা পান্থব্যক্তির স্ত্রী শূদ্রাদিবৎ জানিবে।

অথ দন্তধাবন কাষ্ঠভেদ।

অপামার্গ, আম্র, আম্রাতক, করবীর, খদির, শিরীশ, জাতি, পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জ্জুন, ক্ষীর, জম্বু, বকুল, ওড্র, পলাশ, বদরী, পারিভদ্র, ইত্যাদি প্রশস্ত, এতদ্ভিন্ন নিষিদ্ধ, আর " সর্ব্বং কণ্টকিনং বিনা ইতি ,, ইহা ব্যতীত কোন কণ্টক বৃক্ষ শাখায় দন্তধাবন করিবে না, শ্রাদ্ধাদি কোন পৈত্র কর্ম্মে, এবং কাম্য কর্ম্মে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন নিষিদ্ধ, প্রবাসী পান্থ, রোগী, ও আবশ্যকীয় বিষয় ব্যস্তজন্য দন্তকাষ্ঠ ত্যাগ করিবে। শুদ্ধ মৃত্তিকা বা করীষভস্ম, অথবা হরিতক্যাদি চূর্ণ দ্বারা দন্তধাবন করিবেক, জিহ্বা মার্জ্জন স্বর্ণ রৌপ্য শলাকা বা পিত্তল কংসাদির শলাকা দ্বারা করিবে, লৌহ

তাম্রাদিতে করিবে না। এতদভাবে সুপারিচ্ছিল বংশজাত শলাকা দ্বারা জিহ্বা শোধন করিবে।

আদৌ ষোড়শ গণ্ডুষৈ মুখ শুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ।
পশ্চাৎ দ্বাদশ গণ্ডুষৈঃ শেষে দশ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

প্রথম ষোড়শ গণ্ডূষদ্বারা জলে কুলকুচা করিবে, পরে দ্বাদশ গণ্ডূষ, পরিণামে দশগণ্ডূষ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবেক।

মুখ প্রক্ষালনানন্তরঃ সোত্তরীয় বস্ত্র পরিধান পুর্ব্বক পাণি পাদ প্রক্ষালন করতঃ বিষ্ণু, গণেশ ও ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া দেব ব্রাহ্মণ গো গুরু দর্শন করিবেক। অনন্তর কুশা-সনোপবিষ্ট, অথবা কম্বলাদি কোন বিশিষ্টাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবেক। সন্ধ্যা ও বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দ্বিবিধ হয়, আদৌ বৈদিকী, পরে তান্ত্রিকী, কিন্তু শূদ্রাদির পক্ষে কেবল তান্ত্রিকী সন্ধ্যামাত্র উপাসনীয়া। বৈদিকী সন্ধ্যা ত্যাগে ব্রাহ্মণাদিরা শূদ্রবৎ হয়, তাহাদিগের কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। পাদ প্রক্ষালন উর্দ্ধজংঘা করিয়া করিবে না, যদি করে তবে বিনা গঙ্গা দর্শনে পবিত্র হইতে পারে না. অনন্তর সাংসারিক যে যে কর্ম্ম, সেসকল কর্ম্মে আরব্ধ হইবে, " মধ্যাহ্ন কাল সংপ্রাপ্তে পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ। ,, মাধ্যাহ্নিকীং তথা কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাং তর্পণ মেবচ। ,, মধ্যাহ্ন সময়েপুনঃ স্নান করতঃ সন্ধ্যা তর্পণাদি করিয়া, ইষ্টদেবতার পূজাদি করিবেক। যদি কর্ম্ম বশতঃ প্রাতঃ স্নান সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে না পারে তবে গায়ত্রীজপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মধ্যাহ্ন কালেই উত্তম

কালিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেও তাহাতে প্রত্যবায়ী হইবে না। যদি মধ্যাহ্ন কালে আবশ্যকীয় কর্ম্মের অনুরোধ থাকে, তবে সাবকাশানুসারে সাবিত্রী জপ করতঃ প্রাতঃ কালেই অপকর্ষ শ্রাদ্ধবৎ মধ্যাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে? তাহাতেও সে ব্যক্তি কর্ম্ম লোপী হইবে না, এতদুভয় কালে যদি কার্য্য করিতে না পারে তবে মধ্যাহ্নে আহার না করিয়া সায়ং কালেই ত্রৈকালিকী ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আহারাদি করিবেক। তথাপি সে পাতকী হইবেক না। যদি কেহ অলসতা বা কার্য্য ব্যগ্রতা, বা অজ্ঞতা, কি আতুরতাদি প্রযুক্ত সন্ধ্যোপাসনায় অক্ষম হয়, তবে তিনকালে শত শত গায়ত্রী জপ করিবেক, অধিক জপে অশক্ত হইলে দশদশ বার গায়ত্রী জপ করিলেও হইবে, তদশক্তে নিকৃষ্ট পক্ষে এক এক বার ও ও যথা সময়ে জপ করিবে কদাচ অজপী হইবে না, অজপী হইয়া দিনক্ষেপ করিলে সর্ব্ব পাপাশ্রয় হয়, আর তাহার কোন কালেই পরিত্রাণ নাই। যদি কোন কার্য্যানুরোধে শৌচাচমনাদি করিতে না পারে, তথাপি গায়ত্রী আদি মন্ত্র জপ করিবে, অশুচি বলিয়া তজ্জপ পরিত্যাগ করিবে না। যথা

অশুচির্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মমন্ত্র স্মরণে দোষ ইতি বেদবিদো জগুঃ॥

অশুচি, বা শুচি হউক, গমন করুক্ বা শয়িত থাকুক্, কিম্বা দণ্ডায় মান থাকুক্ কিন্তু গায়ত্র্যাদি মন্ত্র জপে দোষ নাই, ইহা বেদবিৎ গণেরা কহিয়া থাকেন।

কিন্তু কোন ক্রমেই গায়ত্রী জপত্যাগ করিবে না, মনু কহিয়াছেন, " গায়ত্রী মাত্র সারোপি ইত্যাদি „ যদি কোন কর্ম্ম করিতে নাপারে তথাপি ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মাত্র জপেই সর্ব্ব কর্ম্মার্হ হয়। এত সুলভ সত্ত্বেও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগী হয়, তাহারা পামর, পাষণ্ড, আত্মঘাতী, গৃধ্র, কুকুর, এবং ম্লেচ্ছ যবনাদির মধ্যে গণ্য জানিবে। কালানুসারে মনুষ্যদিগের ধর্ম্মে অলসতা জন্যমহর্ষিগণেরা সংক্ষেপ রূপে উপায় করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ সত্যত্রেতা দ্বাপরাদিতে যে আচার তাহা কলিতে সম্পন্ন হইতে পারেনা, এবিধায় কলির ধর্ম্মানুষ্ঠান সংক্ষেপ হয়, কিন্তু সম্যক্ অঙ্গ হয়না বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবেনা, ইহাই বেদেরমত, ইহা জানিয়াও স্বধর্ম্ম ত্যাগের প্রবৃত্তি করায় নরক হয়, বিশেষ রূপ না হউক্ সামান্যানুষ্ঠানেও স্বধর্ম্ম রক্ষা হয়, যেব্যক্তি সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে পারে সে অবশ্যই করিবে, যাহারা তাহা না পারিবে, তাহারা সংক্ষেপেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক,। অপর আহ্নিকানন্তর যৎযৎকর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

অথ তুলসী মাহাত্ম্য।

মালাধারণ বিধি।

ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্ তুলসীদলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈস্তুলসী কাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ।।

ইতি ভগবদ্ভক্তি বিলাসং।

তুলসী পত্র নির্ম্মিতা মালা, অথবা পদ্মাক্ষমালা, কিম্বা তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মিতা বা আমলকী ফল নির্ম্মিতা মালা কণ্ঠে ধারণ করিবে।

ধারয়েত্তুলসী কাষ্ঠ ভূষণানিচ বৈষ্ণবঃ।
মস্তকে কর্ণয়োর্ব্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচিঃ॥

বৈষ্ণব গৃহী অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মিত ভূষণাদি মস্তকে, বা কর্ণদ্বয়ে, কি হস্তদ্বয়ে, ও বাহু মূলে যথা রুচি ধারণ করিবে।

সংনিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবাং।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে সবৈভাগবতোত্তমঃ॥ ইতি॥

স্কন্দপুরাণং॥

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতা মালা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতঃ পশ্চাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং ধারণ করে, সেই ব্যক্তিই ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণে অনর্পিত মালা ধারণ নিষেধ।

হরয়ে নার্পয়েদ্যস্তু তুলসীকাষ্ঠ সম্ভবাং।
মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ সযাতি নরকং ধ্রুবং।

স্কান্দে।

শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ না করিয়া তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিতা মালা যে মূঢ় স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ করে, সেই পাপাত্মা সে মালা ধারণ করিয়াও নিশ্চিত নরকে গমন করে।

অথ মালা শোধন।

ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাং।
গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বাভি মন্ত্রিতো ধূপয়েচ্চতাং॥

বিধিবৎ পরয়াভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ।।

পঞ্চগব্য দ্বারা ক্ষালন করতঃ মূলমন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ ক্লীং বীজদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে, এবং মালার উপর অষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপ দ্বারা পুনরভিমন্ত্রিত করিবে, অনন্তর তন্নিকটে ধূপ প্রজ্বালিত করিবে এবং বিধি পূর্ব্বক পরম ভক্তি দ্বারা সদ্যোজাত মন্ত্রে পূজা করিবে। সদ্যোজাত, পদে শিবমূর্ত্তি বিশেষের মন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ হৌঁবীজে পূজা করিবে!

মালা ধারণ মন্ত্র।

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতে মালে কৃষ্ণজন প্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরুমাং কৃষ্ণবল্লভং।

হে তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূত মালে! হে কৃষ্ণভক্ত প্রিয়ে! আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, তুমি আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত করহ।

যস্মাত্বং বল্লভা বিষ্ণো নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়া।
তথামাং কুরুদেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ং।।

হে তুলসী মালে! হে দেবেশি! যেমন তুমি শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা, এবং নিত্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রিয়তমা, সেইরূপ আমা-কেও নিত্য বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তের প্রিয়তম করহ।

মালাশব্দ ব্যুৎপত্তি।

মালে মাধাতুরুদ্দিষ্টো লাদানে হরি বল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্য স্তেন মালা নিগদ্যতে।।

হে মালে!—মা শব্দে উদ্দিষ্ট ফল মুক্তি, হে হরিবল্লভে! লা শব্দে দান, ইত্যর্থে সমস্ত ভক্তগণকে উদ্দিশ্য মুক্তিফল প্রদান

কর, এজন্য সকলে তোমাকে মালা শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকে।

এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবন্মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাং।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যোবৈ সগচ্ছেৎপরমং পদং॥

এই প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণগলে অর্পণ করতঃ যে বৈষ্ণব তুলসী কাষ্ঠ সংভবা মালা স্বকণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি দেহাবসানে তদ্বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন্।

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥ ইতি
গরুড় পুরাণং।

যে সকল হেতুবাদ কুশল পাপবুদ্ধি লোকেরা তুলস্যাদি বিহিতা মালা কণ্ঠে নিত্য ধারণ না করে। বিহিতা মালাপদে ধাত্রী বিল্বাক্ষ তুলস্যাদি মালা কণ্ঠে ধারণ না করে, তাহারা নিরন্তর নরক হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারেনা এবং নিরন্তর হরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়।

ন ত্যক্ত্বা তুলসী মালাং যুক্তোযশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিং।
যদ্যৎ করোতি তৎসর্ব্বমনন্ত ফলদং ভবেৎ। ইতি।
স্কান্দে।

যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতা মালা ত্যাগ না করিয়া, মালা-যুক্ত হইয়া হরির অর্চ্চনা করে, এবং তদ্ভিন্ন যে যে পুণ্যাদি কর্ম্ম করে, তাহার তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হয়, অর্থাৎ অনন্ত যে আত্মা তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত হয়।

যৈঃকণ্ঠ সক্ত তুলসী নলিনাক্ষ মালা যে বাহু
মূলপরিচিহ্নিতশংখচক্রাঃ। যে বা ললাট ফলকে

সরলোর্দ্ধপুণ্ড্রা স্তে বৈষ্ণবা ভুবন মাশুপরিত্রয়ন্তি। ইতি

নারদীয়ং।

যে সকল ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ মালা এবং পদ্মবীজাদি নির্ম্মিতা মালা কণ্ঠে ধারণ করেন, যে সকল ব্যক্তির বাহুমূল শংখ চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত হয়, যাহাদিগের ললাট দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক শোভা পায়, সেই সকল পবিত্র চিহ্নধারি বৈষ্ণবগণেরা পাদস্পর্শন দ্বারা স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি লোকত্রয়কে আশু পবিত্র করেন।

ভুজযুগমপি চিহ্নৈ রঙ্কিতো যস্য বিষ্ণোঃ পরম

পুরুষনাম্নাং কীর্ত্তনং যস্যবাচি। ঋজুতম মপিপুণ্ড্রং

মস্তকে যস্য কণ্ঠে সরসিজ মণিমালাং যস্যতস্যাস্মি দাসঃ॥

যে কৃষ্ণভক্তের ভূজ যুগল বিষ্ণু চিহ্নে চিহ্নিত হয়, অর্থাৎ শংখ চক্র গদা পদ্মাদিতে চিহ্নিত কি তপ্তনামাঙ্কিতই বা হউক, আর যে ব্যক্তি নিয়তবাক্যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন করেন, এবং সরলতম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকে যার মস্তক পরিশোভিত হয়, অপর সরসিজ বীজাদি মালা মণ্ডিত যাহার কণ্ঠদেশ, আমি সেই কৃষ্ণভক্তের দাস, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তের দাস্যাভিলাস করি।

তুলসী কাষ্ঠ মালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতেতু যঃ।

অপ্যশৌচোপ্যনাচারো মানবাঃ শুচিরেবসঃ॥ ইতি।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরং।

তুলসীকাষ্ঠ সম্ভূতা মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে বহন করে, সেই মানব অশুচি বা অনাচার হইলেও পরম শুচি হয়।

ধাত্রীফল কৃতামালা তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্যদেহেতু সবৈভাগবতোত্তমঃ॥ ইতি।
স্কান্ধে।

ধাত্রী ফল অর্থাৎ আমলকী ফল নির্ম্মিতা, বা তুলসীকাষ্ঠ সম্ভূতা মালা যাহার দেহে দৃশ্য হয়, সেই নিশ্চয় ভাগবতোত্তম।

তুলসী দলজাং মালাং কাষ্ঠজাম্বা বিশেষতঃ।
বহন্তি কণ্ঠে যে বর্ণা স্তে নমস্যা দিবৌকসাং॥

তুলসী দলজা বা কাষ্ঠজা মালা ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণ কণ্ঠে ধারণ করে, তাহারা দেবতাদিগেরও নমস্য হয়েন।

তুলসীকাষ্ঠ দলজামালা ধাত্রী কৃতাপিবা।
দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্বিষ্ণুসেবিনাং।

তুলসী কাষ্ঠ ও দলজা মালা, এবং আমলকীফল গ্রথিতা মালা পাপিদিগেরও মুক্তি প্রদান করেন, তাহাতে বিষ্ণুসেবি বৈষ্ণবের কথা আর কি কহিব?।

যঃ পুন স্তুলসীমালাং কৃত্বা কণ্ঠে জনার্দ্দনং।
পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতিপ্রতি পুষ্পং গবাযুতং॥

যে ব্যক্তি তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণ করতঃ জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তৎসম্বন্ধে প্রতি পুষ্প দানে এক এক অযুত গোদানের ফল প্রাপ্তি হয়।

যাবল্লুঠন্তি কণ্ঠস্থা ধাত্রী মালা নরস্যহি।
তাবত্তস্য শরীরেতু প্রীত্যালুঠতি কেশবঃ॥

যে কাল পর্য্যন্ত আমলকী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মালা সকল যে মনুষ্যের শরীরে লুণ্ঠিত হয়, তাবৎকাল তৎ শরীরে প্রীতি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অভিলুণ্ঠিত হন্।

স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্রীমালা করে নৃণাং।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি বসতে কেশবা লয়ে।

করস্থ ধাত্রী মালা বিশিষ্ট মনুষ্যদিগকে যে ব্যক্তি স্পর্শ করে, সে ব্যক্তির গাত্রে যত লোম সংখ্যা ততকাল শ্রীকৃষ্ণা লয়ে তাহার বাস হয়।

যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌনরবঃ।
তাবদ্যুগ সহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতি ধ্রুবেৎ॥

কলিযুগে মনুষ্য মাত্র যে সকল দিন ধাত্রীমালা কণ্ঠে বহন করে, সেই দিন পরিমাণে প্রতিদিনে সহস্র যুগ সংখ্যায় তাহার বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

মালা যুগ্মঞ্চ যো নিত্যং ধাত্রী তুলসী সম্ভবং।
বহতে কণ্ঠদেশে চ কল্প কোটি দিবং বশেৎ॥

যে ব্যক্তি আমলকী ও তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতা এই মালাদ্বয় কণ্ঠে ধারণ করে, সেই ব্যক্তির কোটি কল্প পরিমাণে স্বর্গাখ্য বিষ্ণুলোকে বাস হয়।

তুলসীদলজাং মালাং কৃষ্ণোত্তীর্ণাং বহেত্তুয়ঃ।
পত্রে পত্রেঽশ্ব মেধানাং দশানাং লভতে ফলং॥ ইতি গারুড়ং।

তুলসীদল সম্ভূতা মালা, শ্রীকৃষ্ণ গলদেশ হইতে উত্তীর্ণা হয়, সেই মালা যে ব্যক্তি স্বীয় কণ্ঠদেশে ধারণ করে, তাহার প্রতিপত্রে দশ দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
কল যচ্ছতিঃ দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবং॥

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবা মাল্য যে ব্যক্তি কণ্ঠে বহন করে, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ দ্বারকা দর্শন স্পর্শনাদি জনিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য নৈবাস্তি পাতকং।
সদা প্রীত মনা স্তস্য কৃষ্ণোদেবকী নন্দনঃ॥

তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মিতা মালা যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক একান্ত ধারণকরে, তাহাতে তাহার কোন পাতক থাকে না, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দেবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রীত মনা হন।

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতাং যোমালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং নতস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে॥

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবা মালা যে ব্যক্তি নিয়ত কণ্ঠে বহন করে, সে ব্যক্তির আর কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, সূতকাদি কোন অশৌচ তাহার শরীরকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতাং যোমালাং বহতে নরঃ।
তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূতং শিরসো বাহু ভূষণং।
বাহ্বো করেচ মর্ত্যস্য দেহেতস্য সদাহরিঃ॥

তুলসী কাষ্ঠ সম্ভবা মালা যে ব্যক্তি কণ্ঠে ধারণ করে, এবং তুলসী কাষ্ঠ সম্ভূত বহুবিধ ভূষণ করে, আর বাহুমূল ও কর যুগলে তুলসী কাষ্ঠ মালা ধারণ করে, সেই মনুষ্যের শরীরে শ্রীহরির সর্ব্বদা অধিষ্ঠান হয়।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যাবসরীয়া সমাপ্তা।

পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা চিৎপুর রোড, বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্তুং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুংপরেশং ।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৬৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ কার্ত্তিক

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

আগ্নীধ্র রাজার পুত্র নাভি, স্ববর্ষাধিপতি হইয়াও অন্যোন্য বর্ষাধিপতি ভ্রাতাদিগকে স্ববশে রাখিয়া তত্তৎ বর্ষের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। নাভি রাজার ঔদার্য্য গুণে আপৌর সর্ব্বজন সন্নিধানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ব্যাপ্ত

হইল, নাভিতুল্য রাজা হয় নাই হইবেনা, এইরূপ ঘোষণা সকলেই করিতে লাগিলেন।

কোন্বুতৎকর্ম্ম রাজর্ষে র্নাভেরন্বচরৎ পুমান্।
অপত্যতা মগাৎ যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্ম্মণা॥ ইতি
ভাগবতং।

এই জগতীতলে এমন পুরুষ কে আছে, যে রাজর্ষি নাভির সদৃশ কর্ম্ম আচরণ করিতে পারে? যাহার পরিশুদ্ধ কর্ম্ম গুণে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং পুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নাভিরাজা একাশীতিসহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করতঃ স্বপুত্র ঋষভ দেবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বদরিকাশ্রম প্রবেশ পূর্ব্বক তপোধর্ম্মে লগ্ন হয়েন, প্রাপ্ত রাজ্যঋষভ, পূর্ব্বে উপ-নয়নানন্তর গুরুকুলে বাস করতঃ গুরু কর্ত্তৃক লব্ধবর হইয়া গৃহমেধীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানকরণার্থে ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তীর পাণি-গ্রহণ করেন, সেই ইন্দ্রদত্তা জয়ন্তীতে তাঁহার একশত পুত্র হয়। সকলের জ্যেষ্ঠ মহাযোগী রাজর্ষি ভরত, যাঁহার নামে এই নাভিবর্ষ বিখ্যাত হয়, অর্থাৎ অদ্যাপি সকলে ইহাকে ভারত বর্ষ বলেন। অপর নব নবতি জন মধ্যে কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস, করভাজন, ইত্যাদি নয় পুত্র ভাগবত ধর্ম্ম যাজন করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে নয়ভাগ করতঃ এক এক ভাগে আশ্রম করিয়া ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত হয়েন, সেই নয় খণ্ডের নাম, গর্ত্ত, ত্রিগর্ত্ত, রক্ষ, তাপস, কৈরাত, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি, আর্য্যাবর্ত্ত, এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বে বিষ্ণুক্রান্ত, রথক্রান্ত, অশ্বক্রান্ত, ইত্যাদি

তিনখণ্ড তন্মধ্যে রথক্রান্ত অর্থাৎ সূর্য্যারিক খণ্ডে রক্ষওতাপস, অশ্বক্রান্তে গর্ত্ত, ত্রৈগর্ত্ত, বিষ্ণুক্রান্তে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি, আর্য্যাবর্ত্ত, কৈবাত এই নয় খণ্ড তিনখণ্ডে হয়, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মাবর্ত্ত এই তিন খণ্ডের অপর নাম কুমারিকা খণ্ড হয়, অর্থাৎ উত্তর হিমালয়, পূর্ব্ব ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম গান্ধারদেশ, দক্ষিণ কুমারিকা অন্তরীপ। এক্ষণে ইহাকেই লোক হিন্দুস্থান বলে, ইতঃপূর্ব্ব বলিষ্ঠ যবনেরা হিন্দুস্থানের পশ্চিম গান্ধারাদি অনেক দেশকে অধিকার করিয়া অপগণ, গান্ধারাদি দেশকে যবন রাজ্যে ভুক্ত করিয়া লয়, কেবল সিন্ধুনদীর পূর্ব্বপার অবধিকে হিন্দুস্থান বলিয়া খ্যাত করে ইদানীং ইউরোপীয়ান পুরুষেরা শুদ্ধ হিন্দুস্থানমাত্রকেই ভারতবর্ষ বলিয়া, ইহার অতিশয় রূপে প্রচার বাহুল্য করিয়া তুলিয়াছেন, পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি প্রাচীন পণ্ডিতগণেরা উপরি উক্ত সমস্ত খণ্ডকেই ভারতবর্ষের মধ্যে ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

যথা কূর্ম্মবামন পুরাণাদিষু।

পূর্ব্বেকিরাতা যাস্যাসন্ পশ্চিমে যবনাঃস্থিতাঃ।
অন্ধ্রা দক্ষিণতোজ্ঞেয়া স্তুরুস্কাস্তুপি চোত্তরে॥

পূর্ব্বভাগে কিরাতাদিজাতির বাস, পশ্চিম ভাগে যবন জাতীয়ের বাস, দক্ষিণে কচাদি অন্ধ্রজাতির বাস, উত্তরভাগে তুরুস্কজাতীয়েরবাস, এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের দিকত্রয়ে আরও বহুবিধ উপদ্বীপ আছে, তন্মধ্যে প্রধান নয় উপদ্বীপ, যথা—উক্ত পুরাণে লিখিয়াছেন।

ভারতাখ্যস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়ঃ।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাস্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।

নাগদ্বীপঃ কটাহশ্চ সিংহলো বারুণ স্তথা।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ।
কুমারাখ্য ইতি প্রাহু র্দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমঃ।
ডমরুকৃত মধ্যশ্চ দ্বীপোমাহেয় সংজ্ঞকঃ। ইতি।

এই ভারতবর্ষের নব সংজ্ঞায় উপদ্বীপ ভেদ শ্রবণ করহ। পশ্চিমে ইন্দুদ্বীপ, তাহাতে চন্দ্রবর্ণ শুক্রমানবের বাস, কশেরুমান দ্বীপ, তাম্রবর্ণ দ্বীপ, নাগদ্বীপ, লঙ্কাদ্বীপ, সিংহলদ্বীপ, বারুণদ্বীপ, মরীচিদ্বীপ, অপর কুমারাখ্যদ্বীপ, ঐ কুমারাখ্যদ্বীপ অতি বৃহৎ ডমরুরন্যায় মধ্য সূক্ষ্ম, দক্ষিণে উত্তরে লোকের সমান বসতি, চারিদিকে সাগরসংবৃত, পূর্ব্ব পণ্ডিতগণেরা তাহাকে মাহেয় বলিয়া খ্যাতকরেন, অর্থাৎ রাবণপুত্র মহীর রাজধানী। পশ্চাৎ ভূগোল বৃত্তান্তে এতদাখ্যান স্পষ্টরূপে লিখিত হইবে।

অপর ঋষভদেবের, আরও নয় পুত্র আপন২ নামে নয় দেশ নির্ম্মাণ করেন, যথা কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ ও কীকট, এই নবদেশ কুমারিকা খণ্ডের মধ্যে বিখ্যাত হয়, এতদ্ভিন্ন অনেকানেক দেশও ক্রমে বিনির্ম্মিত হয়। অপর অবশিষ্ট একাশীতি পুত্র বিশুদ্ধ কর্ম্মশীল ব্রহ্মধর্ম্মী হইয়া পিতার আদেশানুসারে কুশস্থলীতে যজ্ঞ কর্ম্মে বৃত হইলেন,কালে তাঁহারা দেব প্রসাদে ব্রাহ্মণ হন। ঋষভদেব অজগর বৃত্তি গ্রহণে নিরতিশয় পরমানন্দ সন্দোহ পাথোধি সলিলে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত এই রাজ্য রক্ষা করণে অভিষিক্ত হন।

অনন্তর ভরত বিশ্বরূপ কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন, সেই পঞ্চজনী গর্ব্ভে তাঁহার পঞ্চপুত্র হয়, তাহাদের নাম। সুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন, আবরণ, ধুমকেতু। ঋষভপুত্র পিতামহ নাভির এই বর্ষকে সম্যক্ ধর্ম্মে প্রতিপালন করেন, এবং ভগবদুদ্দেশে বহুবিধ যজ্ঞকর্ম্মও সম্পাদন করেন, অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, দর্শ, পুর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতিতেই সকল সময় যাপন করিয়াছেন।—সেই যজ্ঞফলে পরম ব্রহ্ম ভগবানে তাঁহার নৈষ্ঠিকী রতি জন্মে। সেই নিষ্ঠাজন্য তাঁহার হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেব স্বরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, মহারাজা ভরত স্বদ্ধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া বহু অযুতবর্ষ রাজ্য ভোগ করেন। যথা ভাগবতে।

এবং বর্ষাযুত সহস্র পর্য্যন্তাবসিত কর্ম্ম নির্ব্বাণাবসরোধি ভুজ্যামানং স্বতনয়েভ্যো রিক্থং পিতৃ পৈতামহং যথা-দায়ং বিভজ্য স্বয়ং সকল সম্পন্নিকেতাৎ পুলহাশ্রমং প্রবব্রাজ॥ ইতি।

এইরূপে মহারাজা ভরত অযুত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রাজধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া নানা প্রকার যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, সহস্র পদে বহু, অযুত শব্দে দশ সহস্র অর্থাৎ বহু সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ পিতামহোপার্জ্জিতধন পুত্রগণকে বিভক্ত করিয়া দিয়া এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতিকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া, আপনি সর্ব্ব সমৃদ্ধিযুক্ত গৃহ হইতে নির্গত

হইয়া তপস্যার্থে পুলহাশ্রমে গমন করেন। মহারাজা ভরতের গণ্ডকীতীরে শালগ্রাম তীর্থেবাস, ও হরিণী শিশু প্রতিপালন, ও দেহাবসানে হরিণজন্ম, অনন্তর জড় রূপে ব্রাহ্মণ গৃহে আবির্ভাব এবং সিন্ধুশৌবারাধিপতি রহুগণরাজাকে যোগ উপদেশকরণ বিষয়ের যে সকল পরমার্থকরী কথা আছে, সে সকল কথার এ স্থলে আবৃত্তি করিবার কোন প্রয়োজন হইল না, যে হেতু ইহাতে তৎ প্রসঙ্গের সংকল্প বিরহ।

এক্ষণে ভরতের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুমতির আখ্যান লিখিতেছি। পঞ্চজনীর গর্ভজাত ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমতি, তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াও পাষণ্ড ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলেন, অর্থাৎ আন্তরিক নিষ্ঠা শূন্য হইয়া পিতামহ ঋষভদেবের পদবী গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া বেদধর্ম্মের বহির্ভূত আচারে প্রবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপীয়সী প্রবৃত্তিই জৈন ধর্ম্ম প্রতিপাদিকা হয়, সেই ধর্ম্ম কলিতে প্রবর্ত্তমান হইবে ইহাই তাঁহার সৎ সংকল্প। সেই সুমতি বৃদ্ধসেনা নামে বরারোহা কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে দেবতাজিৎ নামে এক পুত্র হয়, পিতার অবর্ত্তমানে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া দেব যজ্ঞাদির বিশেষ ব্যাঘাত করেন, আসুরী নামে তাঁহার মহিষী, তদ্গর্ব্ভে দেবদ্যুম্ন নামে এক পুত্র জন্মে, তিনিও বহু সহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ ধেনুমতী নাম্নী পত্নীতে পরমেষ্ঠী নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। পরমেষ্ঠীর পত্নী সুবর্চ্চসা, তদ্গর্ভে প্রতীহ নামে তাহার পুত্র হয়, আপনি পঞ্চাশৎ

সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করতঃ পরমেষ্ঠীকে রাজ্য প্রদান-পূর্ব্বক পরলোক গামী হন, প্রতীহ অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন, তিনি সংশুদ্ধচিত্তে ভগবানের আরাধনা করণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে সম্যক্ রাজ্য প্রতিপালন করেন। প্রতীহের পত্নী সুবর্চ্চলা, তদ্‌গর্ব্ভে প্রতীহের তিন পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম। তথা।—প্রতিহর্ত্তা, আজ্য, অকোবিদ,। দ্বাত্রিংশৎবর্ষ সাহস্ররাজ্য করিয়া প্রতীহ জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতিহর্ত্তাকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তপস্যার্থ বন গমন করেন। প্রতিহর্ত্তার পত্নী স্তুতি, তাহার গর্ব্ভে অজভুমা নামে তাঁহার এক পুত্রোৎপন্ন হয়, প্রাপ্ত বয়সে প্রতিহর্ত্তা পুত্রে রাজ্য ও দারা সমর্পণ করতঃ ভগবদারাধনা হেতু হিমালয় গিরি গহ্বরে প্রবেশ করেন। অজভুমার পত্নী ঋষিকুল্যা। তাহাতে অজভুমার উদ্গীথ নামে এক সন্তান জন্মে, অজভুমা ভুক্ত ভোগাবসানে উদ্‌গীথকে রাজ্য সমর্পণ করতঃ স্বর্গত হন। উদ্গীথের পত্নী দেবকুল্যা, তদ্‌গর্ব্ভে প্রস্তাব নামে পুত্র জন্মে, উদ্গীথ অনেক অযুতবর্ষ রাজ্য করণান্তর প্রস্তাবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কালধর্ম্মে অধি গমন করিয়াছিলেন।

অথ গৃহস্থধর্ম্মান্তর্গত।

আশ্রম ধর্ম্মকথন।

সযৌক্তিক আশ্রম ধর্ম্ম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, অধুনা পরিশিষ্ট ভাগে সেই কথা চর্ব্বিত চর্ব্বণন্যায় পুনঃ বর্ণন করিতেছি,

ইহাতে যত্যাশ্রমাদির বিশেষ বর্ণন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্ম ও সদাচারাদি সুপ্রকটিত হইবে। যথা ভাগবত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা লিখিতেছি। মহারাজাযুধিষ্ঠির ভগবান নারদকে প্রশ্ন করেন। যথা

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্ম সনাতনং।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরং॥

হে মুনে! হে ভগবন্! মনুষ্যদিগের যে ধর্ম্ম সনাতন, সেই বর্ণাশ্রামাচারযুক্ত ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি, যদনুষ্ঠানে পুরুষ পরমজ্ঞানকে লাভ করিতে পারে।

ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষা দাত্মজঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
সুতানাং সম্মেতা ব্রহ্মং স্তপোযোগ সমাধিভিঃ।

হে ব্রহ্মন্! আপনি পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ তনুজ, তপস্যা এবং যোগ সমাধি দ্বারা অন্য পুত্রাদি হইতে আপনি তাঁহার সম্মত পুত্র হয়েন।

নারায়ণ পরা বিপ্রা ধর্ম্মগুহ্যং পরং বিদুঃ।
করুণাঃ সাধবঃশান্তা স্তদ্বিধা ন তথাপরে॥

নারায়ণ পরায়ণ বিপ্রসকল গোপনীয় পরমধর্ম্মকে জানেন, এবং শান্ত সাধুলোক সকল করুণাবেদী হয়েন, কিন্তু ভবদ্বিধ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ অপরে কেহই নহেন॥

শ্রীনারদ উবাচ।

নত্বা ভগবতে২জায় লোকানাং ধর্ম্ম সেতবে।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্ম্মং নারায়ণ মুখাৎ শ্রুতং॥

হে রাজন্! ভগবান অজ অব্যয় এবং সমস্ত ধর্ম্মের সেতু স্বরূপ, সেই নারায়ণকে নমস্কার করতঃ আমি সনাতন ধর্ম্ম কহি, যাহা পুর্ব্বে নারায়ণের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম।

যোহবতীর্য্যাত্মনোহংশেন দাক্ষায়ণ্যাস্তু ধর্ম্মতঃ।
লোকানাং স্বস্তয়ে হধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে ॥

যে নারায়ণ ঋষি দাক্ষায়ণীর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে পরমাত্মা নারায়ণের অংশে অবতীর্ণ হইয়া লোকের কল্যাণের নিমিত্ত এক্ষণে বদরিকাশ্রমে পতপোধর্ম্মে সংলগ্ন আছেন ॥

ধর্ম্মমূলংহি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥

ভগবান নারায়ণ যিনি সর্ব্ববেদময় হয়েন, তিনিই সর্ব্ব ধর্ম্মেরমূল জানিহ, এবং তদ্বিদ অর্থাৎ বেদধর্ম্মবিৎজনগণেরা সেই হরিকেই ধর্ম্মমূল বলেন, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে আত্মার পরিতুষ্টি হয়। এবং যাজ্ঞবল্ক্যও কহেন। যথা।

শ্রুতিঃস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সংকল্পাজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতি আর তদুক্ত সদাচার যাহাতে আপনার প্রিয় হয়, এবং তদাচার বিশিষ্ট সম্যক্ সংকল্পাজ কর্ম্ম, ইহাই ধর্ম্মেরমূল জানিহ ॥ মনুও কহিয়াছেন। যথা।

বেদোহখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনা মাত্মন স্তুষ্টিরেবচ ॥

বেদবিৎ স্মৃতিশীল ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, যে সমস্তধর্ম্মের মূলবেদ, তদুক্ত সদাচার দ্বারা আত্মার তুষ্টি হয়।

সত্যং দয়া তপঃশৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমোদমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবং।
সন্তোষঃ সমদৃক্‌সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ॥
নৃণাং বিপর্য্যয়ে হেক্ষা মৌন মাত্মবিমর্শনং।
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্ম দেবতা বুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষুপাণ্ডবঃ॥ ইতি।

এ তাবৎ নর মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে নারদ কহিতেছেন। সত্যবাক্য কথন, সর্ব্বজীবে দয়া করণ, তপঃ একাদশী প্রভৃতি উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণ, শাস্ত্রোক্ত সদাচরণ, তিতিক্ষা, শীতোষ্ণাদি সহন, ঈক্ষা, যুক্তাযুক্ত বিবেচনা, শমঃ, মনেরসংযমঃ, দমঃ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, অহিংসা, বৈধ হিংসেতরহিংসা নিবারণ, ব্রহ্মচর্য্য, স্ত্রী স্রক্ তাম্বূলাদির অপরিগ্রহ, অথবা স্বদারভিন্নস্ত্রী পরিত্যাগাদি, ত্যাগ, যথোচিত পাত্রে শাস্ত্রসিদ্ধ ধনাদির প্রতিপাদন, স্বাধ্যায়, যথোচিত বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্রাদি জপঃ। সন্তোষ, দৈব লব্ধ বৃত্তিতেই অলংবুদ্ধি অর্থাৎ তুষ্টিলাভ করণ, সমদৃক্ সেবা, সর্ব্বজীবে সমদর্শী এমত সাধুর সেবা। গ্রাম্যেহোপরম, ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক কর্ম্মসকলের চেষ্টা নিবৃত্তি। বিপর্য্যয়েক্ষা, নিষ্ফল ক্রিয়ার অননুদর্শন, মৌন বৃথা লাপের নিবৃত্তি, আত্মবিমর্শন, দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান। অন্নাদির সংবিভাগ, সম্যক্ পরিবারাদির আহার প্রদান, এবং সর্ব্বজীবে অন্নদান, অর্থাৎ এ সকল দৈবজ্ঞানে আত্ম বুদ্ধিতে সম্পন্ন করিবে, ইহারই নাম ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত ভগবদ্ধর্ম্ম, আরও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন।

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতি র্দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং॥
নৃণাময়ং পরোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণ বান্‌রাজন্‌ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি॥ ইতি।

ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, তৎ স্মরণ, সেবা, পূজা, নতি, দাস্য, সখ্য, আর আত্ম নিবেদন। সমস্ত মানবেরই এই ধর্ম্ম পরম হয়। হে রাজন! এতত্ত্রিংশৎ লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভগবান পরিতুষ্ট হন।

ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্ম।

সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ সদ্বিজোঽজজগাদয়ঃ।

গর্ব্ভাধানাদি দশ সংস্কার অর্থাৎ যাহার মন্ত্র বিহিত ক্রিয়া সকল অবিচ্ছেদে সম্পন্ন হয়, তাহাকেই আদি পুরুষ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ বলিয়া কহিয়াছেন! ইহাতে এমত সংশয় হয়, যে শূদ্রা দির এবম্ভুত সংস্কার যদি করা যায় তবে তাহাদিগকেও ব্রাহ্মণ বলায় ক্ষতি কি? উত্তর, ব্রহ্মা যাহাকে যাহা করিয়াছেন, সে তাহাই হয়, শূদ্রের মন্ত্রাদি দ্বারা সংস্কার নাই, যে হেতু বেদে শূদ্রের উপনয়না ভাব কহিয়াছেন, এ জন্য সংস্কার করিলেও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, বরং অবৈধ কর্ম্ম করণ জন্য, প্রত্যবায়ী হয়। যথা স্মৃতিঃ।

বিবাহ মাত্রং সংস্কারং শূদ্রোপি লভতাং সদা।
নকেনচিৎ সমসৃজৎ ছন্দসা তং প্রজাপতিঃ॥ ইতি।

বিধাতা বেদদৃষ্টে শূদ্র সৃষ্টি করিয়া কহিয়াছেন, যে কেবল বিবাহ মাত্র সমন্ত্রক সংস্কার ক্রিয়াকে শূদ্রেরা লাভ করিবে, আর কোন সংস্কারই তাহাদিগের সমন্ত্রক নহে। অর্থাৎ

শূদ্রকে কোন ছন্দেই সৃষ্টি করেন নাই। যথা গায়ত্রীচ্ছন্দে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, ত্রিষ্টুভছন্দে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি, জগতীছন্দে বৈশ্য ;, কিন্তু কোন চ্ছন্দ হইতে শূদ্রোৎপত্তি হয় নাই।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

সুন্দরী কল্প।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—ভোভগবন্! আপনার উক্তিমত ষোড়শী বিদ্যা ত্রিপুরা শক্তির কথা শ্রবণে বিবেচনা হইল, যে কালী, তারা, ত্রিপুরা এক, একেই তিন, তত্ত্ব পক্ষে সকলেই এক ব্রহ্ম বিভুতি হয়েন, ইহাদিগের মূর্ত্তি শুদ্ধ ব্রহ্মোপকরণেই বিনির্ম্মিতা হইয়াছে, ইহা যুক্তি যুক্তবাক্যে এক প্রকার উপলব্ধি হইতেছে, অর্থাৎ এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তন্ত্রোক্ত বচনে পঞ্চপ্রেতা রূঢ়া ত্রিপুরা বোধ হইতেছে, তাহাতে যথার্থই কি ব্রহ্মাদি দেবপঞ্চকে তাহার পর্য্যঙ্ক বহন করিতেছেন, না অধ্যাত্মকল্পে ইহার আর কোন বিশেষ কারণ আছে? তাহা বিস্তারিত রূপে অনুবর্ণন করতঃ আমার চিত্তস্থ সংশয় চ্ছেদন করিতে আজ্ঞা হয়।

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! শ্রবণ করহ, ইহার সুক্ষ্মার্থ বিষয় বিশেষ রূপে কহিতেছি, যচ্ছ্রবণে তোমার চিত্তস্থ সন্দেহ সকল অনায়াসেই নিরস্ত হইতে পারিবে? কেবল অধ্যাত্ম তত্ত্ব বোধার্থে অজ্ঞদিগের পক্ষে উপদেশ করিয়া ভুতেশ্বর ভুতস্থ তত্ত্ব সংঘাত বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন, যাহারা বোধশক্তির অভাবে চিরকাল ভ্রাম্যমাণ, তাহাদিগকে ঘটস্থ অপ্রকট বিষয় প্রকট স্বরূপে অরূপ তত্ত্বকে রূপক ব্যাজে বলিয়াছেন, সুতরাং তত্ত্বানভিজ্ঞ জনে ত্রিপুরা রূপের

উপাসনাতে অরূপরূপ ভগবানকে স্বরূপে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক। যথা

ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ মহেশ্বরঃ।
এতে পঞ্চ মহাপ্রেতা দেব্যা পর্য্যঙ্ক বাহিনঃ। ইতি
আগমসারং।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, এবং মহেশ্বর, এই পঞ্চপ্রেত-সংজ্ঞায় দেবীর সিংহাসন বাহক হয়েন॥

এই প্রেতশব্দ ভুতবাচক, প্রকৃত পিশাচবৎ সামান্য জ্ঞান করিতে হইবে না। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিরাও প্রকৃত রূপে পর্য্যঙ্ক বহন করিতেছেন এমতও নহে। ফলে ইহার স্বরূপার্থ যাহা তাহা পরিগ্রহ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়, অধ্যাত্ম কল্পের কথা অনল্প তল্পশায়িনী, সংকল্প কল্পে যথার্থ কল্পজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস করাও অল্প বুদ্ধিরকার্য্য নহে।

এই ব্রহ্মাবিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর মহেশ্বর পদে জীবের শরীরাভ্যন্তরে যে ষট্‌চক্র আছে, পঞ্চ চক্রস্থ মহাভুত পঞ্চ, তদুপরি বিন্দুচক্র ও নাদচক্র, সেই নাদ বিন্দুকে শিব শক্তিরূপে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ। " বিন্দুরূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ নাদ শক্তি সমন্বিত ইতি,, বিন্দু সাক্ষাৎ শিবরূপে নাদ শক্তিতে অন্বিত আছেন।—নাদ চক্রে সূর্য্য বিন্দুচক্রে চন্দ্র, এই চন্দ্রসূর্য্যাত্মক জগৎকে ত্রিপুর বলেন, তদধিষ্ঠাতৃ দেবী-নাদরূপা শক্তিকে ত্রিপুরা বলিয়া বিখ্যাতা করেন। সূর্য্য রক্তবর্ণ রক্তাত্মক, সোম শুক্রাত্মক শ্বেতবর্ণ, এই হেতু পরম শিব শুক্লবর্ণ, পরমা প্রকৃতি বালা ত্রিপুরা রক্তবর্ণা হয়েন। শিব

শক্তি হইতেই এতৎ জগৎ প্রকাশ, যথা “হরগৌর্য্যাত্মকং জগৎ ইতি,, বিশ্বসারোক্ত প্রমাণে সুপ্রতীয়মান হইতেছে, যে ত্রিপুরা জগৎ ব্যাপ্তা জগদীশ্বরী, এ কারণ তাঁহাকে ত্রিপুরে শ্বরী বলেন,-স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি পুবত্রয়স্থলোক সকল যাঁহাকে স্মরণ করিলে জনন মরণ ভয়ে পরিত্রাণ পায়, এ-জন্য ষোড়শী শক্তিকে ত্রিপুর ভৈরবী বলিয়া সকলে উপাসনা করেন। যথা—ত্রিশব্দে তিন গুণ, যাহাতে পরিপুর্ণ রূপে অধিষ্ঠিত সেই ঐশী শক্তিকে ত্রিপুরা বলেন, অর্থাৎ তিনি নিত্যা। যথা

ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা। ইতি

যামলং।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি গুণত্রয় যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন, পুনর্ব্বার যাঁহাতে পরিণামে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে নিত্যা বলিয়া পরিকীর্ত্তন করেন। পুনরপি,

সত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ঃ প্রিয়ে।
সাম্যাবস্থেতি যা তেষাং সাব্যক্তং ত্রিপুরেশ্বরীতি॥

যামলং।

সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় যে শক্তিতে সমতাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে অব্যক্ত শব্দে ত্রিপুরেশ্বরী বলিয়া উক্ত করেন। যথা ভৈরবী শব্দের প্রকৃত অর্থ, ভী শব্দে ভয়, ভয়যুক্ত যে তাহা কে ভীরু, বলে ঈ শব্দে শক্তি, ইত্যর্থে মরণ হইতে ভয় আর নাই, সেই জনন মরণ ভয়যুক্ত ব্যক্তি সকলকে ভীরব বলে, তাহারদিগের পরিত্রাণ কারক পরমাত্মাকে

ভৈরব বলা যায়, দীর্ঘঈকার তৎ শক্তিরূপ, অর্থাৎ পরমাত্মার ক্ষমতাকে তৎশক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং বিধাষ ঐ ষোড়শী শক্তিকে ত্রিপুরভৈরবী বলাতে শক্তি শক্তিমন্তের অভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে, যিনি ত্রিপুরেশ্বরী, তিনিই পরমাত্ম, তত্ত্ব স্বরূপা তদুপাসনায় নিঃসংশয় সংসার ভীতির অপহরণ হয়।

তাক্তুতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! আপনার আজ্ঞামত ত্রিপুরেশ্বরী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপা, তদুপাসনাই যে ব্রহ্ম উপাসনা, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ষট্‌চক্রাধিদেবতার সংস্থাভেদে ত্রিপুরার পর্য্যঙ্ক বাহীভূতপঞ্চকের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার স্বরূপার্থ আমি এখনো ধারণা করিতে পারিনাই, অতএব অনুগ্রহ প্রকাশে তদর্থ বিকাশ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়।

পরমহংসের উত্তর। হে জ্ঞানাভিমানিন্! ত্রিপুরা-সুন্দরী ত্রিপুরেশ্বরী সদা ষোড়শ বর্ষীয়া অর্থাৎ তাঁহার অবস্থার অন্তর নাই, যথা "অপক্ষয় বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি জাগ্রবৎ ইতি,, ব্রহ্মরূপা শক্তির অবস্থাদির অন্তর নাই তাঁহার উৎপত্তি বিনাশও নাই, তিনি সর্ব্বদাই জাগরূকা আছেন।— যেমন বাহিরে ভূর্ভুবঃস্ব, এই লোকত্রয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জীব শরীরও তিন লোকময় হয়।

যথা। ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পাদৌ ভুবর্লোকশ্চ নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধা ইতি লোকময়ঃ পুমান্। ইতি
তন্ত্রং।

পাদাদৌ নাভির অধঃ পর্য্যন্ত ভূর্লোক, নাভির উর্দ্ধ কণ্ঠ দেশ পর্য্যন্ত ভুবর্লোক, কণ্ঠার উর্দ্ধ মস্তক পর্য্যন্ত স্বর্লোক,

এই লোকত্রয় ময় জীবের দেহ,। সেই সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত-ময়ী ত্রিপুরা।—যেমন পৃথিব্যাদি পঞ্চভুত ও সোম সূর্য্য পরপর হয়, সেইরূপ জীবের মুলাধার চক্রাবধি আজ্ঞাপুর পর্য্যন্ত চক্র সকল পরপর অবস্থিত রহিয়াছে। পঞ্চ চক্রের উপরিভাগ পদ্মে পরম শিব রূপ বিন্দু, তদুপরি নাদ শক্তি, তাঁহাকে ত্রিপুরা শক্তি বলিয়াছেন, পরস্পর চক্র সকল পরস্পর চক্রের আধার রূপে পরস্পর কে পরস্পর বহন করিতেছে।

যথা। মুলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে।
মণিপুরে তথা তেজো হৃদি মারুত এবচ।
বিশুদ্ধাখ্যে তথাকাশং আজ্ঞাখ্যে চন্দ্র মাস্মৃতঃ॥ ইতি

মুলাধারে পৃথিবী, লিঙ্গমূলে জল, নাভিমুলে অগ্নি, হৃদয়ে বায়ু, কণ্ঠদেশে আকাশ, ভ্রূদলে চন্দ্র, তদুপরি নাদ।

অর্থাৎ পৃথিবীজলকে, জল অগ্নিকে,অগ্নিবায়ুকে বায়ু আকাশকে,আকাশ চন্দ্রকে,চন্দ্রনাদকে বহন করেন। সঙ্কেতার্থ বীজ লিখিয়া গিয়াছেন " লং বং রং যং হং ঠং ইত্যাদি। লং ইন্দ্র-বীজ, বং বরুণবীজ, রং অগ্নিবীজ, যং বায়ুবীজ, ঠং চন্দ্রবীজ ইত্যাদি বীজানুসারে দেবরূপকে প্রেতবৎ কল্পনা করেন, সুতরাং মহাভুতের উল্লেখে দেবতাদিগকে একারণ প্রেতশব্দে উল্লেখিত করা যায়। ইন্দ্র,বিষ্ণু ব্রহ্মা, শিব, মহেশ্বর, এবং পরম শিব, তদুপরি শক্তি। এই অভিপ্রায়ে পর্য্যঙ্কবাহী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যিনি পৃথিবী তিনি ইন্দ্র, যিনি জল তিনি নারায়ণবিষ্ণু,যিনি অগ্নি তিনি ব্রহ্মা,যিনি বায়ু তিনি মহেশ্বর, যিনি

আকাশ, তিনি পরম শিব, তদুপরিবিন্দুরূপ শিব যুক্তানাদ শক্তি ত্রিপুরা, সুতরাং উপর্য্যুপরি স্থিতি জন্য বাহ্যে মূর্ত্তি-কল্পনায় বাহ্য বাহক রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, ফলিতার্থ ত্রিপুরা বিষয়ক তন্ত্রবাক্যের এই তাৎপর্য্য বোধ করিতে হইবে। এরূপ অধ্যাত্ম জ্ঞানে উপাসনা যে করে তাহার নিঃসংশয় ব্রহ্ম নির্বৃতি প্রাপ্তি হয় ইতি।

ভাক্ত তত্বজ্ঞানীর প্রশ্নঃ। হে স্বামিন্! দশ মহাবিদ্যান্তর্গতা রক্তচামুণ্ডা, অর্থাৎ ছিন্নমস্তা, তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিলে বিকৃত ভাবের উদয় হয়, সুতরাং তাঁহার উপাসনায় যে ব্রহ্মতা প্রাপ্তি হইবে ইহা কোন মতেই সঙ্গত বোধ করিতে পারি না, স্বভাবতঃ তিনি নগ্না, মুণ্ডমালা বিভূষণা, রক্তবর্ণা, তীক্ষ্ণকরবালধারিণী, স্বমুণ্ড ছেদন করতঃ করতলে সংন্যস্ত করিয়াছেন, স্কন্ধ হইতে উত্থিত ত্রিভাগে রৌধিরী ধারা, তাহার এক ধারা স্বমুখে পান করিতেছেন, বামদিগে যে ধারা উঠি-তেছে তাহা তৎসঙ্গিনী ডাকিনী পান করেন, আর দক্ষিণদিগের যে ধারা তাহা তৎসঙ্গিনী বর্ণিনী পান করিতেছেন, এবং ত্রিকোণাকার বেদীর উপর বিপরীত রতাসক্তকাম রতির উপর আরূঢ়া আছেন। এরূপ ভয়ঙ্কররূপ কিন্তু পরিহাস জনক বটে, তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেব ইহার স্থূল বিবরণ কি লিখিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস তত্বজ্ঞানাভিমানিন্! ছিন্নমস্তা দেবীর স্বরূপ জানিতে হইলে স্বীয় বুদ্ধিকে বিশেষ শ্রমযুক্তা করিতে হয়, স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহসা বোধগম্য হইতে পারে না, এতদ্বিষয়ে যে ভূতনাথের ভঙ্গী, সে ভঙ্গী

বুঝা অতিশয় নৈপুণ্যের কার্য্য,ইহাতে স্থূল সূক্ষ্ম সুসূক্ষ্ম ভেদে তিন প্রকার উপদেশ, যাহার যেমন প্রজ্ঞা সে সেই প্রজ্ঞানুসারে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে, ফলে যে কোনরূপে হউক ভত্তাবনা যুক্ত পুরুষ বিমুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় কি? শুদ্ধ অনল্প বাসনা তল্পশায়ি ব্যক্তিই বিকল্প কল্পে ভ্রাম্যমাণ হয়, প্রথমতঃ বিদ্যোৎপত্তি সম্ভাবিতের স্থূল তাৎপর্য্য লিখিতেছি। যথা

ছিন্নোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি তারাসৈবচ কালিকা।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, হে শিবে! সংপ্রতি তোমাকে মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তাদেবীর উৎপত্তি বিবরণ বলি শ্রবণ করহ। বস্তুতঃ যে তারা, সেই কালী, কালীই ছিন্নমস্তা রূপে আবির্ভূতা, রক্তবর্ণা হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে উগ্ররূপা রক্তচামুণ্ডা বলিয়া খ্যাতা করা যায়।

পুরাকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে।
মহামায়া ময়াসার্দ্ধং মহারত পরায়ণা॥ ইতি

স্বতন্ত্র তন্ত্রং।

পূর্ব্বে সত্যযুগে অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পের প্রথম সত্যে পর্ব্বতোত্তম কৈলাস শিখরে মহামায়া আমার সহিত মহারতি ক্রীড়াতে পরায়ণা হইয়াছিলেন।

শুক্রোৎসারণ কালেচ চণ্ডমূর্ত্তি রভূত্তদা।
তদা স্বদেহ সম্ভূতে দ্বেশক্তী সম্বভূবতুঃ॥

সেই রতিতে মম বীর্য্য পতন সময়ে ঐ মহামায়া চণ্ডমূর্ত্তি বিশিষ্টা হন, তন্নিমিত্ত সেই সময়ে তাঁহার স্বশরীর হইতে দুই শক্তি উৎপন্না হয়, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর।

ডাকিনী বর্ণিনী নাম্নাসখ্যৌতাভ্যাং সহাম্বিকা।
পুষ্পভদ্রা নদীকূলং জগামচণ্ডনায়িকা॥

একের নাম ডাকিনী, অপরার নাম বর্ণিনী, এই উভয় সখীর সহিত ঐ চণ্ডমূর্ত্তি জগৎপ্রসূ চণ্ডনায়িকা পুষ্পভদ্রা নদীতীরে স্বচ্ছ জলে স্নান এবং বিহরণার্থে গমন করেন।

মধ্যাহ্নেচ ক্ষুধার্ত্তেচ চণ্ডিকাং পৃচ্ছত স্তুতঃ।
ভক্ষণংদেহি তৎশ্রুত্বা বিহস্য চণ্ডিকা শুভা।
চিচ্ছেদ নিজমূর্দ্ধানং নিরীক্ষ্য সকলাং দিশং॥

অনন্তর মধ্যাহ্ন কালোপস্থিতে সহসা ক্ষুধাতুরা হইয়া ঐ দুই সখী চণ্ডিকাকে ক্ষুন্নিবারণার্থে অন্নাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া কহিলেন, হে মাতঃ! আমাদিগকে ক্ষুধায় অত্যন্ত বাধিতা করিতেছে, আপনি কিঞ্চিৎ আহার প্রদান করহ। এতৎ সখী বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডিকা ঈষৎ হাস্য করতঃ দশদিককে অবলোকন করিয়া * বাম হস্তের নখাগ্র দ্বারা নিজ মস্তক ছেদন করিলেন।

---

* বাম হস্তের নখাগ্রে যে স্বশির কর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পঞ্চরাত্র প্রমাণ। দেহি ভক্ষ্যং জগন্মাত র্যথাতৃপ্যে কৃপাময়ি। তথাকুরু জগন্মাত র্বরদে দেবি বাঞ্ছিতং। ইতিশ্রুত্বা বচঃশ্লক্ষ্ণং কৃপাময়ী শুচিস্মিতা। নখাগ্রেণচ চিচ্ছেদে বামেন স্বশিরস্তদা’’ সখীদ্বয়ে আহারার্থ দেবীর নিকট প্রার্থনা করেন, হে জগন্মাতঃ হে কৃপাময়ি! আমাদিগকে এমত ভক্ষ্য প্রদান কর যাহাতে আমরা পরিতৃপ্তা হই। হে বরদে! হে দেবি! আমাদিগকে বাঞ্ছিত আহার প্রদান কর, এই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করাতে কৃপাময়ী চণ্ডিকা তাহাদিগের ক্ষুধার্ত্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বাম হস্তের নখাগ্রে আপনার মস্তক ছেদন করেন।

ছিন্নমাত্রন্তু তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাতচ।
কণ্ঠাৎবিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন। ইতি
পঞ্চরাত্রং।

হে মুনে! হে তপোধন! ছেদন করিবামাত্র ঐ ছিন্ন মস্তক দেবীর বামহস্তে পতিত হয়, এবং কণ্ঠস্থান হইতে তিনধারে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল।

বাম দক্ষিণভেদেন দ্বেধারে চ বিনির্গতে।
সখীমুখেতু সংযোজ্য মধ্যধারা স্বকাননে॥

ঐ কণ্ঠা হইতে বিনির্গত বামদিগে যে রক্ত ধারা তাহা ডাকিনী মুখে, আর দক্ষিণদিগে যে ধারা তাহা বর্ণিনী মুখে নিযোজন করিয়া মধ্য দেশোত্থিতা শোণিত ধারা স্বীয় বদনে নিঃক্ষেপ করিলেন।

এবং কৃত্বাতু তাস্তত্রগতাঃ সর্ব্বা যথাগতং।
ছিন্নং তস্যাযতোমুণ্ডং ছিন্নমস্তাততঃস্মৃতা॥

এইরূপে দেবীর স্বদেহোত্থিত শোণিত পানে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া সকলে যথা হইতে আসিয়াছিলেন তথায় গমন করিলেন, মহাদেবীর ছিন্ন মুণ্ড ধারণ প্রযুক্ত তাঁহাকে ছিন্নমস্তা বলিয়া সকলে জানিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ কালী ভিন্নান্যরূপা নহেন, শুদ্ধ শিব সম্ভোগে চণ্ডমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত চণ্ডনায়িকা নাম খ্যাত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে মহাদেবের অত্যন্ত ক্রোধাগত হওয়াতে এক ভৈরবের উৎপত্তি হয়, সেই ভৈরবের নাম ক্রোধ ভৈরব, ঐ ক্রোধ ভৈরবই চণ্ডনায়িকার রক্ষক হইলেন।—তন্ত্রান্তরে দক্ষিণ

বাম নাসিকাতে ও কণ্ঠ দেশ হইতে তিন ধারা রক্ত নির্গত হয়, তাহার প্রমাণ।

বামনাসাগলদ্রক্তৈর্ডাকিনীং পর্য্যতোষয়ৎ।
দক্ষিণা বর্ণিনীংদেবী মপায়য়ত শোণিতং॥
গ্রীবামূলাদ্গলদক্তৈর্ম্মস্তকং পরিতোষয়েৎ॥ ইতি
স্বতন্ত্র তন্ত্রং।

বাম নাসিকা হইতে গলিত রক্ত ধারাতে ডাকিনীকে পরিতোষ করিয়া, দক্ষিণ নাসিকাতে গলিত রক্ত ধারা বর্ণিনীকে পান করাইলেন। এবং গলদেশ হইতে নির্গত রক্তে আত্ম মস্তকে পরিতোষ করিলেন।

এই বর্ণনার ভেদ নাই কেবল নাসা কণ্ঠের ভেদ মাত্র, ইহাতে ইড়া পিঙ্গলা সুসুম্না নাড়ী ত্রয়ের সংজ্ঞা ভেদে ইড়া ডাকিনী শক্তি, পিঙ্গলা বর্ণিনী শক্তি স্বয়ং যেসুসুম্না নাড়ীরূপা তাহাই জানাইয়াছেন। ইড়ায় প্রবৃত্তি মার্গ,পিঙ্গলায় নিবৃত্তি মার্গ,সুসুম্নায় মোক্ষ মার্গ হয়, অর্থাৎ জীবের বীজভূত রক্ত যদি ইড়ামার্গে শোষিত হয়, তবে পুনর্ব্বার রক্তোদ্ভব হইবার সম্ভাবনা, পিঙ্গলামার্গে পরিশোষিত হইলে ক্রমে মুক্তি পথে গমন হয়, আর সুসুম্না মার্গে পরিশোষিত হইলে শিরঃস্থিত সহস্রারাখ্যে জীবের গতি হয়,তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাই রক্ত পান ছলে দেখাইয়া গিয়াছেন। উপরি উক্ত বর্ণন সকল ভাক্তরূপ হয়।

অথ তুলসী মাহাত্ম্য।

তুলসী কাষ্ঠ মালাভি র্ভূষিতঃ পুণ্য মাচরেৎ।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটি গুণং কলৌ॥

কলিযুগে তুলসী কাষ্ঠ নির্ম্মিতা মালা জাল মণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুণ্যকর্ম্মের আচরণ করে, কিম্বা পিতৃশ্রাদ্ধাদি দানও দেবতাদিগের পূজাদি করে, তবে তাহার এক গুণ পুণ্যে কোটিগুণ ফললাভ হয়।

তুলসী কাষ্ঠ মালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নেষ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথাদলং॥

তুলসী কাষ্ঠ মালাধারি ব্যক্তিকে দেখিয়া যমরাজের দূত সকল দূরে পলায়ন করে, যেমন বায়ুতে উদ্ধৃত শুষ্কপত্র দূরে উড়িয়া যায়।

তুলসী কাষ্ঠ মালাভি র্ভূষিতো ভ্রমতে যদি।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্বচিৎ॥

তুলসী কাষ্ঠসম্ভবা মালা ভূষিত কলেবর ব্যক্তি যদি ভ্রমণ করে; তবে তাহার দুঃস্বপ্ন দর্শন জন্য এবং দুর্নিমিত্ত জনিত উৎপাত ও অস্ত্র শস্ত্রাদিজাত ভয় কদাচিৎ হয় না।

যদি কেহ এমত আশঙ্কা করেন যে অনেকানেক ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ মালী হইয়া বিচরণ করে, কিন্তু এ সকল ভয়েও আবৃত থাকে, এবিধায় এ বচনের সার্থকতা কি? উত্তর, যথা বিহিত মাল্যধারী ব্যক্তির পক্ষে এবচন অনুকূল,

অবিহিত মাল্যবানের পক্ষে উক্ত উৎপাতাদি জনিত ভয় হইবার অসম্ভাবনা নাই। ইতি

তুলস্যাদিকাষ্ঠ মালা ধারণ বিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথ বৈষ্ণব মাহাত্ম্য।

নারদ পঞ্চ রাত্রস্য প্রথম রাত্রে নবমাধ্যায়ে।

অহো অনন্ত দাসানাং মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতং।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং যে চ শশ্বদ্ধরেঃ পদে॥

অনন্ত অপরিসীম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁহারা হরিপদে নিয়ত অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য॥

পদ্মনাভ পাদপদ্মং পদ্মে প্যদ্মেশ্বরার্চ্চিতে।
দিবানিশং যে ধ্যায়ন্তে শেষাদি সুরবন্দিতে॥

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম, যাহা পদ্ম দ্বারা ব্রহ্মা ও শিবের অর্চ্চিত, অনন্তাদি দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, সেই পাদপদ্মকে দিবানিশি যাঁহারা ধ্যান করিয়া থাকেন।

আলাপং গাত্রসংস্পর্শং পাদাবাপ্ত মভীক্ষ্ণশঃ।
বাঞ্ছন্ত্যো বহি তীর্থানি বসুধাচাত্মশুদ্ধয়ে॥

ভগবদ্ভক্তের সহিত আলাপ, এবং তাঁহাদিগের গাত্র সংস্পর্শন, ও পদাভিবন্দন, তীর্থ সকল আত্মশুদ্ধির নিমিত্তে সর্ব্বক্ষণ বাঞ্ছা করেন, আর আশু আত্ম পবিত্রতা নিমিত্ত পৃথিবীও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভং।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি বসুধামপি পার্ব্বতি॥

হে পর্ব্বত রাজপুত্রি। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র উপাসকদিগের পরিশুদ্ধ শুভপাদোদক সমস্তা পৃথিবীকে এবং সমস্ত তীর্থাদিকে পবিত্র করেন।

কৃষ্ণমন্ত্রং দ্বিজমুখাৎ যস্য কর্ণে প্রাবিশতি।
তংবৈষ্ণবং জগৎপূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ॥

ব্রাহ্মণ মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, পুরাবিৎ পণ্ডিতগণেরা তাহাকেই জগৎ পবিত্রকারক বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন।

মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেণ নরোনারায়ণাত্মকঃ।
পুনাতি লীলামাত্রেণ পুরুষাণাং শতং শতং॥

শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই নর নারায়ণাত্মক হয়, সেই ব্যক্তি অবলীলা ক্রমে আপনার শত শত পুরুষকে পবিত্র করেন, অর্থাৎ ভগবল্লোকেনীত হয়েন॥

তজ্জন্ম মাত্রাৎপূতঞ্চ তৎপিতৄণাং শতং শতং।
প্রযাতিসদ্যো গোলোকং কর্ম্মযোগাৎ প্রমুচ্যতে॥

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রাহী হইবে এমত ব্যক্তির জন্ম মাত্রেই তাহার শত শত পিতৃগণ পবিত্র হয়, আর তৎক্ষণ মাত্রে অর্থাৎ তন্মন্ত্র গ্রহণ মাত্রে তাঁহারা কর্ম্মপাশে পরিমুক্ত হইয়া পরম ধাম গোলোকে ভগবৎ সমীপে গমন করেন।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা চিৎপুর রোড, বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃস্বরূপ

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুংপরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৬৮ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ২৯ অগ্রহায়ণ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

মহারাজা প্রস্তাব, বিরুৎসানাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন, সেই বিরুৎসা গর্ব্ভে তাঁহার বিভু নামে এক পুত্র জন্মে। ভুক্ত ভোগাবসানে সার্দ্ধ ষষ্টিবর্ষ সহস্রান্তে বিভুকে রাজ্য সমর্পণ করতঃ তপস্যার্থে বন গমন করেন।

বিভুর পত্নী রতি, তদ্গর্ভে পৃথুষেণ নামে এক পুত্র হয়। বিভু বহু যাবন রাজ্য করতঃ স্বরাজ্যে পৃথুষেণকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। পৃথুষেণের ভার্য্যা আকূতি, তদ্গর্ভে নক্ত নামে এক পুত্র জন্মে, পিতার উপরমে নক্ত রাজ্য পালন করেন, তন্মহিষী দেবসেনা তাহাতে ঋতি নামে এক পুত্র হয়, ঋতিকে রাজ্যার্পণ করতঃ তিনি স্বর্গগত হন্। সুদেবী নাম্নী পত্নীতে ঋতি গয় নামে এক পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গ লোকে গমন করেন।

গয় রাজর্ষিপ্রবর, উদারশ্রবা, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর কলাংশাবতার, মহা পুরুষ লক্ষণে লক্ষিত, পরমাত্ম তত্ত্ববিৎ ছিলেন, বিশ্ব রক্ষার্থ ভগবান গয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই সর্ব্ব লোকে গান করিত। মহারাজা গয় স্বধর্ম্মে প্রজা পালন, পোষণ, প্রীণন, উপলালন এবং অনুশাসন লক্ষণদ্বারা সর্ব্ব রঞ্জক হন, এবং যজ্ঞ যাগ পূজা কর্ম্মাদি দ্বারা স্বচিত্ত পরি-শোধন করতঃ ভগবান সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষ পরাবর পরব্রহ্মে আত্ম নিবেদনে এবং পরমার্থ লক্ষণানুশীলন ও ভক্তি পরায়ণ ব্রহ্মবিৎজনগণের চরণানু সেবন দ্বারা একান্ত ভগবানে ভক্তি যোগ করতঃ নিরন্তর তাঁহাকে পরিচিন্তা করিতেন। তাঁহার পরি ভাবিত বিশুদ্ধা মতি উৎপন্ন বিধায় সর্ব্বজীবে পরমাত্মাকে অবলোকন করিতেন, নিরভিমানী হইয়া কেবলানন্দানুভাবক রূপে স্বয়ং পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানকে উপলাভ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এই গয় রাজার যশোগীতি আছে। ইহা পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা গান করিয়াছিলেন।

গয় রাজার সদৃশ পুরুষ কে আছে যে এতদ্রূপ নিষ্পৃহ, বিগত রাগ নিরভিমানী হইয়া রাজ্য পালন করিতে পারে? আর এমন সাধু সেবক ধর্ম্মবিৎ কে আছে যে এতদ্গুণ ভার বহন করিতে শক্ত হয়? যাহার যজ্ঞে মুর্ত্তিমান হইয়া সর্ব্ব যজ্ঞভুক জনার্দ্দন আহুতি গ্রহণ করেন।

গায়ন্তী নামে গয় রাজার পত্নী, তাহাতে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে, তাঁহাদিগের নাম, চিত্ররথ, সুমতি, বিরোধন। ঊনসপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য পালন করতঃ গয় জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্ররথকে রাজ্যভার দিয়া আপনি মহা প্রস্থানে গমন করেন। চিত্ররথও পিতার ন্যায় রাজ্য রক্ষা করতঃ ঊর্ণা নাম্নী পত্নীতে সম্রাট ও জনিষ্ট এই দুই পুত্রোৎপাদন করেন,পরে প্রাপ্তবয়সে যখন তিনি স্বর্গগত হন। তখন সম্রাট রাজা হইয়া সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তাঁহার পত্নী উৎকলা। তাহাতে মরীচি নামে এক পুত্র জন্মে, মরীচিকে রাজ্যভার দিয়া পঞ্চোনষষ্টি সহস্র বর্ষ রাজ্য করতঃ সম্রাট স্বর্গত হন। মরীচির পত্নী বিন্দুমন্তী, সেই বিন্দুমন্তীতে বিন্দুমান নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, সেই পুত্রকে রাজ্য দিয়া মরীচি মাল্যবাম পর্ব্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া ভগবদারাধনা করিতে লাগিলেন।

বিন্দুমান সরঘা নামে কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে মধু নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। অনন্তর বহু সহস্র বর্ষ রাজ্য পালন করিয়া, মধুনামক পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। মধু স্ত্রী সুমনসী ঐ সুমনসীতে

তৎপুত্র বীরব্রত জন্মেন, বীরব্রতকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ এক পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসরান্তে মধু বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হন। বীরব্রত ভার্য্যা ভোজা, ভোজা গর্ব্বে বীরব্রতের দুই পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম। মন্থু, প্রমন্থু। জ্যেষ্ঠমন্থু তাহাকে রাজ্য দিয়া বীরব্রত স্বর্গগত হন। মন্থুর পত্নী সত্যা, সেই সত্যাতে তাহার ভৌবন নামে পুত্র হয়, মন্থুর উপরমে ভৌবন রাজা হইয়া এক সপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য করেন, অনন্তর ভুষণানাম্নী তৎপত্নী গর্ব্বে ত্বষ্টা ও অনিষ্ট এই দুই পুত্র হয়,। তন্মধ্যে ত্বষ্টাকে রাজ্য দিয়া ভৌবন স্বর্গে গমন করেন।

বিরোচনা নামে ত্বষ্টার মহিষী, তদ্গর্ব্ভে বিরজ নামে এক পুত্র জন্মে। তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ ত্বষ্টা সুরলোক গামী হন। বিরজঃ কীর্ত্তি নামে পত্নীতে সত্য জিৎ প্রভৃতি এক শত পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিষূচীনাম্নী একা কন্যা জন্মে, ঐ শত পুত্র পরমজ্ঞানী তত্ত্ববিৎ হইলেন, সুতরাং তাঁহারা বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া আর রাজ্য রক্ষার্থ মনোযোগী হইলেন না, তৎকন্যা বিষূচীর পুত্রেরা স্থূল সুখাসক্তি প্রযুক্ত ঐ আদি মন্বন্তরের শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন, তাহাতে ক্রমে গণনা করায় ৭১ সপ্ততি দিব্য যুগ অবসান হয়, পরিণামে কলি প্রাপ্তে বৈধর্ম্মি প্রজা ম্লেচ্ছাদি বিনাশে ভগবান অবতার [হন, সম্যক্ ভার ভয়ে আক্রান্তা ধরার নিষ্কৃতি জন্য প্রলয় মেঘচ্যুত বারিধারাতে তাঁহাকে পরিধৌত করেন, এই পর্য্যন্ত সংক্ষেপতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরান্তর্গত প্রিয়ব্রত

রাজর্ষি বংশের পরি সমাপ্ত হয়। এইরূপ স্বারোচিষ প্রভৃতি ছয় মন্বন্তর গত হইয়া সপ্তম বৈবস্বত মনুর সময়ের ২৭ সপ্তবিংশতি দিব্য যুগগত হইয়াছে, তদ্বর্ণনা করিতে হইলে বহু কালক্ষেপ হইয়া যায়, এবং সে সকল কথাতেই বা এইক্ষণে বিশ্বাস কে করে? নিরর্থক লিপি প্রয়োগ দ্বারা পরিশ্রম গ্রহণ করাই সার হইবে, এই বিবেচনায় সে সকল কথাকে পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান অষ্টাবিংশতি দিব্য যুগের কথা লিখিতেছি, অর্থাৎ এই বিদ্যমান কলির পূর্ব্ব দ্বাপর, ত্রেতা, সত্যাদির রাজার রাজ্যভোগের ধর্ম্ম এবং যত কাল সংখ্যা, তাহাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যথা

একোহ বৈপুরুষো নারায়ণ আসীদিতি শ্রুতিঃ।

প্রথম এক মাত্র পুরুষ নারায়ণ ছিলেন, আর কিছু মাত্র ছিল না, তাঁহার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলেই তন্নাভি মণ্ডল হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হয়। যথা

তস্যনাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোষো হিরণ্ময়ঃ।
তস্মিন্‌জজ্ঞে মহারাজ স্বয়ম্ভুশ্চতুরাননঃ॥

সেই নারায়ণের নাভি হইতে হিরণ্ময় একপদ্ম কোষোৎপন্ন হয়, সেই পদ্মকোষে চতুর্ম্মুখ বিশিষ্ট এক পুরুষ জন্মেন সর্ব্বশাস্ত্রে যাহাকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত করেন।

মরীচির্ম্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ।
দাক্ষায়ণ্যাং ততোঽদিত্যাং বিবস্বান ভবৎসুতঃ॥

সেই ব্রহ্মার মন হইতে মরীচির জন্ম হয়, মরীচি হইতে প্রজাপতি কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন, সেই কশ্যপ দক্ষকন্যা অদি-

তিকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বিবস্বান নামে পুত্রোৎ-পাদন করেন, অর্থাৎ কশ্যপ পুত্র সূর্য্য হন। ছায়া সংজ্ঞা-নামে সূর্য্যের পত্নীদ্বয়, তন্মধ্যে সংজ্ঞা গর্ব্ভে সূর্য্যের ঔরসে শ্রাদ্ধদেব নামে এক পুত্র জন্মে, শ্রাদ্ধদেবকেই বৈবস্বত বলিয়া উক্ত করেন।

বৈবস্বত মনুর পত্নী শ্রদ্ধা, পুত্রেষ্টি যাগ দ্বারা শ্রদ্ধা গর্ব্ভে তাঁহার দশ পুত্র জন্মে, তাঁহাদিগের নাম। ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নাভাগ ও কবি। এই বংশই সত্যত্রেতা দ্বাপর কলির শেষ পর্য্যন্ত থাকিবেক। সূর্য্যবংশ আদি, পরে চন্দ্রবংশ, ইহারাও ঐ মনুর বংশ হয়। তাহার কারণ, যখন মনুর সন্তান হয় নাই তখন তিনি পুত্রেষ্টি যাগ করাইতে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধাপত্নীর সহিত পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তে, সংকল্প করা হয়। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিয়া না বলিয়া কেবল মনে মনে একা-কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কন্যা প্রাপ্ত্যর্থে আহুতি প্রদান করা হয় নাই, সেই কারণ এই বংশে কোন পুরুষ স্ত্রীত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই চন্দ্রবংশ সমুৎপন্ন হয়, ইহা ইলোপাখ্যানে পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

এক্ষণে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির পুত্রের কালাবধি সত্য যুগের কাল গণনা করা যায়, ইক্ষ্বাকুর বংশ পশ্চাৎ ব্যাখ্যা করিব, সংপ্রতি অন্যোন্য পুত্রদিগের বংশ, এবং পৃষধ্রের পুত্রদিগের জাত্যন্তরতা প্রাপ্তি বিষয় কহিতেছি, জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকু সর্ব্বোপরি রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ স্বধর্ম্মে প্রজা প্রতিপালন করিতে

লাগিলেন, আর আর ভ্রাতারা তদাজ্ঞানুমতে এক এক কর্ম্মে ভারগ্রস্থ হইয়া তত্তৎকর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইলেন, প্রিয় ভ্রাতা পৃষধ্রুকে রাজ্য মধ্যে গো রক্ষণার্থে ভার প্রদান করেন, তিনি প্রভূত বল বাহন যুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করতঃ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন, একদা যামিনী যোগে কুলগুরু বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বস্ত্রবেশ্ম মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এমত সময় দৈবাৎ এক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের গাভীধৃতা হইল, অতিবেগে ঐ ব্যাঘ্র গাভীকে পৃষ্ঠোপরি উত্তোলন করতঃ পলায়ন করিতেছে দেখিয়া ঋষিবৃন্দেরা হাহাকার শব্দে রোরুদ্যমান হইয়া উঠিলেন, তদ্ধ্বনি শ্রবণে নিষ্কোষিত শাণিত খড়্গ পাণি রাজা পৃষধ্রু ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যখন ব্যাঘ্রের নিকটাবর্ত্তি হইয়া সর্ব্ব প্রাণের সহিত ঐ তীক্ষ্ণাসি ব্যাঘ্রের উপর আঘাত করেন, তখন তদাঘাতে ব্যাঘ্রের সহিত গাভীও নিহতা হইল, কিন্তু রাজা নিশ্চয় অবধারণা করিলেন, যে ব্যাঘ্র হত হইয়াছে, পরে রাত্রি প্রভাতে দেখিলেন, যে ব্যাঘ্রের সহিত বশিষ্ঠের গাভীও বিনষ্ট হইয়াছে, তখন মহা-দুঃখিত হইয়া মুনি সন্নিধানে আসিয়া নিবেদন করিলেন।

হায়? আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম, অনর্থ গোহত্যা পাপে ঠেকিলাম। এইরূপ পৃষধ্রু আত্ম দুষ্কৃতির অনুস্মরণ করতঃ ম্লান বদনে বশিষ্ঠাশ্রমে সমাগত হইয়া সব্যক্ বৃত্তান্ত কুল গুরু বশিষ্ঠকে আবেদন করিলেন, তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন। যথা

তংশশাপ কুলাচার্য্যঃ কৃতাগস মকামতঃ।

নক্ষত্র বন্ধু শূদ্রস্তং কর্ম্মণা ভবিতাহমুনা। ইতি

ভাগবতং॥

অনিচ্ছাপূর্ব্বক কৃতাপরাধী হইয়াও পৃষধ্রু রাজাকে কুলগুরু বশিষ্ঠ অভিশাপ প্রদান করেন, অরে পাপিষ্ঠ! তুমি ক্ষত্রিয় যোগ্য পুরুষ নহ, তোমার এই অনার্য্য কর্ম্ম করণ জন্য, তুমি শূদ্র হইবে, অর্থাৎ নীচ শূদ্র যবনত্ব প্রাপ্ত হইবে।

পূর্ব্বে যবন শব্দের উচ্চারণ ছিলনা পূর্ব্ব কল্পানুস্মরণে বিধাতার সংকল্প সিদ্ধ্যর্থে বশিষ্ঠের মুখে যবন শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল। যদি বল বিজ্ঞ হইয়া অজ্ঞাত দোষে পৃষধ্রুকে যবনত্ব প্রদান করা অনুচিত বিবেচনা হয়? উত্তর ইহা অনুচিত হয় নাই, যথার্থই হইয়াছে। কেন না পৃষধ্রু রাজাকে বশিষ্ঠ কহিলেন তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান নহ, অতি হীন শূদ্র জাতির ন্যায় তোমার ভীরুতা প্রকাশ হইয়াছে, ক্ষত্রিয় জাতিরা শূর হয়, তুমিমনু পুত্র হইয়া বিবেচনা শূন্য, অন্ধকারাবৃত বন প্রদেশে গোব্যাঘ্র সংযত একস্থানে কোন্ বিবেচনায় প্রাণ বিঘাতার্থ নিস্ত্রিংষ নিক্ষেপ করিলে, ইহাও কি তোমার চিত্তে উদয় হইল না? যে এ আঘাতে গো প্রাণেরও বিঘাতোৎপত্তি হইতে পারে? ফলতঃ তাহাই ঘটিল, সুতরাং তুমি কাপুরুষ, অতিভীরু, নীচ বুদ্ধি, কৃতাকৃত, হিতাহিত, বিবেচনা হীন, তুমি ক্ষত্রিয় বন্ধু হইয়া এমত স্থলে স্বীয় বলে কেন ব্যাঘ্রকে ধৃত না করিলে, অতএব তোমার অজ্ঞান কৃত কর্ম্মকেও আমি জ্ঞানকৃত রূপে গ্রহণ করতঃ

আমি তোমাকে যবনত্ব প্রদান করিলাম, এ বিধায় বশিষ্ঠ কার্য্যকে অনার্য্যকার্য্য বলা সঙ্গত হয় না।

অভিশপ্ত হইয়া রাজা পৃষধ্র বশিষ্ঠের অগ্রে কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন। হে গুরো! আমি আপনার অখণ্ড শাপকে শিরস্যুপরি গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে ধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে জীবন যাপন করিব, এবং কোন্ কর্ম্ম দ্বারাই বা পরকাল জিত হইয়া পরম পদকে লাভ করিতে পারিব? তাহা উপদেশ করুন্। বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস! তোমাতে সাক্ষাৎ যবনত্ব প্রবিষ্ট না হইয়া, তোমার পুত্রাদিতে যবনত্ব প্রবেশ করিবে। তাহারা অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত যবন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এই ধরাতলে কর্ম্মক্ষেত্রে বাস করিবে, কিন্তু ক্ষত্রিয় কুলোচিত বেদোদিত কার্য্যসকল ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করাইবেক, কালে বহু পুরুষান্তে ত্রেতাযুগে এই সূর্য্য বংশে সগর নামে এক পুরুষ জন্মিবে, সেই তাহাদিগকে বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত করিয়া এই কর্ম্ম ভূমি যজ্ঞিয় দেশ হইতে দূরীকৃত করতঃ দ্বীপ দ্বীপান্তরে এবং গিরিকুট বন প্রদেশে সংস্থাপন করিবে, সেই পর্য্যন্ত তৎপুত্রেরা বৈদিক জাতির তিরস্কৃতরূপে ভিন্ন জাতি সংজ্ঞায় হীন হইয়া বাস করিবে, পশুবৎ শিশ্নোদর পরায়ণ, সর্ব্ব ধর্ম্ম ও সর্ব্ব কর্ম্ম বর্জ্জিত হইবে, কোন ক্রমে যজ্ঞিয় দেশে আর অবস্থিতি করিতে পারিবেক না।

এক্ষণে তোমাতে যবনত্বের অপ্রবেশ প্রযুক্ত তুমি যতিধর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সংসার হইতে বহির্গত হইয়া কৃত সন্ন্যাসে

ভগবদারাধনা করিয়া পরমা শান্তিকে উপলাভ করহ, কুল-গুরুর এই আজ্ঞায় পৃষধ্রু রাজা তাহাই করিলেন। যথা

আত্মন্যাত্মান মাধায়জ্ঞানতৃপ্তঃ সমাহিতঃ।
বিচচার মহীমেতাং জড়ান্ধ বধিরাকৃতিঃ॥

গুরূপদেশে রাজা পৃষধ্রু সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাতে আত্মাকে ধারণা করতঃ জ্ঞানতৃপ্ত এবং সমাহিতমনা অর্থাৎ আত্ম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জড়ের ন্যায় ও অন্ধের ন্যায় এবং বধিরাকৃতি রূপে এই সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

এবং বৃত্তোবনং গত্বা দৃষ্ট্বাদাবাগ্নি মুত্থিতং।
তেনোপযুক্ত করণো ব্রহ্মপ্রাপ পরং মুনিঃ॥

এইরূপ শীলসম্পন্ন মহারাজা পৃষধ্রু, একদা বন মধ্যে সমুত্থিত দাবাগ্নি দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যে আমার দেহন্যাসের প্রতি ইহাই প্রধান উপকরণ হইল, ইহা বলিয়া দাবাগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক স্বকলেবর ত্যাগ করিয়া মৌন যোগ যুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন।

পৃষধ্রের পুত্র, বৃক, বৃকের পুত্র বঙ্গসেন, তৎপুত্র কালঞ্জর, তৎপুত্র নার্ম্মদ, তৎপুত্র বীরকেতু, বীরকেতুর পুত্র আরুষ্কর, আরুষ্করের পুত্র, তুরুষ্ক, ঐ তুরুষ্ক শবরী কন্যার পাণি গ্রহণ করতঃ উত্তর রেখায় গিয়া বাস করেন, সেই তুরুষ্ক কতক গুলি যবনকে একত্র করতঃ আপনি রাজা হইয়া তত্রস্থ বন চ্ছেদন করিয়া এক পুরী নির্ম্মাণ করেন, এবং আপন নামে তাহার নাম রাখেন, আর তথায় যথাযোগ্য স্থানে যবনাদিকে বাস

করাইয়া আত্মবশে রাখিলেন, ধরা বিখ্যাত তন্নগরের নাম তুরুষ্ক হইল, এবং তন্নগরবাসী জন মাত্রকেই সকলে তুরুষ্ক জাতি বলিয়া খ্যাত করিল। তৎকালে তদ্দেশে তুরুষ্ক ভিন্ন অন্য জাতির বাস ছিল না।—পরে ঐ তুরুষ্ক বংশীয় ঋষীক নামে এক পুরুষ জন্মে, সে তুরুষ্ক দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতক গুলি যবনকে আত্মসাৎ করতঃ তাহার উত্তরে গিরিকুট মধ্যে সাগর সন্নিহিত বন প্রদেশে বাস করে, সেই স্থান হিমকেন্দ্র, হিমালয়ের শৃঙ্গাভ্যন্তর জন্য তাহাকে হিমবদ্দুর্গ বলিয়া সকলে খ্যাত করেন, ঐ ঋষীক কর্ত্তৃক এক নগর নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম ঋষীক দেশ, এক্ষণে তাহাকেই রুষ দেশ বলিয়া থাকে। তুরুষ্কের অপরাপর পুত্রেরাও এইরূপ এক এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপন আপন নামে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া লিখিব।

অপর মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি, তিনি কৈশোর বয়েসেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনার্থ অরণ্যানী প্রবেশ করেন।

অপর পুত্র " করূষ ,, তিনি স্বনামে নগর স্থাপনা করিয়া তথায় বাস করেন, তদ্দেশের নাম কারূষ, তৎ পুত্রেরা কারূষাখ্য ক্ষত্রিয়জাতি হইল, তদ্বংশেই দন্তবক্র জন্মিয়াছিল। সেই কারূষ রাজবংশেরা উত্তর খণ্ডের পথ রক্ষক হইলেন, তন্নিমিত্ত ঋষীকাদি যবনেরা যজ্ঞিয় দেশে আসিতে পারে না, সেই স্থান এখন " খায় বরপাশ ,, নামে খ্যাত।

অপর ধৃষ্টের পুত্র ধার্ষ্ট জাতি ক্ষত্রিয়, পৃথিবীতে বিখ্যাত

হয়, তাহারা দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করে, গোদাবরী তীরে তাহার রাজ্য হয়,কিন্তু সকলেই ইক্ষ্বাকুবংশের বশবর্ত্তী ছিল।

নৃগ রাজার পুত্র সুমতি, তৎপুত্র ভুতজ্যোতি, তাহার পুত্র বসু, বসুর পুত্র প্রতীক, তাহার পুত্র ওঘবান, ও কন্যা ওঘবতী, ওঘবানের বংশ পরে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, ওঘবতীকে সুদর্শন নামে কোন পুরুষ বিবাহ করেন, ইহার বংশও ক্ষত্রিয় রহিল না, পূর্ব্ব নৃগরাজা অনেক গো দান করতঃ বিপ্র বিরোধেদত্তাপহারিত্ব দোষে কৃকলাসত্ব প্রাপ্ত হন, পরে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে মুক্ত হইয়া স্বর্গ গমন করেন।

সন্দেহ নিরসন।

ছিন্নমস্তার উপাখ্যান।

ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন! হে প্রভো! মহাদেবী ছিন্নমস্তার এই মাত্র স্থূলরূপ বৃত্তান্ত শ্রুত হইলাম, এতদ্ব্যতীত ইহার আর সূক্ষ্ম অর্থ কি আছে? যাহাতে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ জ্ঞানোদয় হইতে পারে?

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! মহামায়ার ছিন্নমস্তারূপে এই উপদেশ মাত্র লভ্য হইতেছে, যে পরমাত্মাই ভিন্ন২ শক্তি রূপে সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সকল রূপই উপাস্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল, এই জগতে যত স্ত্রী রূপ আছে, সে সকলই মহামায়ার রূপ ইহাতে সকল স্ত্রীকেই তদ্রূপ জ্ঞানে অর্চ্চনাদি করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইহা পুরাণেও কহিয়াছেন। যথা

নিত্যং স্ত্রীপূজয়েদ্যস্তু বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।
প্রকৃত্যস্তস্য তুষ্টাশ্চ যথাকৃষ্ণো দ্বিজার্চ্চনে ॥ ইতি
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ডং।

যে ব্যক্তি বস্ত্রালঙ্কার চন্দনাদি উপকরণ দ্বারা নিত্য স্ত্রীলোকের অর্চ্চনা করে, তাহার প্রতি এই দশ মহাবিদ্যা মহা প্রকৃতিরা পরিতুষ্টা হইয়া সদ্গতি প্রদান করেন, যেমন ব্রাহ্মণের অর্চ্চনাতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হয়েন।

ইত্যর্থে সকল স্ত্রীই যে তদ্রূপ তাহাতে সংশয় কি? যদি কেহ বলেন,যে কুমারী স্ত্রী পূজার বিধি আছে, তিনি কুমারী-রূপা, তদ্ব্যতীত অন্য স্ত্রীরূপা না হন, তন্নিমিত্ত কালীতারা দিরা যুবতি রূপা হন, যদি বল যুবতি স্ত্রী পূজ্যা, বৃদ্ধা এবং বিধবা পূজ্যা কি রূপে হইতে পারে? তাহাতে বৃদ্ধা বিধবা রূপে ধূমাবতী মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে, ভাল ইহা ও গ্রাহ্য করিলাম, কিন্তু রজস্বলা স্ত্রী অস্পৃশ্যা, সর্ব্ব-শাস্ত্রেই রজস্বলা স্পর্শ নিষেধ আছে, ইহাতে রজস্বলা স্ত্রী পূজার্হা কোনক্রমেই হইতে পারে না? যেহেতু বিদ্যারূপে রজস্বলা মূর্ত্তির দর্শন হয় না। উত্তর, মহাবিদ্যা মধ্যে রজ-স্বলা মূর্ত্তি ছিন্নমস্তা।—যখন ত্রিকোণাকার বেদী,রতিকাম বিপ রীত রতে সংমুগ্ধ,তাহাতে আসন, যখন কবন্ধ গলিত ত্রিধারা শোণিত দেখিতেছ, তখন বিশেষ বিবেচনা করিলেই রজস্বলা মূর্ত্তির লক্ষণ লক্ষিত হইবে। ছিন্নমস্তাদেবীর বিবরণঅতি গোপন তত্ত্ব, ইহার সম্যক্ রূপ অর্থ করিতে হইলে অনেক গুপ্ত কথা বাহির করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের

বিশেষ বোধে হইতে পারে, যেহেতু সে বিষয় সাধক ব্যতীত অন্যের অবিজ্ঞাত, বিশেষতঃ অনেকেই তদ্বিষয়ে অনেক সংশয় করে, তাহাতেই তৎপ্রকাশে আমার যত্ন হইয়াছিল। এবং প্রকাশ করিতে আরম্ভও করিয়াছিলাম, সংপ্রতি লিপি কালে আমার চিত্তে একরূপ ভীতি আসিয়া উপস্থিতা হইল, যে তজ্জন্য সমস্ত শরীরে সহসা কেপথু জন্মিল, সেই কম্প জন্য সমস্ত শরীরও সমস্ত অবয়ব অবশ হইয়া উঠিল, আর লেখনী ধারণে ক্ষমতা হইল না, হস্ত হইতে লেখনী পরিচ্যুতা হইয়া ভূশায়িনী হইলেন, আঘূর্ণিত শিরা হইয়া আমিও অনেকক্ষণ স্তব্ধ প্রায় থাকিলাম। বহুক্ষণাবসানে সম্বিৎলাভ করতঃ ভাবিলাম এ কি? একরূপ ঘটনা কেন হইল? ইহা ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত দিবসই অসুখে অবসান হয়, সায়ংকালে হটাৎ শিরোবেদনা, ও গাত্রে শীতকার জন্মিল, এবং অগ্নির ন্যায় গাত্র উষ্ণ হইল, তাহাতে অনুভব করিলাম অদ্য আমি জ্বরী হইলাম, ফলে সে প্রকৃত জ্বরই বটে, জ্বর যোগে নিদ্রাবস্থায় রাত্রে প্রলাপবৎ স্বপ্নানুমান হইল, কোনরূপ দেখিলাম না, কেবল এই বাক্য মাত্র শ্রবণ হইল, যে ছিন্নমস্তার সম্যক্ বিবরণ ব্যক্ত করিহ না। অনন্তর প্রভাত কালে চিন্তমান হইয়া আর লিখিতে পারিলাম না, এতদ্বিষয়ের স্বরূপার্থ প্রকাশে অশক্ত হইয়া অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছি, এক্ষণে দশ মহাবিদ্যার বিষয় লিখিতে আর হস্তক্ষেপ করা বিধেয় বোধ করিতে পারিলাম না, পরে যাহা হউক্।

অথ আশ্রম ধর্ম্ম কথন।

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাং।
জন্মকর্ম্মা বদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রম চোদিতাঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের ধর্ম্ম কহিতেছেন, ইহাদিগের বিশুদ্ধ কুলে জন্ম হেতু কর্ম্ম ও আচার দ্বারা পরিশুদ্ধ হন, তৎকুলজাত দিগের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিহিত আচরণা ভাব।—শূদ্রাদির বর্ণ ধর্ম্ম এই যে কেবল ত্রৈবর্ণি-কের সেবা পরিচর্য্যা করা, গৃহাশ্রম ব্যতীত ইহাদিগের অন্যাশ্রম নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যা প্রতিগ্রহঃ।
রাজ্ঞোবৃত্তিঃ প্রজা গোপ্তুর বিপ্রাদ্বাকরাদিভিঃ ॥

মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম মাত্র উপজীবন হয়, যথা যজন, যাজন,অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয় বৃত্তি প্রজা পালন কিন্তু বিপ্রেতর ব্যক্তি হইতে কর গ্রহণ। আর যজন, অধ্যয়ন, দান, এতদ্ভিন্ন যাজন, অধ্যাপনা, প্রতি-গ্রহ করিবেক না।

বৈশ্যস্তুবার্ত্তা বৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনোভবৎ ॥

বৈশ্যবৃত্তি বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গো রক্ষা, এবং ঋণাদি প্রদান দ্বারা বৃদ্ধি গ্রহণ। আর নিত্য ব্রাহ্মণ কুলের অনুগামী হইবে,। শূদ্র বৃত্তি ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা, এবং স্বামীর নিকট হইতে ভৃতক গ্রহণ দ্বারা দারাপত্যাদির প্রতি পালন করিবে। অর্থাৎ চাকরী করা শূদ্রের স্বীয়-বৃত্তি হয়।

বার্ত্তা বিচিত্রাশালীন যাযাবর শিলোঞ্ছনং।
বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্দ্ধৈবং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা॥

উপরি উক্তা বৃত্তি ভিন্ন ব্রাহ্মণের অপর চারি বৃত্তি আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন বার্ত্তা, বিচিত্রা, শালীন, শিলোঞ্ছান, অর্থাৎ বৈধ ব্যবসায় করণ, অথবা কৃষিকরণ, আর ভিক্ষা, শীল উঞ্ছন। শালিক্ষেত্রে স্বামিত্যক্ত পতিত ধ্যান্যাদির পরিগ্রহণ।

অধমো নোত্তমাং বৃত্তি মনাপদি ভবেন্নরঃ।
ঋতে রাজন্য মাপৎসু সর্ব্বেষ মপিসর্ব্বশঃ॥

নীচব্যক্তি উত্তমাবৃত্তি অনাপদেও গ্রহণ করিবে না, এবং আপৎকালেও নহে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতির অধ্যাপনাদি রূপাবৃত্তি শূদ্রাদিরা গ্রহণ করিতে পারে না,কেবল ক্ষত্রিয়েরা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রতিগ্রহ ত্যাগী হইবে।

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্ত মৃতেন প্রমৃতেনবা।
সত্যা নৃতাভ্যা মপিবা নশ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥

ঋতা, অমৃতা, দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, অথবা মৃতা কি প্রমৃতা বৃত্তি করিবেন, সত্যা, অনৃতা বৃত্তিই বা করুক, কিন্তু ব্রাহ্মণাদিরা শ্ববৃত্তি অর্থাৎ দাস্যকর্ম্ম কখনই করিতে পারিবেন না।

ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতং।
মৃতন্তু নিত্যং যাচ্ঞাস্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং॥

ঋতবৃত্তি উঞ্ছশিল, অমৃতা অযাচিতা বৃত্তি, নৃতাবৃত্তি নিত্য ভিক্ষা, প্রমৃত চাসকর্ম্ম হয়। ইহা ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য পর পরশ্রেষ্ঠ হয়।

সত্যামৃতাভ্যাং বাণিজ্যাং শ্ববৃত্তির্নীচ সেবনং।

সত্যামৃতা বৃত্তি বাণিজ্য, ইহা আপৎকালে অর্থাৎ স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রার প্রমাদে বাণিজ্যাদি ব্রাহ্মণেরা করিতে পারেন, শ্ববৃত্তির নাম নীচ সেবান, অর্থাৎ চাকরী করা, ইহা ব্রাহ্মণের কোন কালেই কর্ত্তব্য নহে।

বর্জ্জয়েত্তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাং।
সর্ব্ব দেবময়ো বিপ্রঃ সর্ব্ব দেবময়ো নৃপঃ।।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা এই নিন্দিতা বৃত্তি দাসত্ব করা সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিবেন, যেহেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্ব দেবময় এবং রাজাও সর্ব্বদেবময় হয়েন।

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়া চ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্ম লক্ষণং।।

ব্রাহ্মণের এই লক্ষণ, সর্ব্বদা অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন ও বাহ্যে-ন্দ্রিয়ের সংযম,তপস্যা করণ, সর্ব্বদা সন্তোষ,ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট, সারল্য, জ্ঞানচর্চ্চা, সর্ব্ব জীবে দয়া, আর সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব চিন্তন, এবং সত্যবাক্য কথন।

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতি স্তেজ স্ত্যাগ শ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্র লক্ষণং।।

ক্ষত্রিয়ের এই লক্ষণ, শূরত্ব, যুদ্ধোৎসাহ, বীর্য্য, প্রভাব, ধৈর্য্য, তেজস্বীতা প্রাগল্ভ্য, বদানশীলতা, আত্মজয়, শরী-রাদিকে বশেরাখন, সত্যবাক্য কথন, ব্রহ্মণ্যতা, বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক ইষ্টনিষ্ঠতা, প্রসাদ প্রসন্নতা।

দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তি স্ত্রিবর্গ পরিপোষণং।
আস্তিক্য মুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্য লক্ষণং।।

বৈশ্যের লক্ষণ এই, দেব ব্রাহ্মণ গুরু বিষ্ণুতে দৃঢ় ভক্তি, ধর্ম্মার্থকাম এতৎ ত্রিবর্গ পরি পালন, আস্তিকতা, উদ্যম, বাণিজ্যাদি কর্ম্মে নিত্য উৎসাহ, এবং দক্ষতা।

শূদ্রস্য সন্নতিঃশৌচং সেবা স্বামিনামায়য়া।
অমন্ত্র যজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্য গোবিপ্ররক্ষণং।

শূদ্রের লক্ষণ এই সন্নতি, নম্রশীল ও ত্রিবর্ণকে প্রণতি করিবে, সদাচার বিশিষ্ট হইবে, দাসত্ব করিবে এবং অকপটে প্রভু সেবন, বেদপাঠ ও যজ্ঞাদি করিবে না, অন্যায় পুর্ব্বক পরস্ব হরণে পরাংমুখ হইবে, আর সত্যবাক্য কহিবে, সর্ব্বদা যত্ন দ্বারা গো ব্রাহ্মণের রক্ষা করিবে।

বিল্ল মহাত্ম্য।

সর্ব্ব জনের পরিজ্ঞানার্থ বিল্লবৃক্ষ, এবং তৎপত্রাদি মাহাত্ম্য বর্ণন করাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে লিখিতে আরম্ভ করিলাম, যেমন তুলসীমাহাত্ম্য, সেই রূপ বিল্লমাহাত্ম্যকেও জানিতে সকলে বাসনা করেন, যদ্রূপ হরিহরাদির অভেদ, তদ্রূপ বিল্ল তুলসীতেও অভেদজ্ঞান করিতে হইব, বিল্ল মহিমা জানিলেই বিল্লে ভক্তি হয়, এ কারণ যথা প্রমাণ দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের হিত সাধনার্থ প্রকটন করিতেছি। যথা

বিল্লমুলং মহেশানি সমন্তাৎ শোড়শংকরং।
জটাস্বরূপং হি মম পর্ণং জানীহি সুন্দরি॥ ১ ॥ ইতি
যোগিনীতন্ত্রং পূর্ব্ব খণ্ডে ৫ পটলং॥

হে মহেশানি! চারিদিকে ষোড়শ হস্ত পরিমিত বিল্ব-মূল হয়। হে সুন্দরি! বিল্বপত্রকে আমার জটা স্বরূপ নিশ্চয় জানিহ॥ ১ ॥

ঋগযজুঃ সামসদৃশঃ ত্রিদলঞ্চ বরাননে।
শাখাশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণি জানীহিমীনলোচনে॥ ২ ॥

হে বর মুখি দুর্গে! বিল্বপত্রের যে তিনটি দল, তাহা ঋক্-যজুঃ সাম এই বেদত্রয় স্বরূপ হয়। হে সফরীনয়নে! আর বিল্ববৃক্ষের শাখা সকলকে সমস্তশাস্ত্র রূপ জানিবে॥ ২ ॥

কল্পবৃক্ষঃ সমোবিল্বো ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকঃ।
মহালক্ষ্মী বিল্বরূক্ষা জাতঃ শ্রীশৈল পর্ব্বতে ৩ ॥

বিল্ববৃক্ষ কল্পবৃক্ষের সমান, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিদেব স্বরূপ, শ্রীশৈল নামে যে পর্ব্বত, তাহাতেই মহালক্ষ্মী বিল্ববৃক্ষ হইয়া জন্মিয়াছেন॥ ৩ ॥

দেব্যুবাচ। কথংসা বিষ্ণুবনিতা বিল্বরূক্ষাবভূদিহ।
জ্যোতীরূপং মদংশা প্রার্থিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদা॥ ৪ ॥

মহাদেবী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে প্রভো! মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনি কি প্রকারে শ্রীশৈলে বিল্ববৃক্ষ রূপে আবির্ভাব হইলেন, ঐ মহাজ্যোতীরূপা, আমার অংশা মহালক্ষ্মী, তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা প্রার্থ-নীয়া হয়েন॥ ৪ ॥

শিবউবাচ। তত্রামদনুগ্রহাদ্বাণী সর্ব্বেষাং প্রিয়তাংগতা।
বিষ্ণোরতি প্রিয়া নিত্যং সাভূৎ সরস্বতী সদা॥ ৫ ॥

পার্ব্বতী প্রশ্নে মহাদেব কহিতেছেন, হেদুর্গে! সেই বৈকুণ্ঠে পূর্ব্বে আমার অনুগ্রহে সারদাসরস্বতী সকলের প্রিয়তরা

এবং নিত্য ভগবান নারায়ণের অতি প্রিয়া মহিষী হইয়া-ছিলেন॥ ৫॥

তাদৃক্ প্রীতির্নলক্ষ্ম্যাঞ্চ জায়তে কেশবস্যচ।
ইতি চিন্তা পরালক্ষ্মী র্যযৌ শ্রীশৈল মন্দিরং॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী প্রীতি সরস্বতীতে জন্মিল, তাদৃক্ ভাব লক্ষ্মীতে জন্মিল না। মহালক্ষ্মী তদ্দৃষ্টে মহতী চিন্তাতে আপন্না হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে তিরোভূতা হন, এবং শ্রীশৈলে শিবমন্দিরে গমন করেন॥ ৬॥

প্রাপ্যমল্লিঙ্গ মেকান্তং তপস্তেপেহতি দারুণং।
তথাপি যদি নৈবাভূৎ কৃপামে পরমেশ্বরি।
তদাসা বৃক্ষরূপেণ স্থিতালিঙ্গ প্রিয়াসতী॥ ৭॥

হে পরমেশ্বরি! সেই শ্রীশৈলে নির্জ্জন স্থানে আমার এক লিঙ্গ সম্প্রাপ্তা হইয়া তদারাধনা পূর্ব্বক সুদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন, তথাপিও আমার কৃপা যখন না হইল, তখন সেই বিষ্ণুপ্রিয়া পরমাসতী বৃক্ষরূপ ধারণপূর্ব্বক আমার লিঙ্গ সন্নিহিত সংস্থিতা হইলেন॥ ৭॥

পত্রৈঃপুষ্পৈঃফলৈঃস্বীয়ৈঃ পূজয়ামাস সন্ততং।
কোটিবর্ষং মহাদেবি ততোমেঽনুগ্রহো ভবেৎ॥ ৮॥

স্বীয়পত্র পুষ্প ফলদ্বারা আমার পূজা করিয়া কোটি বৎ-সর অতিপাত করিলেন, পরে তাঁহার প্রতি আমার অনু-গ্রহ হয়॥ ৮॥

তেনৈবানুগ্রহেণৈব বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থিতা ভবৎ।
সদৈব পরমেশানি বিপ্রবশ্যা সদৈবহি॥ ৯॥

সেই অনুগ্রহ প্রভাবে মহালক্ষ্মী নিরন্তর নারায়ণের

বক্ষঃস্থলে সংস্থিতা হন। হে পরমেশ্বরি! ঐ শ্রীবৃক্ষ ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বদা বন্দ্যা হইলেন॥ ৯ ॥

অতস্তৎকারণাদ্দেবি তদ্রূপেণ হরিপ্রিয়া।
সদৈব পূজয়েন্মাংসা মদ্ভক্তা চাতুলাশিবে॥ ১০ ॥

হে দেবি! হে শিবে! একারণ তদ্রূপ প্রকারে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী আমার অতুল্যাভক্তা হইয়া, আমাকে সর্ব্বদাই পূজা করিয়া থাকেন॥ ১০ ॥

অতস্তদ্বৃক্ষ মাশ্রিত্য তিষ্ঠাম্যহঞ্চ দিবানিশিং॥ ১১ ॥

হে পার্ব্বতি,! আমা প্রতি লক্ষ্মীর অতুল্যাভক্তি হেতুক আমি অতন্দ্রিত দিবারাত্রি তদ্দেহোদ্ভব শ্রীফলবৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া রহিয়াছি॥ ১১ ॥

সর্ব্বতীর্থময়ো দেবি সর্ব্বদেবময়ঃ সদা।
শ্রীবৃক্ষঃপরমেশানি অতএব নসংশয়ঃ॥

হে দেবি! হে মহেশ্বরি! এই হেতু, শ্রীফল বৃক্ষ সর্ব্বতীর্থময় এবং সর্ব্বদা সর্ব্বদেবময় হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

তৎফলৈস্তৎপ্রসূনৈর্ব্বা তৎপত্রৈর্ষঃ প্রপূজয়েৎ।
তৎকাষ্ঠ চন্দনৈর্ব্বাপি সমেভক্তঃ সমেপ্রিয়ঃ॥

বিল্বপত্র, বিল্বপুষ্প, ও বিল্বফল, এবং বিল্বকাষ্ঠ ঘর্ষিত চন্দন দ্বারা যে ব্যক্তি আমার পূজা করে, ত্রিলোক মধ্যে সেই আমার প্রিয় ও সেই আমার পরম ভক্ত হয়॥

তৎকাষ্ঠ চন্দনংভালে যোধারয়তি সম্ভ্রমাৎ।
তত্তস্তং শিববুদ্ধ্যাসা নমেদ্দেবী মুদান্বিতা॥

সম্ভ্রম প্রযুক্ত বিল্বকাষ্ঠ সম্ভব চন্দন কপালদেশে যে ব্যক্তি

ধারণ করিয়া থাকে, শিব বুদ্ধিতে হর্ষযুক্ত হইয়া তাহার তনুকে দেবরূপ জানিয়া দেবীগণেরা প্রণাম করেন।

অতস্তচ্চন্দনং দেবি নধারয়ন্তি কশ্চন।
তৎপত্রং তৎপ্রসূনং বা কদাপি ধারয়েন্নহি ॥

সমস্ত দেব দেবীগণ ও সমস্ত ঋষিগণ নর সামান্য ব্যক্তিকে প্রণাম করিবেন, এ কারণ নিষেধ করিয়াছেন, যে বিল্ল কাষ্ঠ ঘর্ষিত চন্দন, ও বিল্লপত্র এবং বিল্লপুষ্প শিরে বা কর্ণে, কদাপি ধারণ করিবেক না।

বিল্বমূলে মহেশানি প্রাণাংস্ত্যজন্তি যোনরঃ।
রুদ্রদেহো ভবেৎসদ্যঃ পাপকোটি যুতোপিসন্ ॥

বিল্ল বৃক্ষমূলে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কোটি পাপযুক্ত হইলেও তৎক্ষণাৎ শিবরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন।

বিল্লবৃক্ষ মহাদেবি ভগবান শঙ্করঃস্বয়ং!
বিল্লবৃক্ষতলেস্থিত্বা যদি প্রাণাং স্ত্যজেৎ সুধীঃ।
তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিন্তস্য তীর্থকোটিভিঃ ॥

হে মহাদেবি! হে পার্ব্বতি! বিল্লবৃক্ষ সাক্ষাৎ ভগবান শিবরূপ হয়। এ কারণ বিল্লবৃক্ষ মূলে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক সুধীব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ অপুনর্ভব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সম্বন্ধে আর কোটি তীর্থও পবিত্র কারণ হয় না।

যত্রব্রহ্মাদয়োদেবা স্তিষ্ঠন্তি শক্তিহেতবে।
বিল্লবৃক্ষ তলেস্থানং যদি বিপ্রাদিপূরিতং।
তদেবশাঙ্করং ক্ষেত্রং সর্ব্বতীর্থময়ং সদা ॥

ব্রহ্মাদিদেবগণ সকলে শক্তিলাভ কারণ বিল্লবৃক্ষ মূলে

সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন, বিল্ববৃক্ষ মূলে স্থান যদিও বিষ্ঠাদিতে পরিপূর্ণ থাকে, তথাপি সে শঙ্করক্ষেত্র, সমস্ত তীর্থময় হয়।

সর্ব্বপীঠময়ং তত্তু সর্ব্বদেবময়ং সদা।
নত্যাজেচ্ছঙ্করং ক্ষেত্রং নচগঙ্গাং ত্যজেৎপ্রিয়ে॥

হে প্রিয়ে! সম্যক্ পীঠময় বিল্ব মূল স্থান, এবং সর্ব্ব দেবময় বিল্ববৃক্ষ, বিল্বমূল শিবক্ষেত্র সর্ব্বদা সেবা, কদাপি ত্যাগ করিবেক না, যেমন গঙ্গাক্ষেত্র ও গঙ্গাতীর ত্যজ্য নহে।

সমীপেষ চ চার্ব্বঙ্গি বিল্ববৃক্ষো যদিপ্রিয়ে।
কাশীপুর সমংতচ্চ তত্রপ্রাণাংস্ত্যজেদ্যদি।
কিন্তস্য কোটিতীর্থেন কাশীবাসেন কিং প্রিয়ে॥ ইতি।

হে শোভনাঙ্গি পার্ব্বতি! হে প্রিয়ে! পুরীসন্নিধি যদি বিল্ববৃক্ষ সংস্থিত হয়, সেই স্থান কাশীপুরের সমান জানিহ, যদি সেই স্থানে অর্থাৎ বিল্বসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে তাহার কোটিং তীর্থে আর প্রয়োজন কি? এবং কাশীবাসেই বা কি ফল? অর্থাৎ বিল্বমূলেই তাঁহার অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়!

বিল্বমূলে বেদী করণ।

বেদিকাংরচয়িত্বাতু স্বস্তিবাচন পূর্ব্বকং।
ঈশানাদগ্নিকোণান্তং ততোপি রাক্ষসং বিশেৎ।
রাক্ষসাৎ বায়ুকোণান্তং বাবন্নায়ুন্মহেশকং।
চতুর্দ্দিক্ষুসমং ভূমিং গৃহ্ণীয়াদ্যোগ হেতবে॥

কৃত স্নানাদি যথা বিহিত গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন সংকল্প করণপূর্ব্বক যোগসিদ্ধির নিমিত্তে বিল্বমূলেবেদিকা রচনা করিবে, অনন্তর সম পরিমাণে

ঈশানীকোণ হইতে নৈঋত কোণ পর্য্যন্ত, এবং নৈঋত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, বায়ুকোণ হইতে ঈশান-কোণ পর্য্যন্ত চারিদিকে সমান ভূমি গ্রহণ করিবেক।

অষ্টহস্তং ভবেদ্দৈর্ঘ্যং বিস্তৃতঞ্চ তথাপ্রিয়ে।
ঊর্দ্ধং বিতস্তিমানং স্যাৎ বেদিকাং পরিশোভিতাং॥

হে প্রিয়ে! দীর্ঘে অষ্ট হস্ত, প্রস্থেও অষ্ট হস্ত প্রমাণ হইবে, ঊর্দ্ধে এক বিতস্তি অর্থাৎ বিঘৎ পরিমাণে শোভন-রূপে বেদিকা নির্ম্মাণ করিবেক।

তদূর্দ্ধন্তু মহাবেদীং সমন্তাৎ-ষোড়শং করং।
পূজাস্থানন্ত তদ্বিদ্ধি সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃপ্রিয়ে॥

হে প্রিয়ে! পার্ব্বতি! ঐ অষ্ট হস্ত বেদির উপরিভাগে চারিদিগে ষোল কর প্রমাণে অর্থাৎ দীর্ঘ প্রস্থে চারি হস্ত প্রমাণে বেদিকা করিবে, তাহাতেই পূজা স্থান জানিহ, এইরূপ সর্ব্বত্র বিধি হয়, ইহার নাম মহাবেদী সর্ব্বত্র এইরূপ বিধিপদে পঞ্চবটাদিবেদী স্থাপন বিধি গ্রহণ করিতে হইবে। অথবা শ্মশানাদিতে যোগ স্থানেরও এই বিধি হয়।

প্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা চিৎপুর রোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুংপরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

৫৯ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ২৯ পৌষ।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান।

নৃগরাজার বংশ বিস্তার কথনানন্তর নরিষ্যন্তের বংশ কহিতেছি, ইক্ষ্বাকু ভ্রাতা নরিষ্যন্ত সুকন্যানমে তন্মহিষী, তদ্গর্ভে " চিত্র সেন নামে ,, এক পুত্র জন্মে।

নরিষ্যন্তো মহীপালো বর্ষাণামযুতং ত্রয়ং
রাজ্যং কৃত্বাত্মজে রাজ্যং দত্বাস গতবানবনং ॥

মহারাজা নরিষ্যন্ত ত্রিংশৎসহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ পুত্রে রাজ্য সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থে বন প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া চিত্রসেন "পঞ্চোন ষষ্টি সাহস্রং বর্ষং রাজ্যং চকারহ„ ইতি। পঞ্চান্ন হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া তিনি স্বর্গ গমন করেন, তৎপুত্র "ঋক্ষ„ এই পৃথিবীতে পিতার ন্যায় রাজ্য করতঃ তৎ সমকাল প্রাপ্তে তপস্যার্থে বন গমন করেন। তৎপুত্র "মীঢ়বান„ মীঢ়বানের পুত্র "পূর্ণ„ তৎপুত্র ইন্দ্রসেন, ইন্দ্রসেনের পুত্র "বীতিহোত্র„ বীতিহোত্রের পুত্র "ভদ্রসেন„ তৎপুত্র "সত্যশ্রবাঃ„ সত্যশ্রবার পুত্র "উরুশ্রবাঃ„ তৎপুত্র "দেবদত্ত„ এই দশ পুরুষ পিতৃসম কাল রাজ্য করিয়া প্রাপ্তকালে কেহ তপস্যার্থে কে হবা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র "অগ্নিবেশ্য„ ঐ অগ্নিবেশ্য সাক্ষাৎ অগ্নি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করেন। "অগ্নি বেশ্যো মহীং শাস্তি চত্বারিংশৎ সহস্রকং ইতি„ অগ্নিবেশ্য চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া স্বর্গগত হন। তাঁহার রাজ্য শাসন কালে আগ্নেয় কার্য্য অনেক প্রকার প্রকাশ হইয়াছিল, ইনি সাক্ষাৎ ঋষিচর্য্যায় লোকোপকারার্থ অশ্বিনীকুমারের শিষ্য হইয়া চরক নামক বৈদ্যক গ্রন্থ মহীতলে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র "কানীন„ নামে বিখ্যাত„ কানীনের পুত্র "জাতুকর্ণ„ তিনি রাজর্ষি প্রবর, সংগীত বিদ্যায় সুনিপুণ, তাহার সংগীতে পাষাণ সকল গ-

লিত হইয়াছিল, এবং তৎকালে তৎস্থানে সংগীত শ্রবণেচ্ছায় বন হইতে হরিণাদি পশু সকল সমাগত হয়, তাহারা আর্দ্র-প্রস্তরে চরণার্পণ করাতে চিহ্ন হইয়া ছিল, অদ্যাপি তচ্চিহ্নাঙ্কিত নার্ম্মদ পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ জাতুকর্ণের তপস্যা প্রভাবে তৎকুলজাত ক্ষত্রিয় সকল ব্রাহ্মণ হয়, যথা "ততোব্রহ্মকুলংজাত মাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ,, আগ্নিবেশ্যাশ্রিত কুল মাত্রের ক্ষত্রত্ব নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মকুলত্ব প্রাপ্তি হইল। মহারাজা নরিষ্যন্তের বংশ এই পর্য্যন্তই সীমা হয়, অতঃপর "দিষ্ট,, রাজার বংশ শ্রবণ করহ।

দিষ্ট রাজা নর্ম্মদানাম্নী পত্নীর পাণিগ্রহণ করতঃ তাহাতে "নাভাগ,, নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। পূর্ব্বে মনুপুত্র যে নাভাগ নামে জন্মিয়াছিলেম, তিনি অন্য, তৎবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব নিবৃত্তি হইয়া কর্ম্ম বৈষম্য হেতুক যে সকল বৈশ্য হইয়াছিল, দিষ্টপুত্র নাভাগেরই বংশ ক্ষত্রিয় থাকিল, "পঞ্চাশীতি সহস্রাণি বর্ষাণি সনরাধিপঃ। রাজ্যং কৃত্বা গতঃ স্বর্গং নাভাগ মকরো ন্নূপং,, দিষ্ট পঞ্চাশীতি সহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়া নাভাগকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ স্বর্গলোকে গমন করেন। "নাভাগঃ পঞ্চ চত্বারিংশৎ সহস্রাণি ভূমিপ,, "নাভাগ পঞ্চ চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ রাজ্য করতঃ তপস্যার্থে অরণ্যাণী প্রবেশ করেন। তস্য পুত্র" ভলন্দন,, ভলন্দনের পুত্র,, বৎসপ্রীতি,, তৎ পুত্র"প্রাংশু,, প্রাংশুর পুত্র. "প্রমতি,, তাহার পুত্র "খনিত্র,, খনিত্র পুত্র "চাক্ষুষ,, তৎ পুত্র, বিবিংশতি,, বিবিংশতির পুত্র "রম্ভ,, রম্ভের পুত্র "খনীনেত্র,, তিনি

অতিধার্ম্মিক, তদাত্মজ, "করন্ধম,, করন্ধমের পুত্র," নৃপ, নৃপের পুত্র "বিবিক্ষিৎ,, বিবিক্ষিৎ পুত্র "মরুত্ত,, ঐ মরুত্ত তৎকালে চক্রবর্ত্তী সম্রাট ছিলেন। নাভাগ অবধি মরুত্তপর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পুরুষ সমান বর্ষ রাজ্য ভোগ করেন, বিশেষতঃ মরুত্ত রাজা কিছু কাল অধিক জীবিত ছিলেন, পঞ্চোন সপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া সুরলোক গত হন। মরুত্ত মহা-যাজ্ঞিক, যাহার যজ্ঞের তুল্য যজ্ঞ করিতে কোন রাজাই সক্ষম হন্ নাই" গৌড়েচ যজ্ঞং কৃতবান্ মরুত্তঃ শত বার্ষিকং। মরু-ত্তস্য যথাযজ্ঞো নতথান্যোস্তি ভুভুজাং।,, গৌড়দেশে বিন্ধ-পাদ বিনিসৃতা নদী তীরে শিলাময়ী ও বালুকাময়ী ভুমিতে এক ক্রোশ পরিমিত কুণ্ড করতঃ যজ্ঞ করেন, চারিদিকে চারিজন হোতা আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, ভাগবতে কহেন।

অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ। ০।
সর্ব্বং হিরণ্ময়ং ত্বাসীদ্ যৎকিঞ্চাস্যাস্য ভাজনং।। ইতি।

যে যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র সোমপান করতঃ মত্তহন্ এবং প্রভূত দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণেরা পরম হৃষ্ট হইয়াছিলেন। মরুতগণেরা পরিবেশক, বিশ্বে দেবগণ সভাস্তার ছিলেন, আর যে সকল ভোজন পাত্র ও জল পাত্র পীঠাদি সকলই স্বর্ণময় ছিল, তাঁহার যজ্ঞের মত শোভন যজ্ঞ কেহই করেন নাই।

প্রত্যহ একলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন হইত, তাঁহারদিগের প্রত্যে-

কের বসিবার স্বর্ণপীঠ, স্বর্ণ ভোজন পাত্র, জল পাত্র, ভোজনাবসানে সে সকল পরিত্যাগ করিতেন, পর দিন পুনর্ব্বার নূতন ভাজন দিতেন, কদাপি উৎসৃষ্ট ভাজন গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ অবাদে এক শত বৎসর যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞ স্থানের মৃত্তিকা পরিদগ্ধ হয়, তদঙ্গার সকল ঘৃত মিশ্রিত স্তূপাকার হইয়াছিল, মৃত্তিকা সকল স্ফুটিতা হইয়া তাহাতে ঘৃত প্রবেশ করে, বহুদূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতলে যজ্ঞাঙ্গার পোথিত হয়, এবং মৃত্তিকাও দগ্ধ হইয়া ঘৃতাক্ত প্রস্তর বৎ যোজনায়ত স্থান ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই মহা যাজ্ঞিক মরুত্ত রাজা ৬৫ সহস্র বৎসর রাজ্য করতঃ " দম" নামক পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হন্।

দমরাজার পুত্র "রাজ বর্দ্ধন,, তৎ পুত্র " সুধৃতি,, সুধৃতির পুত্র "নর,, তৎ পুত্র "কেরল,, যিনি স্বনামে দক্ষিণদিকে এক নগর স্থাপন করেন, অদ্যাপি তাহাকে দক্ষিণদিগ ভাগে কেরল দেশ বলিয়া খ্যাত করে, কেরলের পুত্র "ধুন্ধুমান্,, ধুন্ধুমানের পুত্র "বেগবান,, তাহার পুত্র "বুধ,, বুধের পুত্র "তৃণবিন্দু,, ইনি অলম্বুষা নাম্নী বরাপ্সরাকে পরিগ্রহণ করতঃ তাহাতে বহু পুত্র উৎপাদন করেন, এবং "ইলবিলা,, নামে একা কন্যা উৎপন্ন হয়, ঐ কন্যাকে পুলস্ত্য পুত্র বিশ্রবা ঋষি বিবাহ করেন, তাহার গর্ভে কুবেরের উৎপত্তি হয়, এই কুবের সর্ব্ব যোগেশ্বর পিতা হইতে পরমা যোগ বিদ্যা প্রাপ্ত হন্। তৃণ বিন্দুর, পুত্র, বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধূম্রকেতু, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিশাল বংশধর রাজা হন, অন্য দুই জন বংশ হীন হইয়া

বিশাল স্বনামে বৈশালী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজ্য করেন, অদ্যাপি সেই পুরী বিশালা নামে উত্তর হিম শৃঙ্গে তীর্থ রূপে বিখ্যাতা রহিয়াছেন। ইলবিলা পুত্র সূর্য্যারিক দেশে আশ্রম করিয়া রাক্ষসা বাসে অবস্থিতি করিলেন।

বিশালের পুত্র "হেমচন্দ্র,, হেমচন্দ্রের পুত্র "ধূম্রাক্ষ,, ধূম্রাক্ষের পুত্র "সংযম,, সংযমের দুই পুত্র, "কৃশাশ্ব ওসহদেব,, কৃশাশ্বের পুত্র "সোমদত্ত,, ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সুরপতি ইন্দ্রকে প্রসন্ন করেন, এবং যোগির দিগের যে গতি সেই গতিকে লাভ বরিয়াছিলেন। সোমদত্তের পুত্র "সুমতি,, সুমতির পুত্র "জনমেজয়,, ইহারা বিশাল পুত্র বৈশাল ভুপতি তৃণবিন্দুর যশো বিস্তারক হয়েন। সকলেই সম বল, সম প্রাণ, সম কীর্ত্তিমান, সম যজ্বা ছিলেন। যে সকলের পরমায়ু ও রাজ্য ভোগ কাল উক্ত করা যায় নাই তাহারা সকলেই পৈতৃক ভাবানুক্রমে সমান কাল জীবিত থাকিয়া সমান কাল রাজ্য করিয়াছিলেন। যেহেতু তৎকালে ধর্ম্মানুযায়ি ফল এই রূপই ছিল, তবে যে কাহার কাহার ব্যত্যয় হইয়াছে সে তাহাদিগের ইচ্ছামৃত্যু লক্ষণের দৃষ্টান্ত মাত্র।

অনন্তর, ইক্ষ্বাভ্রাতা শর্য্যাতির বংশ বিস্তার করিতেছি। শর্য্যাতি রাজা ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি বিষয়েবীত রাগ সর্ব্বদা যজ্ঞ পরায়ণ ছিলেন, তাঁহাকে সকলেই ঋষিপদ বাচ্যে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। তাহার একা কন্যা, পদ্মপত্রায়তাক্ষী প্রিয়ম্বদা মনোহর শীলা, তাহার নাম "সুকন্যা,, এক দিবস

রাজা শর্য্যাতি ঐ কন্যা সহিত বন ভ্রমণার্থে গমন করেন, দৈবাৎ ভ্রমণ করিতে করিতে চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় রথ হইতে অবতরিতা হইয়া সুকন্যা সখীগণ সমভিব্যাহারে চ্যবনাশ্রমে বন শোভা সন্দর্শনার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পাদপমালা মণ্ডিত মনোহর বন রাজী দর্শনে সুকন্যা পরম হর্ষিতা হইয়া নানা তরুলতা হইতে নানা বর্ণ সৌগন্ধিক পুষ্প সকল উত্তোলন করতঃ স্বীয় কবরীর শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে পুর্ত্তিকা সঞ্চিত বপ্রাকার অত্যুচ্চ মৃৎপিণ্ড দেখিলেন, তাহার পার্শ্বে যুগলগর্ত্ত, তন্মধ্য হইতে খদ্যোতের ন্যায় আলোক নির্গত হইতেছে, তদ্দৃষ্টে দৈব চোদিতা মুগ্ধ স্বভাবা সুকন্যা দুইটি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টক দ্বারা সেই জ্যোতি স্থানেতে বিদ্ধ করিলেন, বিদ্ধ মাত্র তৎস্থান হইতে সহসা বাহিরে শোণিত ধারা পতিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ঐ মৃত্তিকা মধ্যে মহাতপস্বী ভৃগুবংশীয় চ্যবন মুনি তপস্যা করিতে ছিলেন, কণ্টকাঘাতে তাঁহারই চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ হইয়াছে, হতভাগ্যা সুকন্যার ঐ কর্ম্মফলে রাজার এবং সসখী রাজকন্যার ও সৈন্য সামন্ত সকলেরই এক কালে মল মূত্রাদি নিরোধ হইয়া উদর স্ফীত হইতে লাগিল। এতৎ অসদৃশ উৎপাতাবলোকন করিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন চিত্তে ব্যাকুলিত ভাবে সকল লোককেই কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে কেহই কিছু উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, সুকন্যা অতিশয় ভীতা হইয়া পিতাকে আত্মকৃত কার্য্যের বিবরণ

ব্যক্ত করিয়া কহিলেন। দুহিতার এই কথা শুনিয়া অতি ভীত হইয়া রাজা চ্যবনের নিকট গিয়া তাহাকে প্রসন্ন করণার্থে ঐ মৃত্তিকা রাশি মুক্ত করিয়া মুনিকে আত্মজা সুকন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাতে মুনি প্রসন্ন হইয়া সহ পরিবার রাজাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়া বিদায় করেন, রাজাও পরিমুক্ত হইয়া প্রণাম করতঃ স্বধামে আগত হন। পরে সুকন্যার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হেতু অশ্বিনীকুমার দ্বারা তৎ-পতি চ্যবন ঋষি দিব্য রূপবান ও লব্ধ চক্ষু হন্। অনন্তর একদা রাজা পুনর্ব্বার চ্যবনাশ্রমে আসিয়া জামাতার সহিত কন্যাকে দেখিয়া সম্যক্ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিকে শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিতান্তঃকরণে স্বধামোপগত হন।

শর্য্যাতির তিন পুত্র, যথা উত্তানবর্হী, আনর্ত্ত, ভূরিষেণ, এই তিন, ইহার মধ্যে আনর্ত্তের একা কন্যা জন্মে তাহার নাম রেবতী। ঐ কন্যার সদৃশ বরান্বেষণ করতঃ আনর্ত্ত যখন পৃথিবীতলে বর প্রাপ্ত হইলেন না, তখন স্বকন্যা সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং ব্রহ্মাকে সকল কথা জানাইলেন, তদুপধায় প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহি-লেন, এক্ষণে এস্থানে নৃত্যগীতাদি হইছে, তুমি কিয়ৎকাল অবস্থান কর, পরে যাহা বিহিত হয় তাহা কহিব। অনন্তর ক্ষণকাল পরে গান্ধর্ব্ব সভা অবহার হইলে আনর্ত্ত পুনর্ব্বার কন্যাবরার্থ ব্রহ্মার পুরতঃ আবেদন করেন, তৎ শ্রবণে জগদ্ধাতা হাস্য করিয়া কহিলেন। মহারাজ! তুমি যে ক্ষণ ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিলে ইহাতে মর্ত্ত্যলোকে বহু যুগ

অবসান হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তোমার পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতি বংশ মাত্রও নাই, যাহা হউক্ মর্ত্ত্যলোকে দ্বাপর যুগের শেষ হইয়াছে, ভগবান বিষ্ণু বলরাম রূপে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে তুমি পৃথিবীতে গমন করতঃ এই কন্যারত্ন বলদেবকে প্রদান কর। ইত্যাদেশিত আনর্ত্ত রাজা ধরাতলে অবতরিত হইয়া বলরামকে রেবতী কন্যা প্রদান করেন। অনন্তর আনর্ত্ত রাজা রেবত হিমালয় গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের ভজনা করিতে লাগিলেন।

অপর মনুপুত্র নভগের বংশ বিস্তার করিয়া কহিতেছি, নভগের পুত্র, "নাভাগ,, ইনি গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বহুকাল বাস করিয়া বেদাধ্যয়নে নিপুণ হন্। তাঁহার ভ্রাতাগণ দায় বিভাগ কালে তাঁহার ব্রহ্মনৈষ্ঠিক ভাব বিবেচনা করিয়া তদ্ভাগ কল্পনা না করিয়া পরস্পর ভ্রাতারা ধন বিভাগ করিয়া লন্। পরে গুরুকুল হইতে আগত হইয়া তিনি স্বীয়ভাগ প্রার্থনা করাতে তাঁহাকে সকলে পুনর্বিভাগ করিয়া দেন। পূর্ব্বে ভাগ কল্পনা হয় নাই এ নিমিত্ত তাঁহার পুত্রের নাম নাভাগ হয়। নাভাগের পুত্র "অম্বরীষ,, তিনি মহাকৃতি, মহাভাগবত ছিলেন, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর চক্রবর্ত্তী হন্। অর্থাৎ ইক্ষ্বাকু বংশ যদিও তৎকালে সম্রাট্ ছিলেন তথাপি নাভাগ পুত্র বাহুবলে সম্রাট হন, কিন্তু আজ্ঞাপ্রদ ইক্ষ্বাকু বংশ্যেরাই ছিলেন্। মহারাজা অম্বরীষের বৈষ্ণবতা প্রভাবে ভগবান্ তদ্রক্ষার্থে সুদর্শন চক্রপ্রদান করেন।

একদা রাজা সাম্বৎসরিক একাদশী ব্রত করিয়া সম্বৎসরান্তে কার্ত্তিকী দ্বাদশী দিনে পারণ করিবেন, এমত সময় সশিষ্য দুর্ব্বাশা ঋষি পারণার্থে রাজার নিকট উপস্থিত হন্। এবং রাজাকে কহিলেন মহারাজ! অদ্য আমি অতিথি, আমাকে পারণ করাউন্। সংপ্রতি আমার স্নানাহ্নিক সন্ধ্যা বন্দনাদি কিছু মাত্র পরিসমাপ্তি হয় নাই, অতএব স্নানাহ্নিক করিয়া প্রত্যাগত হইব, এতৎ শ্রবণে রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া যথোচিত যত্ন পুর্ব্বক তদ্ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পরিচারক প্রতি আদেশ করেন, দুর্ব্বাশাও স্নানার্থ গমন করিলেন, ইত্যবসরে কুল গুরু বশিষ্ঠ রাজসমক্ষে সমাগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি কি করিতেছেন, অদ্য স্বল্পাক্ষণ স্থায়িনী দ্বাদশী, অতএব দ্বাদশী মধ্যে পারণ করুন্। দ্বাদশীকে লঙ্ঘন করিয়া পারণ করিলে এই সাম্বৎসরিক একাদশীর সম্যক্ ফল বিনষ্ট হইবে? যেহেতু এব্রতের পারণে দ্বাদশী লঙ্ঘন অতিশয় দোষ, রাজা বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, হে কুলোগুরো! এক্ষণে তবে কর্ত্তব্য কি? দুর্ব্বাশা ঋষি পারণার্থ অতিথি হইয়া স্নানে গমন করিয়াছেন, তাঁহাকে পারণ না করাইয়া আমি কি রূপে পারণ করিতে পারি? পারণ না করিলেও দ্বাদশী উত্তীর্ণা হয়, তাহা হইলে ব্রতও পণ্ড হইয়া যায়, এক্ষণে উপায় কি? বশিষ্ঠ কহিলেন নদীতীরে লোক প্রেরণ করতঃ দুর্ব্বাশাকে বৃত্তান্ত কহিয়া শীঘ্র আনয়ন কর, এতৎ শ্রবণে রাজা দূত প্রেরণ করেন, দুর্ব্বাশা কহি-

লেন কিঞ্চিৎ কার্য্য অবশিষ্ট আছে, স্বল্পাক্ষণ বিলম্ব করিতে কহ, দূত আসিয়া সংবাদ করিল, রাজা কিছু কাল বিলম্ব করিয়া পুন দূত প্রেরণ করেন, পুনর্ব্বার দুর্ব্বাশা কিছু কাল বিলম্ব করিতে কহেন, এইরূপ বারম্বার দূত প্রেরণ করেন, দুর্ব্বাশাও বারম্বার বিলম্ব করিতে বলেন, ইহাতে দ্বাদশীর কলা মাত্র অবশিষ্ট আছে ইহা জানিয়া রাজা বশিষ্ঠাজ্ঞা মতে ব্রত সংপূরণার্থে কুশাগ্রে এক বিন্দুমাত্র জল লইয়া পারণার্থে স্ববদনে নিঃক্ষেপ করিলেন। এমত সময় কৃতা-হ্নিক সশিষ্য দুর্ব্বাশা আসিয়া উপস্থিত হন তখন দ্বাদশী মাত্র নাই, দুর্ব্বাশা ত্রিয়োদশী প্রাপ্তা দেখিয়া বিচার করি-লেন, যে যখন দ্বাদশী নাই তখন রাজা ব্রতসাঙ্গার্থে অবশ্যই পারণ করিয়াছে, সুতরাং গৃহস্বামীর ভোজনানন্তর তদ্গৃহে যে ভোজন সে উচ্ছিষ্ট ভোজন হয়, মহাতেজস্বী তমোংশ সম্ভূত দুর্ব্বাশা রাজার প্রতি অতি প্রকোপিত হইয়া তদ্বিনা-শার্থে একবিস্মাপনীয় এরূপ বিশিষ্ট কৃত্যাকে উৎপন্না করেন, সেই কৃত্যা অতি ভয়ঙ্করা এক ত্রিশূল হস্তে লইয়া রাজাকে হননোদ্যতা হইলে তৎ পার্শ্বস্থিত বিষ্ণুদত্ত সুদর্শন চক্র কৃত্যাকে বিনাশ করিয়া আততায়ী বোধে দুর্ব্বাশাকেও হনন করিতে উদ্যত হয়, তদ্দৃষ্টে দুর্ব্বাশা সভয়ান্তকরণে পলায়ন পর হইয়া ভগবান বিষ্ণুর শরণ প্রাপ্ত হন, সুদর্শ-নও তৎ পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, ভগবান সুদর্শনকে ব্রহ্ম বধে ক্ষান্ত করিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক দুর্ব্বাশাকে বিদায় করেন। অনন্তর অম্বরীষ রাজা

বহু অশ্বমেধ যজ্ঞাদি সম্পাদন করতঃ ত্রিংশৎবর্ষ সহস্র রাজ্য ভোগ করিয়া পুত্রগণকে ধন রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তপস্যার্থে বন প্রবেশ করিলেন।

গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম।

অনন্তর স্ত্রীলোকদিগের যাহা কর্ত্তব্য সমাসতঃ তদ্ধর্ম্ম কহিতেছি, অর্থাৎ কুল স্ত্রীদিগের কুল ধর্ম্মই সনাতন, অপ্রতিকূলে সেই ধর্ম্মের আচরণ করিলে ইহকালে সর্ব্বত্র যশোলাভ ও পরকালে পরমাগতি লাভ করিতে সক্ষমা হয়। যথা

স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাংতৎ শুশ্রূষাঞ্চানুকূলতা।
তৎস্বজনেষুনু বৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রত ধারণং॥

পতিকে দেবজ্ঞান যে স্ত্রী করে, তাহার নাম পতিদেবা অতএব স্ত্রীগণেরা পতির অনুকূলতাচারিণী হইয়া অকপটে তাহার শুশ্রূষাদি করিবে, আর পতির বন্ধুগণের আনুবৃত্তি ও আনুকূল্য এবং সেবা ভক্তি পূর্ব্বক শুশ্রূষাদি করিবে, ইহাই তাহাদিগের পরম ধর্ম্ম ও পতিব্রত হয়।

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডন বর্ত্তনৈঃ।
স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্ট পরিচ্ছদা॥

কুল স্ত্রীগণেরা গৃহ মার্জ্জন ও লেপনাদি দ্বারা গৃহকে পরম শোভিত করিবে, এবং উদ্বর্ত্তনাদির দ্বারা স্বগাত্রমার্জ্জন ও নানা প্রকার বেশ বিন্যাসাদি করতঃ মনোহর বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণ পূর্ব্বক কালে কালে পতির প্রীতি উৎপাদন করিবেক।

কার্য্যৈ রুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেনচ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্ণা কালে কালে ভজেৎপতিং॥

উচ্চাবচ কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় সংযম, প্রিয় বাক্য প্রয়োগ সত্যধর্ম্ম রক্ষা, এবং প্রীতি প্রকাশ ও বিশ্বাস, দ্বারা অকপটে দেব বুদ্ধিতে সাধ্বী স্ত্রী কালে কালে পতিকে ভজনা করিবেক।

যাপতিং হরি ভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদেতে॥

যে স্ত্রী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিকে ঈশ্বর হরি ভাব দ্বারা ভজনা করে, সেই স্ত্রী পরলোক গামিনী হইয়া, হরিরূপ পতির সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করেন।

বৃত্তিঃ সঙ্কর জাতীনাং তত্তৎ কুল কৃতা ভবেৎ।
অচৌরাণা মপাপানা মন্ত্যজান্তেব শায়িনাং॥

অনন্তর বর্ণসঙ্কর জাতিদিগের বৃত্তিও তৎ কুলকৃতা হয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পিতৃ কুলোচিত কোন ব্যক্তি মাতৃ-কুলজা বৃত্তিদ্বারা জীবনধারণ করিবে, কদাপি চুরি বা ডাকা-ইতি প্রভৃতি পাপীয়সী বৃত্তিকে উপজীবিকা করিবে না, এবং অন্ত্যজ চণ্ডালাদি জাতিরা পরিশ্রমার্জ্জিত বিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক।

রজকশ্চ র্ম্মকারশ্চ বটো বরুড় এবচ।
কৈবর্ত্তমেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃস্মৃতাঃ॥

রজক, চর্ম্মকার, বট, বরুড়, এবং কৈবর্ত্ত, মেদ, ভিল্ল ইত্যাদি সপ্ত জাতি অন্ত্যজ হয়, বহু বচনাভিপ্রায়ে আর অনেক জাতিও অন্ত্যজ আছে, ইহারা স্বভাবানুসারে অর্থাৎ নামানুযায়ি কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা করিবেক।

প্রায়ঃ স্বভাব বিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহচ শর্ম্মকৃৎ॥

প্রায় যুগে যুগে মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাব বিহিত কর্ম্ম হয়, ইহা বেদবিৎ ঋষিগণের কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্ম করণে অমঙ্গল নাই, ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে পরম কল্যাণ হয়।

বৃত্ত্যা স্বভাব কৃতয়া বর্ত্তমান স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈ র্নিগুণতামিয়াৎ।

স্বভাবজবৃত্তি দ্বারা স্বজাতীয় কর্ম্মকৃৎ পুরুষের কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ নাই, এমন মনে কেহ না করেন, যে আমরা হীন, আমাদিগের কর্ম্মও হীন, ইহা ত্যাগ করিয়া উত্তমের কর্ম্ম গ্রহণ করিব, তাহা করিহ না, তাহাতে বিশেষ হানি আছে, স্বজাতীয় ধর্ম্ম অবশ্য রক্ষিতব্য হয়, বলপূর্ব্বক ত্যাগ করায় ভগবানের কৃত সেতু ভঙ্গ করা হয়, স্বজাতীয় কর্ম্ম করিতে করিতে অল্পে অল্পে কালে তাহা ত্যাগ হইয়া উত্তমতাকে আপনিই প্রাপ্ত হয়, ইহা আপন ইচ্ছায় এক দেহে হইতে পারেনা?

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্য্যতা মিয়াৎ।
নকল্পাতে পুনঃ সূত্যৈ উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি॥

যেমন মুহু, পুনঃ২ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে, রস শোষণ হেতুক কালে ক্ষেত্র স্বয়ং আপনিই নির্বীর্য্যতাকে প্রাপ্ত হয়, পুনর্ব্বার তাহাতে বীজবপন করিলে আর শস্য হয় না, বরং বীজই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ স্বজাতীয় কর্ম্ম করিতে করিতে স্বভাব শুদ্ধি হইয়া ক্রমে উত্তমতাকে পায়।

অনন্তর গৃহস্থাশ্রমের বিহিত সংস্কারাদি বর্ণনা করিতেছি। গর্ব্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ এইদশবিধ সংস্কার, বেদে উক্ত হইয়াছে, ইহার অকরণে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের শরীর শুদ্ধি হইতে পারে না, অতএব সংস্কার ধর্ম্মরক্ষা করা আবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু বেদোদিত যথার্থ রূপ একালে সম্যক্ কর্ম্মসম্পাদন হওয়া অতি কঠিন, এ কারণ কলিতে আগমোক্ত বিধির সহিত বেদ বিধির ঐক্য করিয়া সংস্কারাদি করিতে সকল শাস্ত্রেই অনুশাসন করিয়াছেন, বেদ প্রচুর প্রয়োগ বাহুল্য, তান্ত্রিকে স্বল্পতা, সুতরাং মিশ্র লক্ষণে অলস জীবের অনায়াস সাধ্য হয়। যথা

বেদোক্তঞ্চাগমোক্তংবা সংস্কারং কুরুতেসদা।

কলিযুগে কি অন্যযুগেই বা হউক্ বিচক্ষণগণেরা বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিধানে সংস্কারাদি করিয়া থাকেন॥ ০॥ কিন্তু কলিযুগে আগমোক্তই বিধি হয়, তাহাতে সকলে সম্মতি না করাপ্রযুক্ত মিশ্রলক্ষণ দ্বারা কর্ম্ম করিলে শুভঘটনা হইতে পারে, ইহা পুরাণান্তরেও কহিয়াছেন। যথা

বৈদিকী তান্ত্রিকীমিশ্রা ইতি মে ত্রিবিধানখাঃ। ইতি।
ভাগবতং।

ভগবান উদ্ধবকে একাদশে কহিয়াছেন, হে উদ্ধব! আমার অর্চ্চনাদি ত্রিবিধপ্রকার হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ বৈদিক, বা শুদ্ধ তান্ত্রিক, অথবা বেদতন্ত্রমিশ্র এই ত্রিবিধ জানিবে।

সংস্কারেণ বিনানৃণাং দেহশুদ্ধির্নজায়তে।
নাসংস্কৃতোধিকারীস্যাৎ দৈবেপৈত্রেচ কর্ম্মণি॥

বিনা সংস্কারে মনুষ্যদিগের দেহশুদ্ধি হয় না। অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈবকর্ম্মে, এবং পৈত্রকর্ম্মেতে অধিকারী হইতে পারে না।

অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংক্রিয়া।
কর্ত্তব্যা সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ॥

ইহলোক ও পরলোক হিতেচ্ছু ব্রাহ্মণাদি বর্ণমাত্রেই সর্ব্বতঃপ্রকার যত্নদ্বারা এহেতু সংস্কার করিবেন।

অথ দশসংস্কার।

বীজসেকং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নীনিষ্ক্রামণ মন্নাশন মতঃপরং।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারা কথিনাদশ॥

বীজসেক, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, উদ্বাহ, এই দশ-সংস্কার কথিত হইয়াছে।

শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং নবিদ্যতে।
তেষাং নবৈবসংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশস্মৃতাঃ॥

শূদ্রদিগের এবং শূদ্রপ্রায় বর্ণসঙ্করদিগের উপনয়নাভাব প্রযুক্ত নবসংস্কার, কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের দশ সংস্কার হয়॥ ০॥ কিন্তু শূদ্রাদির নবসংস্কার তান্ত্রিক বচনে করা যায় এজন্য অনেক শূদ্রে, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়া থাকে, বেদে কি স্মৃতিতে অমন্ত্রকং বলেন, "তুষ্ণীমাসীৎ ক্রিয়া মেভা বিবাহস্তু সমন্ত্রক" শূদ্রাদিরা উক্ত নবসংস্কার অমনি করিবেক কেবল বমন্ত্রক বিবাহ দিবেক।

অথোচ্যতে ময়া সম্যক্ গর্ব্ভাধানাদিকাক্রিয়া।
তত্রাদাবৃতু সংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু॥

অনন্তর গর্ব্ভাধানাদি সকল সংস্কার আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে তদগ্রে ঋতু সংস্কার কহিতেছি তাহা ক্রমে শ্রবণ করহ।

কৃত নিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
ব্রহ্মা দুর্গা গণেশশ্চ গ্রহাদিক্ পভয়স্তথা॥

নিত্য ক্রিয়াদি করিয়া শুচি হইয়া পঞ্চ দেবতার অর্চ্চনা করতঃ অনন্তর ব্রহ্মা, দুর্গা, গণেশ গ্রহ দিক্ পালাদিকে পুজা করিবেক। আদি পদে ষড় দেবতা যথা বিষ্ণু, দুর্গা, শিব অগ্নি, গণেশ সূর্য্যের পুজা করিবেক।

স্থণ্ডিলেন্দ্রাদি দিথিভাগে ঘটেষ্বেতান্ প্রপুজয়েৎ।
ততস্তুমাতৃকা পুজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ॥

প্রথমতঃ গোময়াদি লেপ দ্বারা স্থান শুদ্ধি ও ঘট স্থাপনা করিয়া সেই ঘটে উপরি উক্ত দেবতা দিগের পুজা পুর্ব্বক স্বস্তিবাচন ও সংকল্প করতঃ বিভবানুসারে ষোড়শ মাতৃকার পুজা করিবেক।

বিল্ল মহাত্ম্য।

বিল্লমূলে শ্মশানেবা প্রান্তরেঽশ্বত্থমূলকে।
নদীতীরে দেবগর্ত্তে গঙ্গাগর্ব্ভে চতুষ্পথে॥
উজ্জটে পর্ব্বতেবাপি উদ্যানে পুষ্পসন্নিতে।
শিবালয়ে শূন্যগেহে অথবা নিজমন্দিরে।
বেশ্যাগেহে লতাস্থানে গোষ্ঠেবান্য তনেঽপিবা॥

যে যে স্থানে যোগ সাধনা করিতে হয় তাহারও প্রমাণ প্রসঙ্গতঃ কহিতেছেন। হে বরমুখি প্রিয়ে। বিল্লমূলে, ব শ্মশানে, প্রান্তরে, অর্থাৎ নির্জ্জন বনে, অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে, নদী তীরে, দেবগর্ত্তে অর্থাৎ দেবমঠাভ্যন্তরে, গঙ্গাগর্ভে, চতুষ্পথে, উজ্জট, অর্থাৎ গর্ত্তমধ্যে, পর্ব্বত গুহায়, অথিবা বনে, কি গোচারণস্থলে, গোগৃহে, এই সকল স্থানের মধ্যে যে কোনস্থানে চিত্ত প্রসত্তি হয়, সেই স্থানে বসিয়া যোগাভ্যাস করিবেক।

বিল্লাশ্বত্থমূলে বেদী কল্পণ।

অশ্বত্থ বিল্লমূলেবা বেদীং কুর্য্যাদ্বিধান বিৎ।

উত্তরাশা মুখো ভূত্বা বেদিকাং রচয়েৎ সুধীঃ॥ ইতি যামলং

বিধান বিৎসাধিক, অশ্বত্থ মূলে অথবা বিল্ল মূলে বেদী করিয়া উত্তরাভি মুখ হইয়া উপবেশন করতঃ সাধনা করিতে পারে এমন প্রকারে প্রশস্ত বেদিকা রচনা করিবেক।

ঈশানে সূত্র পাতংস্যা দগ্নৌচ স্তম্ভ রোপণং।

নবধা সদন ক্ষেত্রং পূর্ব্ব বৎ করায়েস্ততঃ॥

ঈশান কোণে সূত্র পাত করিয়া অগ্নিকোণে স্তম্ভ রোপণ করিবে অর্থাৎ তাহাতে সূত্র বন্ধন করিবে। নবধা সূত্রে সদন ক্ষেত্রকে বেষ্টন করতঃ পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে রচনা করিবে॥

চতুঃ সূত্রী কৃতং তত্তুং ন্যুনাধিকং নকারয়েৎ।

ক্ষেত্রস্যায়াম বিস্তারঃ প্রস্থঞ্চ তাবদেবহি॥

চতুঃ সূত্র দ্বারা সুত্রীকৃত করিয়া বেষ্টন করিবে অর্থাৎ

চারিদিকে সূত্র বেষ্টন করিবেক, ইহার ন্যুনাধিক করিবেক না, ক্ষেত্রের যে পরিমাণ দীর্ঘ, প্রস্থ ও সেই পরিমাণে হইবে।

অষ্ট হস্ত মিতং কুর্য্যা দায়ামং তত্ত্বদেকহি।
মূলায়ামং পরিত্যজ্য চাষ্ট হস্ত মিহেষ্যতে॥

অষ্ট হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ প্রস্থও অষ্ট হস্ত পরিমিত হইবে। মুল বিস্তার অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিলে অষ্ট হস্তই চতুর্হস্তে সিদ্ধ হয় ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

উদ্ধং বিতস্তিমানং হি বেদীং কুর্য্যাৎ সুলক্ষণাং।
চতুর্হস্তমিতাং বেদীং দৈর্ঘ্যং মধ্যেতু তত্ত্ববিৎ॥

তত্ত্ববিৎসাধক উর্দ্ধে এক বিতস্তি পরিমিত সুলক্ষণা বেদী করিবে। দীর্ঘ চারি হস্ত প্রস্থেও চারি হস্ত পরিমাণ হইবে।

অথ পঞ্চবটী স্থাপন বিধিঃ।

অশ্বত্থ বট বৃক্ষঞ্চ বিল্লধাত্রী মশোককং।
বটীপঞ্চক মিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চ দিক্ষুচ॥ ইতি
স্কন্দ পুরাণং।

অশ্বত্থ, বট, বিল্ল, আমলক, আর অশোক এই পঞ্চ বট শাস্ত্রে উক্ত করেন। অর্থাৎ বেদী করতঃ তাহার পঞ্চ দিকে পঞ্চ বৃক্ষ স্থাপনা করিবেক।

নিম্ব আমলকো বিল্লোন্য গ্রোধশ্চাথ পিপ্পলঃ।
এতেপঞ্চ মহাবৃক্ষাঃ পঞ্চাবট সমীরিতাঃ॥ ইতি
বিনায়ক যামলং।

নিম্ব, আমলক, বট, অশ্বত্থ, বিল্ল, এই পঞ্চ বট বলিয়া বিনায়ক যামলে কহিয়াছেন। ইহাতে এ বিষয়ের মতা-

স্তর দৃষ্টে অনুভব করা যায়, যে এই উভয় মতে করি-
লেও যাগসিদ্ধি হইবার বাধা নাই।

অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্লমুত্তর ভাগতঃ।
বটং পশ্চিম ভাগেতু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা।
অশোকং নিম্ব মথবা বহ্নিদিক্ যোগ সিদ্ধয়ে॥

যোগ তপস্যাদি সিদ্ধির নিমিত্তে পূর্ব্ব দিকে অশ্বত্থ,
উত্তর দিকে বিল্ল, পশ্চিম দিকে বট, দক্ষিণে আমলকী, অগ্নি-
কোণে অশোক বা নিম্ব বৃক্ষ স্থাপন করিবে।

মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাং।
প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্তস্যাঃ পঞ্চ বর্ষোত্তরং শিবে॥ ইতি
যামলং॥

হে মঙ্গল দায়িনি! হে শিবে! ঐ বৃক্ষ সকলের মধ্যে
মনোহর, সুন্দর চতুর্হস্ত প্রমাণে বেদিকা নির্ম্মাণ করিবে।
আর পঞ্চ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পর তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে
হয়। পঞ্চবর্ষোত্তীর্ণ প্রয়োগে বোধ হয়, যে ঐ সকল বৃক্ষ
উত্তম শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট হইলে, আর তাহারদিগের
মরণাশঙ্কা থাকিবেক না।

অশ্বর্থ রূপো ভগবান্ বট রূপো গজাননঃ।
বিল্লুরূপা শিবাদেবী শিবা মলক রূপ ধৃক্।
নিম্ব রূপো লোক চক্ষুর্মিহিরো মুক্তিদঃস্মৃতঃ॥

ভগবান নারায়ণ অশ্বর্থ রূপী, গণপতি বটবৃক্ষ রূপ, দুর্গা
দেবী পরমাত্ম শক্তি বিল্লরূপা, মহাদেব শিব আমলকী বৃক্ষ
রূপী, আর লোক চক্ষু ভাস্কর নিম্ব বৃক্ষ রূপী হয়েন। এই
পঞ্চ রূপ পঞ্চ ব্রহ্ম বিভুতি শিব বিষ্ণু গণেশ দুর্গা সূর্য্য দেব,

সুতরাং পঞ্চায়তনী দীক্ষা প্রয়োগ হেতু পঞ্চ বট মুক্তি প্রদ জানিবে।

অনন্ত ফল দাত্রীসা তপস্যা ফলদায়িনী।
ইয়ং পঞ্চবটী প্রোক্তা মুক্তি মার্গ প্রদর্শিকা।।

অনন্ত ফল দায়িনী, এবং যোগ তপস্যাদির সিদ্ধি ফল প্রদাত্রী, এই পঞ্চবটী খ্যাতা হইয়াছে। অসংশয় ইনি সাধককে মুক্তি পদবী প্রদর্শন করাইয়া থাকেন।

অথ বৃহৎ পঞ্চবটী লক্ষণ।

ইয়ং পঞ্চবটী প্রোক্তা বৃহৎ পঞ্চবটীং শৃণু।
বিল্ল বৃক্ষং মধ্যভাগে চতুর্দ্দিক্ষু চতুষ্টয়ং।। ইতি।
যামলং।।

হে প্রকৃতীশ্বরি! তোমাকে এই লঘু পঞ্চবটী প্রকরণ কহিলাম, অনন্তর বৃহৎ পঞ্চবটী শ্রবণ করহ। মধ্য ভাগে এক বিল্ল বৃক্ষ, আর পুর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, ও দক্ষিণ, এই দিক্ চতুষ্টয়ে, চারি বিল্ল বৃক্ষ রোপণ করিবে।

বট বৃক্ষং চতুষ্কোণে বেদ সংখ্যং প্ররোপয়েৎ।
অশোকং বর্ত্তুলাকারং পঞ্চ বিংশতি সম্মিতং।।

কোণ চতুষ্ট বট বৃক্ষ চতুষ্টয়, আর বর্ত্তুলাকারে অর্থাৎ চারিক্‌দিক বেড়িয়া পঞ্চ বিংশতি সংখ্যার অশোক বৃক্ষ প্ররোপণ করিবে।

দিগ্বি দিক্ষ্বা মদটৈশ্চব একৈকং পরমেশ্বরি।
অশ্বত্থঞ্চ চতুর্দ্দিক্ষু বৃহৎ পঞ্চবটী ভবেৎ।।

হে পরমেশ্বরি! বেদীর চারিদিকে এবং চারি কোণে এক এক সংখ্যায় আটটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিবে। ইহার নাম বৃহৎ পঞ্চবটী। এই স্থান অতি রম্য, যোগীদের যোগ সিদ্ধি প্রদায়ক হয়।

যঃকরোতি মহেশানি সাক্ষাদিন্দ্র সমোভবেৎ।
ইহলোকে যোগ সিদ্ধিঃ পরেচ পরমা গতিঃ। ইতি।
হেমাদ্রীয়ং॥

হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি এই বৃহৎ পঞ্চবটী স্থাপন করে সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ইন্দ্র তুল্য হয়। ইহলোকে ঐ পঞ্চবটীতে তাহার যোগ সিদ্ধি হয়, পরলোকে পরমাগতি, অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরম পদে অধি গমন করে।

অথ বিল্লপত্র মাহাত্ম্য কথন।

তত্ত্বং শ্রীফল পত্রস্য পরমং পদ মব্যয়ং।
পত্রং মনোহরং দিব্যং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। ইতি।
মৎস্য সুক্তং।

শ্রীফল বৃক্ষের পত্রের পরম তত্ত্ব অব্যয় বিষ্ণুপদ হয়। শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু এই দেবত্রয়ের বিল্লপত্র, মনোহর অর্থাৎ ইহারা সকলেই বিল্লপত্র প্রাপ্তে পরম প্রীত মনা হন্।

পঞ্চাশৎ তত্ত্ব সংযুক্তং চতুর্ব্বর্গ ময়ং যদা।
চতুর্ব্বর্গ ময়ং পত্রং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষদং॥

এই শ্রীফল পত্র পঞ্চাশৎ তত্ত্ব সমন্বিত চতুবর্গ ময় হয়, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বর্ণাধিষ্ঠাতৃ দেব ময় হয়। এবং সাক্ষাৎ চতুর্ব্বর্গ স্বরূপ, অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রদান করেন।

বিল্লপত্রঞ্চ দেবেশি বর্ণিতুং নৈব শক্যতে।
জটাত্রয়ং সমং পত্রং বিল্লপত্রস্য পার্ব্বতি॥

হে পর্ব্বত রাজ পুত্রি! এই বিল্লপত্রের যে কি মহিমা, তাহা আমি বর্ণনা করিতে শক্ত হই না। এই বিল্লপত্রের যে পত্রত্রয়, সে আমার জটার সমান হয়।

জটাত্রয়ং মহেশানি সর্ব্ব তত্ত্ব ময়ং সদা।
আত্ম তত্ত্বং মহেশানি বিদ্যা তত্ত্বং তথা পরং।
পরতত্ত্বং মহেশানি অতি গুহ্যং মনোহরং॥

হে মহেশ্বরি! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বারত্রয় সম্বোধন করিয়া কহিতেছি, ত্রিদল বিল্লপত্র আমার তিন জটা হয়, সর্ব্বদা সম্যক্ তত্ত্ব ময় হয়, অপর প্রাধান্য কল্পে তিন দল তিন্ তত্ত্ব স্বরূপ জানিবে, অর্থাৎ আত্ম তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব, আর পরম গুহ্য ও মনোহর পরতত্ত্ব স্বরূপ হয়। আত্ম তত্ত্ব পদে অধ্যাত্ম তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব পদে আত্মানাত্ম বিবেক জ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্ব, পরতত্ত্ব পদে মোক্ষ প্রাপ্তি জ্ঞান, এ বিধায় বিল্ল ভক্তিমান ব্যক্তি সম্যক্ তত্ত্ব জ্ঞানে নিপুণ হয়।

প্রণবং তৎ সদা কারং পত্রত্রয় মুদাহৃতং।
বিল্লপত্রস্য মাহাত্ম্যং কোবা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ॥

বিল্লপত্রের যে তিন দল, সেই তিন দল প্রণব স্বরূপ, তৎস্বরূপ, ও সৎস্বরূপ হয়। অতএব বিল্লপত্রের মাহাত্ম্য বলিতে কে সক্ষম হইবে?

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ পত্রে পত্রে বসেচ্চিরং।
বৃন্তং শক্তি ময়ী দুর্গা সদা কৈবল্য দায়িনী॥

বিল্লপত্রের ত্রিদলে ঈশ্বর ত্রয় রূপে অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপে নিরন্তর অবস্থিতি করেন, আর তাহার বৃন্ত অর্থাৎ বোঁটাতে সর্ব্ব শক্তি ময়ী মোক্ষ প্রদায়িনী দুর্গা দেবী নিয়ত বাস করিতেছেন।

বিল্লপত্রং সমাঘ্রায় পথি গচ্ছন্তি যে নরাঃ।
তেষাং সহায়ো ভগবান্ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ॥

যে সকল পান্থ ব্যক্তি বিল্লপত্রের আঘ্রাণ লইয়া পথে গমন করে, পার্ব্বতীর সহিত ভগবান মহাদেব শিব পথি মধ্যে তাহাদিগের সহায় হয়েন। অতএব এমন বিল্ল পত্রের মহিমা কে বলিতে পারে? যাহাতে জীব ইহলোক ও পরলোক জয়ী হইয়া সদ্গতি পায়॥

বিল্লপত্রং মহেশানি ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকং।
গুণ ত্রয়াত্মকং দেবি ত্রিপত্রং সর্ব্ব কামদং॥

হে মহেশানি! এই ত্রিদল বিল্লপত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব স্বরূপ হয়। হে দেবি! অতএব সত্ব, রজ, ও তম এই গুণ ত্রয়াত্মক ত্রিদল বিল্লপত্র সর্ব্ব কাম প্রদ জানিহ।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা চিৎপুর রোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ

২ কল্প ১৮ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭০ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ মাঘ।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান।

মহারাজা অম্বরীষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতি হত প্রভাব, ও সর্ব্ব সম্রাট, এক চক্রবর্ত্তী ছিলেন, সুমতি নাম্নী তাঁহার ভার্য্যা। তাহাতে তিনি তিন পুত্র উৎপাদন করেন। যথা বিরূপ, কেতুমান, শম্ভু।

অথাম্বরীষ স্তনয়েষ রাজ্যং সমান শীলেষু বিস্যজ্যধীরঃ।
বনং বিবেশাত্ম গুণঃ সরাজা পরমাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে ॥

অনন্তর মহারাজা অম্বরীষ বহু শত সহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করতঃ সমানশীল পুত্র দিগকে রাজ্য প্রদান করিয়া বন প্রবেশ পুর্ব্বক নির্গুণ পরমাত্মা বাসুদেবের আরাধনা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরূপ রাজা হইয়া সম্যক্‌ ধর্ম্মে প্রজা-প্রতিপালন করিয়া এক পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসরাবসানে সুরলোকে গমন করেন। তৎ পুত্র" পৃষদশ্ব,, পৃষদশ্বের পুত্র" রথীতর,, এই রথীতর অপুত্রকহন, নিয়োগ বিধির অনুসারে তদ্ভার্য্যাতে অঙ্গিরাঋষি ব্রহ্ম বর্চ্চস্বী অনেক সন্তান উৎপাদন করেন। ঐ সন্তানেরা রাজ্যক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াও আঙ্গিরসী প্রজা এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অতএব রথীতরের বংশ রাজ ধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া সকলে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম যাজন করেন্। সুতরাং তদ্বংশ বর্ণনা করিবার আর প্রয়োজন হইল না। এই সর্ব্ব শুদ্ধ গণনাতে "১৭২৮০০০,, বৎসর পরিমাণে সত্যযুগের পরিপুর্ণতা হয়,। পরে ইক্ষ্বাকুর পুত্রেরাও তৎকাল পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া শেষে যে রাজা পুত্র রাখিয়া স্বর্লোক গত হন, তদ্বিবরণ কহিতেছি।

ত্রেতাযুগ কথন।

ইক্ষ্বাকুবংশ বিস্তার।

সত্যযুগে শ্রাদ্ধ দেব বৈবস্বত মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু বহুকাল রাজ্য করিয়া বিংশতি দিব্য যুগের এই বর্ত্তমান চতুর্যুগের, প্রথম সত্যাদি সপ্তকলি সন্ধিকাল বৈশাখের শুক্লা দ্বিতীয়া

পর্য্যন্ত তদ্বংশ্য অন্তরিক্ষ নাম রাজা রাজ্য করিয়া "ক্ষুবৎ" নামে পুত্রকে কার্ত্তিকশুক্লানবমীতে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তপস্যার্থে হিমালয় গুহায় প্রবেশ করেন। ক্ষুবৎ, তৎ পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল সূর্য্যোপাসনা দ্বারা কঠোর তপস্যা করাতে সূর্য্য প্রতক্ষ হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, তুমি আমার বংশধর হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য করহ; তোমাকে সম্পূর্ণ ওজবল প্রদান করিলাম, আর সত্যোপ যোগী আয়ুস্মান করিলাম, এবং আমার পুত্র বৈবস্বত মনুর যে ক্ষমতা তাহাও প্রদান্ করিলাম, তুমি মনুষ্য প্রাপ্ত হইয়া যথা বিহিত বেদোদিত কর্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপাদির পূর্ব্বানুরূপ প্রবাহ বৃদ্ধি করিয়া মনুর তুল্য কালজীবিত থাকহ, তোমাকে পূর্ব্ব কল্প স্মৃতি ও মেধাদি প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি কোন বিঘ্নে অভিভূত হইবে না। এই কথা বলিয়া ভাস্কর অন্তর্হিত হন. ক্ষুবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় হইয়া পূর্ব্ব কল্পানুসারে পৃথিবীর সম্যক্ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সরযূ তীরে লোলপ্ত অযোধ্যা পুরীকে পুনঃ প্রকাশ করণ পূর্ব্বক তথায় রাজধানী করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ক্ষুবতস্তু মনোর্জ্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকু ঘ্রাণতঃ সুতঃ।
তস্য পুত্র শত জ্যেষ্ঠো বিকুক্ষি নিমি দণ্ডকাঃ॥

ক্ষুবত মনুর ঘ্রাণদ্বার দিয়া পুনর্ব্বার ইক্ষ্বাকুনামে রাজান্তরের উৎপত্তি হয়। সেই ইক্ষ্বাকু নামা রাজা বরিষ্ঠা নাম্নী

ভার্য্যাতে শত পুত্র উৎপাদন করেন, তৎকালে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ মাত্র, কেবল (৯৫০০) "বিগতং নবসাহস্রং বর্ষং পঞ্চশতোত্তরং,, নবসহস্র পঞ্চশত বৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে, ইক্ষাকুর একশতপুত্রের মধ্যে, বিকুক্ষি, নিমি, এবং দণ্ডক এই তিন পুত্র, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হন। অন্যান্য পুত্রেরা নানাদেশ ও নানা দ্বীপ দ্বীপান্তরে রাজ্য করিয়াছিলেন একারণ তাহাদিগের নাম না লিখিয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারত বর্ষের মধ্যে তিন জন রাজা হন্ এজন্য এই তিনের নাম কহিলাম, ইহাঁরাই সম্যক্ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে রাজধানী করিয়াছিলেন, সমস্ত পৃথিবীই ঐ তিনের বশীভুক্তা হন্। পুর্ব্বোক্ত দ্বীপ দ্বীপান্তর বাসী তদ্বংশীয় রাজাগণ সকলেই এই তিন জনকে করপ্রদান করিতেন, আর্য্যাবর্ত্তীয় তিনের মধ্যে এক সম্রাট বিকুক্ষিকে নিমি ও দণ্ডক এই রাজাদ্বয়ও কর দিয়াছেন, অতএব সর্ব্বোপরি বর্ত্তী অযোধ্যাপতি বিকুক্ষি এক সাম্রাজ্য করেন। তাঁহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় পশ্চাৎ ঐ তিনের সন্তানেরা আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে খণ্ড ভুমির রাজা পঞ্চবিংশতি হয়, তাহারাও অযোধ্যাধিপকে কর প্রদান করতঃ সুখে রাজ্য করিয়াছেন, তদ্বংশ বিস্তার করার প্রয়োজন হইল না। বিকুক্ষির পুত্রেরা যে সর্ব্ব বলিভুক ছিলেন তাহা পশ্চাৎ সুব্যক্ত হইবে। এবং এই সূর্য্য বংশ হইতেই চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হয় এ উপাখ্যানও পরে বিস্তৃত রূপে কহিব।

নিমিরাজা আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে অর্থাৎ হিমালয় অবধি বিন্ধ্য পার্ব্বত পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে মিথিলা নামে নগর স্থাপন করতঃ

রাজ্য করেন। দণ্ডক রাজা দক্ষিণ দেশে রাজধানী করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাকে দেকান দেশ বলে, বস্তুতঃ দণ্ডকাধিকার চিত্রকুটাবধি গোদাবরী তীর পুনাশেতারা পর্য্যন্ত যাহাকে পঞ্চবটী বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকেন, পুর্ব্বকালে বহু অরণ্যানী ও রাক্ষসা বাস প্রযুক্ত বা দণ্ডক বংশ ব্রহ্মশাপে ভস্ম হইলে অরণ্য প্রায় হওয়াতেই বা হউক দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল। অপর ইক্ষ্বাকু পুত্র সপ্তনবতি জন পূর্ব্বোক্ত দ্বীপোপদ্বীপ প্রভৃতি ভারত বর্ষের মধ্যে নানা স্থানে রাজ্য করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ অনেকানেক ম্লেচ্ছ পুস্তকেও দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু ইদানীং "পীরু" দেশীয় ম্লেচ্ছ জাতীয় রাজারা কহিয়া থাকে যে আমরা পুর্ব্বে সুর্য্যবংশীয় রাজাদিগের বংশ,। সে যাহাহউক্ সংপ্রতি অযোধ্যাপতি ইক্ষাকুর বংশ বিস্তার করাই এ গ্রন্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়। ইক্ষাকু সংপুর্ন (৯০০০) সহস্র বৎসর রাজ্য করেন, পরে তৎপুত্র বিকুক্ষিকে রাজ্য ভার দেন। সর্ব্ব সমেত (১৮৫০০) সার্দ্ধাষ্টাশত সহস্র বর্ষ পুর্ণ হয়। বিকুক্ষির রাজ্য প্রাপ্তির বিষয় যাহা বিখ্যাত আছে, তাহাতে পিতা তাঁহাকে রাজ্য দেন নাই, পিতার পরলোক প্রাপ্তানন্তর তিনি রাজা হন্।

এক দিবস ইক্ষ্বাকু মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধানুরোধে পুত্রকে মাংসানয়নার্থ আদেশ করাতে বিকুক্ষি বনগত হইয়া ক্রিয়ার্হ নানা বনপশু হত করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর হন, তন্নিবন্ধন বন মধ্যে একটি শশারুকে দগ্ধ করিয়া ভোজন

করিলেন, অনন্তর অবশিষ্ট মাংস লইয়া পিতাকে প্রদান করেন। এবং শশ ভক্ষণ বৃত্তান্তও নিবেদন করেন, তৎশ্রবণে ইক্ষ্বাকু তৎপ্রতি অত্যন্ত কোপিত হইলেন, যেহেতু অপ্রোক্ষিত শ্রাদ্ধার্হ মাংস অগ্রে ভোজন করিয়াছিলেন, সেই কারণ পুত্রকে পরিত্যাগ করতঃ দেশ হইতে দেশান্তর করিয়া দেন। তদবধি বিকুক্ষির এক নাম "শশাদ,, হয়, পরে ইক্ষ্বাকুর পরলোক গমন হইলে বিকুক্ষি এই রাজ্য শাসন করেন, এবং নানা প্রকার যাগ যজ্ঞ করিয়া তপঃ প্রভাবে পরিমিত কালাপেক্ষা বহুকাল জীবিত থাকিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন, যথা "চতুর্দ্দশ সহস্রাণি বর্ষাণি বুভুজে মহীমিতি,, বিকুক্ষি (১৪০০০) চতুর্দ্দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করেন, পুর্ব্বোক্ত বর্ষের সহিত গণনান্তে ত্রেতাযুগের (৩২৫০০) সার্দ্ধদ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর হয়।

বিকুক্ষি নৃপতি পুরঞ্জনী নাম্নী ভার্য্যাতে "পুরঞ্জয়,, নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন, ঐ পুরঞ্জয়ের নামে "ককুৎস্থ,, তদ্ভিন্ন আরো এক নাম ইন্দ্রবাহ হয়। অতএব যে কর্ম্ম দ্বারা ইহাঁর যে নাম হয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া কহিতেছি, দেব দানব যুদ্ধ কালে দেবতারা ইহাকে স্বর্গে লইয়া যান, তথায় দানব যুদ্ধে ককুৎস্থকে সেনাপতি বরণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ইহার সারথ্য করেন, একারণ তদবধি "ইন্দ্রবাহ' নাম হয়, পরে সংগ্রাম জিত হইয়া দানব গ্রস্তপুর জয় করিয়া দেবরাজাকে প্রদান করেন, এ হেতু নাম "পুরঞ্জয়,, তিনি তত্তাবৎ যুদ্ধ কাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, একারণ

সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল তিনি জীবিত থাকেন,সুতরাং তাঁহার শাসন কাল অনেক, কেননা দেবমানে এক বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজ্য করেন, তাহাতে নরমানে (১২৯৬০০) বৎসর হয়, একত্রিত এক লক্ষ দ্বিষষ্টি হাজার এক শত বৎসর পূরণ হয়। ককুৎস্থের সহিত চারি পুরুষের ভোগকাল
.... [১৬২১০০)

পরে ককুৎস্থ স্বভার্য্যা সুদেবী গর্ব্ভে "অনেনা,, নামে এক পুত্র রাখিয়া স্বর্গ গমন করেন। পিতার উপরম হইলে অনেনা মহা বীর ছিলেন, তৎপত্নী "সুকন্যা,, সুকন্যা গর্ব্ভে "পৃথু,, নামে এক পুত্র হয়, তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ "সার্দ্ধাষ্ট বর্ষ সাহস্রং রাজ্যং কৃত্বাবনং যযৌ,, সার্দ্ধ অষ্ট সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তপস্যার্থে বন গমন করেন। তাহার শাসন কাল (৮৫০০)
অনন্তর পৃথু রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করতঃ তৎপুত্র "বিশ্বগন্ধিকে,, রাজ্য ভার দিয়া স্বর্গত হন। তাহার শাসন কাল অষ্ট সহস্র পঞ্চশত অশীতি বর্ষ হয়। (৮৫৮০)

বিশ্বগন্ধি রাজা হইয়া পরিমিত পিতৃ সম কাল রাজ্য করিয়া "চন্দ্র,, নামে পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তপস্যার্থে গমন করেন। তাহার শাসন কাল। (৮৫৮০)

চন্দ্রের পুত্র "যুবনাশ্ব,, যুবনাশ্ব সূর্য্যবংশীয় খ্যাতাপন্ন রাজা ছিলেন, তৎপুত্র "শ্রাবস্ত,, ঐ শ্রাবস্ত অনেক শত্রু জয় করিয়া বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণ দেশে "শ্রাবস্তী,, নামে এক নগর স্থাপনা করেন, অদ্যাপি তাহার

নামে সেই নগরবিখ্যাত রহিয়াছে। শ্রাবস্তের পুত্র "শ্রাবস্তি, তাহার পুত্র " বৃহদশ্ব,, বৃহদশ্বের পুত্র "কুবলয়াশ্ব,, চন্দ্র রাজা অবধি বৃহদশ্ব রাজাপর্য্যন্ত পঞ্চ পুরুষে রাজ্য করিয়াছিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ তাহাদিগের ভোগকাল। পঞ্চশতোত্তর ষট চত্বারিংশৎ সহস্রবৎসর হয়। (৪৬৫০০)

মহারাজা কুবলয়াশ্ব পরম ধার্ম্মিক অপ্রতিহত প্রভাব, তাঁহার কুন্তীনাম্নী রাজমহিষীতে তিনসহস্রপুত্র, আর একশত পত্নীতে তিনি (১৮০০০) অষ্টাদশ সহস্র এই এক বিংশতি সহস্র পুত্রোৎপাদন, করেন। মহাবলী কুবলয়াশ্ব পুত্রগণের সহিত ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধুন্ধু নামক অসুরের সহিত সংগ্রাম করেন, পরে ধুন্ধুর মুখ হইতে উৎপন্ন অগ্নি রাশি দশ দিকে ব্যাপ্তময় হইল, সেই অগ্নিতে জগৎ দগ্ধ হয়, তদগ্নি জ্বালাতে দগ্ধ হইয়া কুবলয়াশ্বের সকল পুত্র পঞ্চত্ব পায়, কেবল "দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব, ও ভদ্রাশ্ব, এই তিনপুত্র মাত্র অবশিষ্ট থাকে, অনন্তর কুবলায়শ্বকে ইন্দ্র মহাস্ত্র প্রদান করেন, আর অশ্বিনীকুমারেরা তেজো বৃদ্ধিকারী দ্রব্য প্রাশন করান, তৎপ্রভাবে তিনি ধুন্ধুকে বিনাশ করেন, তদবধি তাঁহার নাম "ধুন্ধুমার,, হয়। মহাপ্রীত মনা হইয়া দেবরাজ সপুত্রক ধুন্ধুমারকে স্বর্গলোকে লইয়া যান, তথায় তাঁহার দেবমানে পঞ্চ মাস অবস্থিতি হয়, সেই কাল মধ্যে পৃথিবীতে তাঁহার মহিষীগণ ও অমাত্য মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছিল, কেবল পুরী মাত্র শূন্য ছিল, অন্যান্য ক্ষত্রিগণেরা রাজা হইয়া রাজ্য করে, অর্থাৎ

দেবমানে পঞ্চ মাস নরমানে গণনায় বহু কাল হয়, অর্থাৎ (৫৪০০০) বৎসর। পরে তিনি পৃথিবীতে আসিয়া বাহুবলে আত্ম রাজ্য পুনঃ গ্রহণকরতঃ আরও কিঞ্চিৎবৎসর রাজ্য করিয়া পুত্রকে রাজ্য ভার দিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। তাহার ভোগ ও শাসন কাল পঞ্চশতোত্তর পঞ্চোনষষ্টি সহস্র বৎসর। (৫৫৫০০)

কুবলয়াশ্বের জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃঢ়াশ্ব রাজা হন, তিনি বহুকাল রাজ্য করিয়াতৎপুত্র"হর্য্যশ্ব,,তাহাকেরাজ্যে অভিষিক্তকরেন। হর্য্যশ্বের পুত্র "নিকুম্ভ,, নিকুম্ভের পুত্র "বহুলাশ্ব,, বহুলাশ্বের পুত্র "কৃশাশ্ব,, কৃশাশ্বের পুত্র, "সেনজিৎ,, ইহারা ছয় পুরুষে পরস্পর সমকাল রাজ্য করিয়া স্বর্গত হন, তাহাদিগের শাসন কাল, পঞ্চাশতোত্তর সপ্তপঞ্চাশৎ বৎসর। (৫৭৫০০)

সেনজিৎ রাজার পুত্র "যুবনাশ্ব,, এই যুবনাশ্বনৃপতি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি ধর্ম্মতঃ একশত কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, কিন্তু দৈববশতঃ তাঁহার পুত্র লাভ না হওয়াতে অতিশয় বিষণ্ণ চিত্তে কাল যাপনা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থাতেই প্রায় তাঁহার অনব্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, অর্থাৎ নবসাহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। পরে পুত্র কামনা করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করেন, ইন্দ্র যজ্ঞের নাম পুত্রেষ্টি যাগ, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মণগণেরা সকলে যজ্ঞ সমাপন করিয়া মন্ত্র পূত জল শান্তি কলসে সংস্থাপন পূর্ব্বক যামিনী যোগে নিদ্রিত ছিলেন।

এমত সময় যুবনাশ্ব শতস্ত্রী সহিত ইতস্তত ভ্রমণ করতঃ তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপানার্থ ঐ যজ্ঞশালায় উপস্থিত হন্। এবং দেখিলেন যে তথায় ব্রাহ্মণগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে না জাগাইয়া যাগ গ্রহে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ অজ্ঞীয় মন্ত্র পূত শান্তি কলশস্থ পানীয় পান করিলেন। তদবসরে ব্রাহ্মণগণ অতি সন্ত্রস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া আক্ষেপোক্তি দ্বারা কহিতে লাগিলেন, হা? মহারাজ! এ কি কর্ম্ম করিলেন, মন্ত্রপূত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ জল সম্পীত হইলেন। মহারাজ! এ অব্যর্থ সংকল্প, বিকল্প কল্পে কদাপি কল্পিত হইতে পারে না, বিধি নিবন্ধন ঈশ্বরেচ্ছানুক্রমে আপনার গর্ব্ভে অবশ্য সন্তানোৎপত্তি হইবে। দৈব বল বড় বল, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। তৎ শ্রবণে রাজা অতি বিমর্ষ হইয়া স্বধামে আগত হন। কালেস্ত্রী লোকের ন্যায় রাজা গর্ব্ভ লক্ষণাক্রান্ত হইলেন। সংপূর্ণ দশ মাসে গর্ব্ভস্থ পুত্র সূতিমারুত কর্ত্তৃক আহত হইয়া উদর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হয়, কোনমতে বহির্নিগমন পথ না পাইয়া অবশেষে রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বহির্নির্গত হয়, কিন্তু যুবনাশ্বের দেব ব্রাহ্মণ প্রসাদে তখন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। অর্থাৎ ইন্দ্র কর্ত্তৃক জীবিত হইয়া আরও কিছু কাল জীবিত ছিলেন। গর্ভ নিষ্ক্রান্ত বালক ভূমিষ্ঠ মাত্র স্তন্যার্থ রুদ্যমান হইয়া ধাবিত হন, এমত কালে ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৎস! তুমি কাহার্ প্রতি ধাবমান হইতেছ, কে তোমার ধাতা, ও পাতা, ইতি প্রশ্ন

মাত্রেই দেবরাজ ইন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন "মাংধাবিত,, আমি ধাতা ও পাতা ইত্যর্থে তাঁহার নাম "মান্ধাতা,, হইল, দেবরাজ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। বৎস! তুমি রোদন করিহ না, আমি তোমাকে পরিপালন করিব, ইহা কহিয়া তাহাকে তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা সুধা পান করাইয়া তৎ ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। এবং দেব সৈনাধিপত্যে অভিষক্ত করিয়া সুরলোকে গমন করেন। ঐ মান্ধাতার এক নাম "ত্রসদস্যু,, অর্থাৎ সকল দস্যুই মান্ধাতাকে ত্রাস করিবে। আর পৈতৃক নামানুসারে একনাম "যৌবনাশ্ব, হয়। কিছু কাল পরে যুবনাশ্ব মান্ধাতাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহার রাজ্য শাসন কাল নবসহস্র এক শত এক পঞ্চাশৎ বৎসর।, ৯১৫১

সন্দেহে নিরসন।

২ অংশ।

ভক্তাতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে ব্রহ্মন্! কাশী মাহাত্ম্য আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ অবশ্যই হইতে প্যারে? ঐ রূপ প্রয়াগ এবং কুরুক্ষেত্রকেও মান্য করি, যেহেতু বেদোক্তিকে অপ্রমাণ করা হয়, না, আর কাশীমাহাত্ম্যেই ঐ দুয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা সিদ্ধি হইতে পারে? অতএব আপনার বাক্যের মর্ম্ম আমার হৃদয়ে ধারণ হয় নাই, কিঞ্চিৎ বিবৃত রূপে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ঘটিতা কাশী প্রশংসা করুন।

পরম হংসের উত্তর। বৎস? শ্রবণ করহ। দেবতা-দিগের যাগ ভবনকে "দেবযজন,, বলে। এ বিধায় কুরুক্ষেত্র দেব যজন, প্রয়াগও দেবযজন, কাশীও দেব-যজন বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। ইত্যর্থে মানব শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ স্থান সকলকে তীর্থ রূপে মান্য করা যায়, সেই জ্ঞানের নাম অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান, বাহ্যবস্তুর সহিত অন্ত-রস্থ বস্তুর এক যোগ করণকেই রাজযোগ বলে। সেই রাজ যোগীই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, ফলে দেবযজনের প্রকৃত অর্থ এই যে ইন্দ্রিয়গণের আরাধনীয় স্থান এই দেহ, দেহেই আত্মার অবস্থান জন্য ইহার নাম ব্রহ্মসদন।

কুরুক্ষেত্রের অর্থ, কুরু রাজার যাগস্থান। অথবা তৎকুলের যুদ্ধ স্থান, যুদ্ধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া ঐ স্থানেই কুরুগণেরা প্রাণত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ সৎপ্রবৃ-ত্তিকও অসৎ প্রবৃত্তিক এই স্বভাবদ্বয় ধর্ম্ম পরিবার ও অধর্ম্ম পরিবার কুরুপাণ্ডু রূপে এই দেহে নিত্য বিরোধ করিয়া থাকে,সুতরাং এইরূপ তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেই জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম পাশে পরিমুক্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করে। এতদ্ভিন্ন কুরুক্ষেত্র পদে অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা শিব, কুশব্দে পৃথিবী, উশব্দে, শিব, ক্ষেত্র শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, অতএব জীবাত্মার অধিষ্ঠান ভুত স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র, একারণ দেহীর দেহই জীব পরমের আধার স্থান, তজ্জন্য ব্রহ্মসদন বলেন, এই পরমার্থ তত্ত্ব ভূত দেহ তত্ত্ব জ্ঞাতা পুরুষ নিবৃত্তিপায়, যাহারা ইহাতে অজ্ঞ, তাহাদিগের পক্ষে

স্থূলতো পায় স্থির করিয়া বাহ্যে কুরুক্ষেত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ ক্ষেত্রে মৃত হইলে জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলেরই সমান গতিলাভ হয়।

জ্ঞান ভূমির নাম অবিমুক্ত অবিমুক্ত, শব্দে যে স্থলে মুক্তির অন্যথা নাই। সেই ক্ষেত্র বারানশী নামে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্ম সদন, ব্রহ্মধাম, যেমন সকলের শিরো ভাগকে ব্রহ্মসদন পরমাত্মার স্থান বলিয়াছেন। অর্থাৎ যখন জীবের প্রাণ সকল উৎক্রমমাণ হয়, অর্থাৎ ঊর্দ্ধগত পরমাত্মাভিমুখে গমনোন্মুখ হয়, তখন পরমাত্মা শিব তারকমন্ত্র প্রদান করেন, যৎপ্রভাবে জীব অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্তে মোক্ষ হয়। "প্রাণানুৎক্রময়াণ" পদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণ ঊর্দ্ধগত হইয়া ব্রহ্মস্থান শিরোবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলকর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মাভি মুখে গত হয়, তখন তারকমন্ত্র প্রভাবে পরম পদকে লাভ করে। যদ্রূপ পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞানী যোগী পরমহংসেরা জ্ঞান প্রভাবে প্রাণ সকলকে ঊর্দ্ধগামী করতঃ সমাধিযোগে তদ্বিষ্ণুর পরম পদকে লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং বাহিরে কাশীক্ষেত্রপ তদ্রূপ যোগস্থান ব্রহ্ম সদন ইহাতে জ্ঞানীর কথা কি? শশক মসকাদি জন্তু মাত্রেও প্রাণত্যাগ করিয়া যোগীজনের অভিলষিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এ কারণ যোগী পরমহংসেরা প্রাণান্তেও অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগের ইচ্ছা করেন না। চিরকালই তারক মন্ত্রাভিলাষে কাশীমৃত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ হইয়া থাকে।

তারক ব্রহ্মপদে, "প্রণব,, তারয়তীতি, (তার) স্বার্থে (ক) যেমন যোগী অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানীগণে সর্ব্বসাধনাবসানে প্রণবাবলম্বন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন। হেলয়া মৃত্যু মাত্রেই প্রণবাব লম্বন যোগ সংম্পূর্ণ হয়।—ফলিতার্থ প্রণবাব লম্বনই মোক্ষোপদেশ, কাশীতে তাহাই লাভ হয়, সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্বীয় যে সকল কর্ত্তব্যোপদেশঃ তাহাই বাহ্যে কাশী ক্ষেত্রে লভ্য হইয়াছে, অতএব কাশীবাস করিয়া কাশীর স্বরূপার্থ অবগত হইয়া অবিমুক্তোপাসনা করিলে জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মই হয়।—যদি স্বরূপার্থ উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হয়, তথাপি তত্ত্বস্থান মাহাত্ম্যে পরিমুক্ত হইবার কোন অপেক্ষা থাকে না।

যেমন ব্রহ্মরন্ধ্রে, পরমাত্মা উপাস্য, সেইরূপ অবিমুক্তে অবিমুক্তেশ্বর বিশ্বেশ্বর উপাস্য হয়েন। যেমন জীবের মস্তক ব্রহ্মধাম, সেইরূপ বারানশীও ব্রহ্মধাম, স্বরূপার্থ তত্ত্ব লক্ষণ লক্ষিত কাশীক্ষেত্র সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ হয়।

গৃহস্থ ধর্ম্মঃ।

গর্ভাধান বিধি।

গৌরীপদ্মা শচীমেধা সাবিত্রী বিজয়াজয়া।
দেবসেনা স্বধাস্বাহা শান্তিঃ পুষ্টিঃ ধৃতিঃ ক্ষমা।
আত্মনো দেবতাচৈব তথৈব কুলদেবতা। ইতি।

শুভকর্ম্মারম্ভে ষোড়শ মাতৃকাপূজা কর্ত্তব্য, ইত্যর্থে তাঁহাদিগের নাম লিখিতেছি। যথা।

গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, ক্ষমা, আত্মদেবতা, কুল-দেবতা, এই ষোড়শ প্রকৃতি, ইহাঁরাই মাতৃকা, সকল সংস্কারেই ইহাঁদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়।

মাতৃকা আবাহন।

আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বাস্ত্রিদশানন্দ কারিকাঃ।
বিবাহ ব্রত যজ্ঞানাং সর্ব্বাভীষ্টঃ প্রকল্প্যতাং॥

হে সর্ব্বদেবানন্দদায়িনি! সকল মাতৃকাগণেরা! মৎকর্ত্তৃক আবাহিতা হইয়া আগমন কর, আগতা হইয়া বিবাহাদি সংস্কারের আর ব্রত যজ্ঞাদিশুভ কর্ম্মের অভীষ্ট ফল প্রদান করহ।

যান শক্তি সমারূঢ়াঃ সৌম্যমূর্ত্তি ধরাঃসদা।
আয়ান্তু মাতৃকাঃসর্ব্বা যজ্ঞোৎসব সমৃদ্ধয়ে॥

হে মাতৃকাগণ! তোমরা সকলে, আপন আপন যান বাহনে ও আপন আপন শক্তিতে সমারূঢ়া হইয়া সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করতঃ আমার এই যজ্ঞ উৎসব সমৃদ্ধির নিমিত্তে আগমন করহ।

ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্ স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ।
দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশ পরিমাণতঃ॥

এই মন্ত্রে ষোড়শ মাতৃকাকে আবাহন করতঃ স্বশক্ত্যা-নুসারে পূজা করিয়া নাভিমাত্র ঊর্দ্ধ গৃহভিত্তিতে এক বিঘত প্রস্থ স্থানে বসুধারা সংপাতন করিবে। অস্যমন্ত্র।

সপ্তধা পঞ্চধা বিন্দূন্দদ্যাৎ সিন্দূর চন্দনৈঃ।
প্রত্যেকবিন্দৌ মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরন্।
ঘৃতধারা মবিচ্ছিন্নাং দদ্যাত্তত্র বসুং যজেৎ॥

যে স্থানে বসুধারা দিবে, তাহার উপর চন্দন সিন্দূর কজ্জল দ্বারা সপ্ত বা পঞ্চবিন্দু দিবে, উপরে হরিদ্রাক্ত চন্দ্রাকৃতি প্রণবচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ঐ প্রত্যেক বিন্দুতে কামবীজ মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ স্মরণ পূর্ব্বক, অথবা বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভূমিতল পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিয়া চেদিরাজ বসুর আবাহন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর কুলোচিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আয়ুষ্য জপ করিবে।

বসুধারাং প্রকল্প্যেবং মহোক্তৈনৈববর্ত্মনা।
বিরচ্য স্থণ্ডিলং ধীরো বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বকং॥

এইরূপ বসুধারা কল্পনা করিয়া নান্দীশ্রাদ্ধাদি করতঃ বেদোক্ত অথবা তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা হোমবেদী রচনা পূর্ব্বক যজমান বহ্নি স্থাপন করিবেক।

হোমদ্রব্যাণি সংস্কৃত্য পচেচ্চরু মনুত্তমং।
প্রাজাপত্য শ্চরুশ্চাত্র বায়ুনামা হুতাশনঃ।
সমাপ্য ধারাহোমান্তং কৃত্যামাবর্ত্তমারভেৎ॥

হোম দ্রব্যাদি সকল সংস্কৃত করিয়া বায়ুনামা অগ্নি স্থাপন করণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম স্থাপনাদি ক্রিয়ানন্তর মহা ব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাজাপত্য চরুপাক করিবে। পরে ধারা হোমান্তচরু শ্রাবাবসানে প্রকৃত কর্ম্ম সমারম্ভন করিবেক।

হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা চরুনৈবাহুতি ত্রয়ং।
প্রদায়ৈবা হুতিং দদ্যাদিমং মন্ত্র মুদীরয়ন্॥

মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিজায়ান্ত চরু দ্বারা প্রজাপতিকে আহুতি ত্রয় দিবে। অনন্তর এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আরো আহুতি ত্রয় প্রদান করিবে।

সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতি মুৎসৃজেৎ।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র স্মরণ করিয়া সূর্য্য, প্রজাপতি এবং বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া আহুতি ত্রয় দিবে॥

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টারূপাণি পিংষতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতি র্ধাতাগর্ভং দধাতুতে॥

বিষ্ণু জগৎপাতা, তিনি যোনিকল্পনা করুন। বিশ্বকর্ম্মারূপে গর্ব্ভ পিণ্ডকে দৃঢ় নির্ম্মাণ করুন্। প্রজাপতি ব্রহ্মা গর্ব্ভকে অভিষিক্ত করিয়া পুত্র প্রদান করুন্। এই মন্ত্র প্রণব পূর্ব্বক অগ্নিজায়ান্ত উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধ ঘৃতে বা চরু মিশ্রিত করিয়া আহুতিত্রয় প্রদান করিবে।

গর্ব্ভংদেহি শিনীবালী গর্ব্ভংদেহি সরস্বতী।
গর্ব্ভংতে অশ্বিনৌদেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥

শিনীবালী চন্দ্রের পূর্ণকলা সন্তান প্রদান করুন্। দেবী সরস্বতী গর্ব্ভ প্রদান করুন্। পদ্মমালী অশ্বিনী কুমার দ্বয়, গর্ব্ভ প্রদান পূর্ব্বক ধারণা করুন্। এই মন্ত্র পাঠ করতঃ আহুতি দিবে।

ধ্যাত্বাদেবীং শিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা।
বাহ্যান্ত মন্ত্রনানেন দদ্যাদাহুতি মুত্তমাং॥

শিনীবালী ও দেবী সরস্বতীকে এবং অশ্বিনী কুমার দ্বয়কে ধ্যান করিয়া প্রণবাদি বহ্নিজায়ান্ত উপরি উক্ত মন্ত্র দ্বারা উত্তমাহুতি ত্রয় প্রদান করিবে।

অন্তঃকামং বধূং মায়াং রমাং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
অমুষ্যৈপুত্র কামায়ৈ গর্ব্ভমাধেহি সবিচিং॥

অনন্তর কাম,বধূ, মায়া, লক্ষ্মী এবং কূর্চ্চবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক "অমুষ্যৈ পুত্র কামায়ৈ গর্ব্ব মাধেহি,, বহ্নিজায়ান্ত এই মন্ত্রে আহুতি দিবে। অমুষৈ্যা অর্থাৎ পুত্র কামনা করিতেছে আমার পত্নী অমুকা, ইহাকে তোমরা সকলে পুত্র প্রদান করহ ইত্যর্থঃ ॥

উক্ত্বা ধ্যাত্বা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেনলে।
যথেয়ং পৃথিবী দেবী হ্যুত্তানা গর্ব্বমাদধে।
তথাত্বং গর্ভমাধেহি দশমেমাসি সূতয়ে।
স্বাহান্তেনামুনাবিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতি মাচরেৎ ॥

এই বাক্য বলিয়া বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সংস্কৃতাগ্নিতে আহুতি দিবে। আর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কেবল বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়াও আহুতি প্রদান কবিবে। হে প্রভো! যেমন আপনি পৃথিবী দেবীতে গর্ব্ব ধারণা করিয়াছিলে, সেই-রূপ প্রসূত্যর্থে এই গর্ব্বকে দশমাস ধারণা করুন্। ইতি বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবেক।

পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বাবিষ্ণুং পরাৎপরং।
বিষ্ণোজ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সং ॥
সুতমাধেহি ঠদ্বন্দ্বমুক্ত্বা বহ্নৌ হবিস্ত্যজেৎ।

পুনর্ব্বার ঘৃত গ্রহণ করতঃ পরাৎপর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে। হে বিষ্ণো সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে তুমি আমার এই শ্রেষ্ঠাধর্ম্মপত্নীতে পুত্র প্রদান করহ, এই বলিয়া প্রণব পূর্ব্বক বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঘৃতাহুতি দিবে।

অথ বিল্বমাহাত্ম্য।

বোদদ্যাদ্বিল্বপত্রঞ্চ শিবায়ৈ শঙ্করায়চ।
সদাশিব সমোভূত্বা সগচ্ছেৎ ব্রহ্ম শাশ্বতং। ইতি।

যোগিনী তন্ত্রং।

বিল্বপত্রের মাহাত্ম্য দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ, অর্থাৎ দেবতারাও বিল্বপত্র স্বরূপ মহিমা জ্ঞাত নহেন। যে ব্যক্তি পূজা কালে ভগবতীকে বা মহাদেব শঙ্করকে বিল্বপত্র প্রদান করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিব তুল্য হইয়া পরব্রহ্মে গমন করে।

অচ্ছিন্ন মূলং তৎপত্রং যোদদ্যাচ্ছঙ্করার্চ্চনে।
তস্য পূজা বৃথাদেবি মৃত্যো নরক মাপ্নুয়াৎ। ইতি।

ত্রিবিক্রম সংহিতায়াং।

যে ব্যক্তি শিব পূজাতে বিল্বপত্রের বৃন্তমূল ছেদন না করিয়া প্রদান করে, হে দেবি! সে ব্যক্তির সেই পূজা বৃথা হয়। এবং মরণান্তে নরকে গমন করে।

স্বর্ণ পুষ্প সহস্রেণ যৎফলং লভতে নরঃ।
তস্মাল্লক্ষ গুণং পুণ্যং ভগ্নৈকং বিল্বপত্রকে। ইতি।

মাতৃকাভেদ তন্ত্রং॥

হে দেবি! স্বর্ণময় সহস্র পুষ্প দ্বারা শিব পূজা করিলে নর যেফল লাভ করে। তাহা হইতে লক্ষ গুণ পুণ্য একটী ভগ্নবিল্বপত্র দ্বারা শিব পূজা করিলে লাভ হয়।

ভগ্নৈক বিল্বপত্রস্য সহস্রৈকেন ভাগতঃ।
মেরু তুল্য সুবর্ণেন তৎফলং নহি লভ্যতে॥

ভগ্ন বিল্লপত্রের সহস্র ভাগের এক ভাগ দিয়া শিব পূজা করিলে সুমেরুপর্ব্বতের তুল্য সুবর্ণ দান করিলেও তাহার তুল্য ফল হয় না।

অতএব শিব পূজায় সমস্ত পুষ্প হইতে বিল্লপত্রেরই মাহাত্ম্য অধিক, বিনা বিল্লপত্রে শিব পূজায় ইষ্ট ফল সিদ্ধি হয় না। সকল পুষ্প মাহাত্ম্য হইতে বিল্ল মাহাত্ম্য গরীয়, বিল্লের যে কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, বিল্লের যে কি অনির্ব্বচনীয় ফল, তাহা বেদেও কহিতে পারেন না।

ইতি বিল্ল মাহাত্ম্য সংপূর্ণ।

অথ পুষ্পমাহাত্ম্য।

দেব পূজা বিশেষে পুষ্প বিশেষ আছে, পরমেশ্বরের বিভূতি রূপ এক এক পুষ্প হয়, তাহার বিবরণ ভেদানুসারে পুষ্পের মহিমা বর্ণন করিতেছি।

পুষ্প শব্দের স্বরূপার্থ।

পুণ্য সংবর্দ্ধনাচ্চাপি পাপৌঘ পরিহারতঃ।
পুষ্কলার্থ প্রদানাচ্চ পুষ্প মিত্যভিধীয়তে॥

কুলার্ণবং।

পুষ্ শব্দে পুণ্য বর্দ্ধনার্থ, ও পাপ রাশির পরিহরণ জন্য, প শব্দ ইষ্ট ফল সিদ্ধির নিমিত্ত হয়, একারণ শাস্ত্রে পুষ্প বলিয়া কহিয়াছেন।

তুলস্যৌ পঙ্কজে জাত্যৌ কেতক্যৌ করবীরকৌ।
শস্তানি দশ পুষ্পাণি তথারক্তোৎপলানি চ॥

শিব; বিষ্ণু; দুর্গাদি পূজনে, অতি প্রশস্ত দশ পুষ্প, যথা তুলসী দুই, অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ ভেদে তুলসী মঞ্জরীদ্বয়, শ্বেত-রক্ত ভেদে পদ্ম দ্বয়, শ্বেতপীত জাতী পুষ্পদ্বয়, স্বর্ণশুক্ল ভেদে কেতকী দ্বয়, আর শ্বেতরক্ত করবীর পুষ্পদ্বয়, এই দশ পুষ্প, এতদ্ভিন্ন রক্তোৎপলও প্রশস্ত জানিহ।

উৎপলানিচ নীলানি কহ্লার কুমুদানি চ।

এবং নীলোৎপল; ও কহ্লার অর্থাৎ সুন্দী পুষ্প, আর কুমূদাদি কৈরব পুষ্প সকল প্রশস্ত হয়।

অনন্তর দেবতা বিশেষে দশ দশ পুষ্প
ও অন্য পুষ্পাদির কথন।

মালতীং কুন্দমন্দারং নন্দ্যাবর্ত্তাদিকানি চ।
পলাশ পাটলা পার্থ পাবন্ত্যাবর্ত্ত্যা কানি চ।
চম্পকানি সনাগানি রক্ত মন্দারকানি চ।
অশোকোদ্ভব বিল্লাখ্য কর্ণিকারোদ্ভবানি চ॥

মালতী, কুন্দ, মন্দার, নন্দ্যাবর্ত্ত অর্থাৎ পারুল, পলাশ পাটল, অর্থাৎ শ্বেতগোলাপ, পার্থ অর্থাৎ ভুমিচম্পক, পাবন্তী অর্থাৎ জয়ন্তী, আবর্ত্তক অর্থাৎ নবমল্লিকা, নাগচম্পক, রক্তমন্দার অর্থাৎ রক্তগোলাপ, অশোক, কর্ণিকার, অর্থাৎ গুলঞ্চ, প্রাকৃত ভাষায় কলিকা পুষ্প বলে। এই পুষ্প সকল দেবতাকেই প্রদান করা যায়।

এতান্যন্যানি পুষ্পাণি তন্ত্রেঽস্মিন্ সন্তি বৈ প্রিয়ে।
নানাদেশোদ্ভবানিস্যুঃ সর্ব্ব কালোদ্ভবানি চ।
কুলানিচৈব পুষ্পাণি দদ্যাদ্দেব্যৈ বিশেষতঃ॥

এই তন্ত্রোক্ত পুষ্পামি আর অন্য পুষ্পাদি অনেক আছে এবং নানা দেশোদ্ভব পুষ্প যত, তদ্ভিন্ন সর্ব্ব কাল প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল, আর কুল পুষ্পাদি অর্থাৎ যন্ত্র পুষ্প সকল, দেবী মুর্ত্তি মাত্রকেই দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে নিষেধ নাই

অথ পুষ্পং প্রবক্ষ্যামি কর্ম্মযোগে মহেশ্বরি।
শৃণুস্ব পরয়া ভক্ত্যা যথোক্তং ব্রহ্মণা পুরা॥

হে মহেশ্বরি! অতঃপর কর্ম্মযোগ সংখ্যানে পুষ্পের বিশেষ কহিতেছি, যাহা পূর্ব্বে বেদে ব্রহ্মা কহিয়াছেন, অতএব ভক্তি পরতাতে তাহা শ্রবণ করহ।

কমলে করবীরদ্বে কুসুম্ভে তুলসীদ্বয়ং।
জাতাশোকে কেতকীদ্বে কুমারী চম্পকোৎপলং।
কুন্দ মন্দার পুন্নাগ পাটলা নাগ চম্পকং।
আরগ্বধং কর্ণিকারং পাবন্তীং নবমল্লিকাং।
সৌগন্ধিকং সকোরণ্ডং পলাশা শোক সর্জ্জকান্॥

শ্বেতরক্ত পদ্ম, শ্বেতরক্ত করবীর, পীতরক্ত কুসুম্, শ্বেত কৃষ্ণ তুলসীমঞ্জরীদ্বয়। পীতকৃষ্ণ জাতশোক অর্থাৎ ঝিন্টীদ্বয়, স্বর্ণশ্বেত কেতকীদ্বয়, কুমারীচম্পক অর্থাৎ কনকচাঁপা, উৎপল, কুন্দ, মন্দার, পুন্নাগ, গোলাপ, নাগ কেশর, শোনালি পুষ্প, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, নবমল্লিকা, সুন্দী, কুরুবক, পলাশ, অশোক, ও শালপুষ্প ইত্যাদি দেবী প্রিয়।

সিন্দুবার মপামার্গঃ বাপুলীকঞ্চ কামজং।
ব্যাঘ্রচেলং দামনকং মরুবকং ততঃপরং॥
লবঙ্গং জলকর্পূরং তগরঞ্চ জবান্তথা।
শিব পুষ্পং দ্রোণপুষ্পং কামরাজং স্বকেতকং।
অন্যানি বন পুষ্পাণি জলজস্থলজানি চ।
গিরিজানি দেশজানি নানা পুষ্পাণ্যতঃ পরং॥

সিন্দুবার পুষ্প, অপামার্গ শীর্ষ, বাপুলীক অর্থাৎ শোণ পুষ্প, কামজ অর্থাৎ মালিক, ব্যাঘ্রচেল অর্থাৎ মুচুকুন্দ, দমনক, ধুস্তূর, মরুবক, অতঃপর লবঙ্গ লতার পুষ্প, জলক পূর, অর্থাৎ কাঞ্চিড়াপুষ্প, তগর, জবা, আর বাসক, দ্রোণ-পুষ্প, কামরাজ, অর্থাৎ গন্ধরাজ, স্বকেতক অর্থাৎ স্বর্ণ-কেতকী, আর আর জলজ, স্থলজাদি বন্য পুষ্প সকল, সর্ব্ব পর্ব্বতে ও সর্ব্ব দেশেজাত ইত্যাদি পুষ্প দেবী মূর্ত্তিকে প্রদান করা যায়।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায় সমাসতঃ।
ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈ র্মল্লিকা জাতি কুন্দুমৈঃ।
সিত রক্তৈস্তথা পুষ্পৈ নীল পদ্মৈশ্চ পাণ্ডরৈঃ॥
কিংশুকৈস্তগরৈশ্চৈব জবা কনক চম্পকৈঃ।
বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দ পুষ্পৈঃ কুরুণ্ডকৈঃ।
ধুস্তূরকাদি বৃক্ষৈশ্চ কুন্দুকাগস্ত্য সম্ভবৈঃ।
মদনৈঃ সিন্ধুবারৈশ্চ দূর্ব্বাঙ্কুর সুকোমলৈঃ।
মঞ্জরীভিঃ কুশানাঞ্চ বিল্বপত্রৈঃ সুকোমলৈঃ॥

অতঃপর হে দেবি! তুমি পুষ্পাধ্যায শ্রবণ করহ, আমি বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি। ঋতুকালে উৎপন্ন পুষ্প সকল,

মল্লিকা, জাতি, কুঙ্কুম, এবং শ্বেত পুষ্প ও রক্ত পুষ্প, এবং শ্বেতপদ্ম, ও রক্তপদ্ম, ও নীলপদ্ম, পলাশ, পারিজাত, তগর, জবা, কনকচম্পাক, বকুল, কুন্দ, কুরুণ্ডক, ধূস্তুর, বন্ধুক, বক, কনকধূস্তুর, সিন্ধুবার, দূর্ব্বাঙ্কুর, তুলসীমঞ্জরি প্রভৃতি, এবং কুশাগ্র ও নবীন সুকোমল বিল্লপত্র দ্বারা দেবী পূজা করিবেক।

অথ বিষ্ণু বিষয়েপি।

তুলসীদ্বে মালতীদ্বে তমালামলকী তথা।
পুন্নাগং মণিপুষ্পঞ্চ মল্লিকাঞ্চ নিবেদয়েৎ॥
করবীরস্তু কুসুমৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং।
দর্শনাত্তস্য দেবেশি নরকাগ্নিঃ প্রণশ্যতি॥

শ্বেত কৃষ্ণ তুলসী, আর শ্বেতরক্ত মালতী, ও তমাল পত্রও পুষ্প, আর আমলকীপত্র, পুন্নাগ, বক, মল্লিকাদি সকল পুষ্প নারায়ণকে নিবেদন করিবেক। যে ব্যক্তি করবীর পুষ্প দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করে, হে দেবেশি! তাহাকে দর্শন করিলে নরকাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা চিৎপুর রোড্ বটতলা ২৬৬ নং ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্ম্ম দ্বিতীয়ঃস্বপাঃ

২ কল্প ১৮ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুংপরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭১ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ ফাল্গুন।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান।

পিতার উপরতি হইলে পর মান্ধাতা রাজা হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। ইনি অতি পুণ্যশীল, এবং অতিশয় যোদ্ধা; মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজা মান্ধাতা অচ্যুত তেজা, সপ্তদ্বীপা বসুমতীকে শাসন করতঃ এক চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রতাপে সমস্ত পৃথিবীর

রাজাগণ পরি কম্পিত হইয়াছিল, সকলেই কর প্রদান পূর্ব্বক সেবক প্রায় সেবা করিত, নরেন্দ্রদিগের কিরীট কোটি দ্বারা মান্ধাতার চরণ পরিপূজিত হইয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান ছিলনা, যে তথায় মান্ধাতার আজ্ঞা প্রচলিতা হয় নাই? ধরণীতলে দস্যু প্রায় রাজা সকল মান্ধাতার পরাক্রমে সর্ব্বদাই ত্রাসিত ছিল। অন্যা পরে কা কথা; যে রাবণ ত্রিলোক জয় করিয়া সর্ব্বাধীশ্বর হইয়াছিল, সেই রাবণ মান্ধাতার সংগ্রামে পরাজয় পায়. মনুষ্যে মান্ধাতার তুল্য পরাক্রম শালী রাজা হয় নাই হইবে না?

মান্ধাতা প্রভুত দক্ষিণা দ্বারা বহুতর যজ্ঞ করিয়া পরমেশ্বরের প্রীতি জন্মাইয়াছিলেন। একদা মান্ধাতাকে অসুর সংগ্রামার্থে দেবরাজ ইন্দ্র সুরলোকে নীত হয়েন, তৎসংগ্রাম জিত হইয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করেন, পরে ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া মান্ধাতার সহিত সখ্য করিয়া আপনার অর্দ্ধাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তৎপরিতোষার্থে গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর অপ্সরাগণে সমারোহ পূর্ব্বক গীত নৃত্যবাদিত্রাদি করিয়াছিল। দেবরাজের হর্ষ প্রদানার্থ দুই বৎসর দেবমানে স্বর্গে বাস করতঃ পরে পৃথিবীতে আগমন কালে তাঁহার সহিত রাবণের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাবণ লঙ্কায় প্রস্থান করে।

অনন্তর মান্ধাতা শশবিন্দু রাজার কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া তাহাতে তিন পুত্র ও পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠ পুরুকুৎস, মধ্যম অম্বরীষ, কনিষ্ঠ মুচুকুন্দ।

সৌভরি মুনি তাঁহার পঞ্চাশৎ কন্যার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক কান্যকুব্জদেশে বাস করেন, তাঁহার দশপুত্র, তন্মধ্যে পঞ্চগৌড় ও পঞ্চ দ্রাবিড় হয়। এক্ষণে এতদ্দেশে যত ব্রাহ্মণ, সে সকলেই প্রায় সৌভরিসন্তান, পরে রাজা মান্ধাতা পরিমিত কাল রাজ্যভোগ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুকুৎসকে রাজ্য দিয়া মথুরাতে লবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন্। তাঁহার রাজ্য শাসন কাল অধিক, যেহেতু তিনি নরমানে অনেক বৎসর স্বর্গলোকে ছিলেন, অর্থাৎ দেবমানের বৎসরে। রাজ্যশাসন কালে (৩৫৯২০০)।

তৎপুত্র ত্রয়ের মধ্যে "মুচুকুন্দ" মহা বলবান, তাঁহাকেও ইন্দ্র অনুবধার্থ সেনাপতি করিয়া স্বর্গে লইয়া যান, তিনি অসুরদিগের সহিত সুচির কাল যুদ্ধ করিয়া জিত হইয়া ইন্দ্রকে সুস্থ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বর প্রদান পূর্ব্বক মহীতলে পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই মুচুকুন্দ গোমন্ত পর্ব্বতের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল নিদ্রাভজনা করিয়াছিলেন, দ্বাপরযুগের শেষে কলিপ্রারম্ভে তৎ কর্ত্তৃক কালযবন নিহত হয়। পরে তিনি কৃষ্ণোপদেশে বদরিকাশ্রমে গিয়া তপস্যা করিয়া পরমাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

অপর মান্ধাতার মধ্যম পুত্র শ্রেষ্ঠ গুণশালী, অম্বরীষ, তিনিও মহাজ্ঞানী ছিলেন, অনেক প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গত হন্। অম্বরীষের পুত্র "যুবনাশ্ব" তিনি পিতামহের নামে বিখ্যাত, তাহার পুত্র "হারীত" হারীত মহাতপস্বী, তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন।

মান্ধাতার জ্যেষ্ঠপুত্র " পুরুকুৎস „ তিনি অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পালন করেন, তৎপত্নী নর্ম্মদা, ঐ নর্ম্মদা নাগ কন্যা, তাঁহার ভ্রাতারা পুরুকুৎসকে প্রদান করেন।—পুরুকুৎসকে নাগগণেরা পাতালে লইয়া যান, তথায় মহারাজা প্রভুত যুদ্ধ করিয়া নাগগণের অনিষ্ট সাধক অনেক গন্ধর্ব্বকে বধ করিয়াছিলেন, পুরুকুৎস কেবল নরদেহ ব্যবধান মাত্র বস্তুতঃ তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুশক্তি ধারণ করিতেন। নাগগণেরা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন, অদ্যাবধি পুরুকুৎসের নাম স্মরণ যে করিবে তাহার সর্প দংশন ভয় হইবেন না। এই লব্ধ বর হইয়া রাজা অযোধ্যায় আগমন করেন, পরে " একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণি বুভুজে মহীমিতি „ একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে রাজ্য ভোগ করতঃ পুত্রকে রাজ্য দিয়া সুরলোকে গমন করেন।—তাঁহার শাসন কাল। (১১০০০)

পুরুকুৎসের পুত্রের নাম " ত্রসদস্যু „ তৎপুত্র " অনরণ্য „ ইনি মহা ধার্ম্মিক, বহুকাল রাজ্য করিয়া চরমাবস্থাতে রাবণের হস্তে নিহত হন। পিতা পুত্রের শাসন কাল অষ্ট শতোত্তরবিংশতি সহস্র বর্ষ। (২০৮০০)

অনরণ্যের পুত্র " হর্য্যশ্ব „ তৎপুত্র " প্রারুণ, প্রারুণের পুত্র " ত্রিবন্ধন „ তৎপুত্র " সত্য ব্রত „ ইহাঁরা সকলেই নিঃস্বপত্ন, নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিরোধে সংপুর্ণ পরমায়ু রাজ্য করিয়া স্বর্গ গমন করেন। তাঁহারদিগের চারি পুরুষে ষটত্রিংশৎ বর্ষ সাহস্র পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। (৩৬০০০)

সত্যব্রতের পুত্র "ত্রিশঙ্কু,, তিনি রাজা হইয়া বহুকাল রাজ্য করেন, প্রায় সার্দ্ধ নবসাহস্রবর্ষে বশিষ্ঠ শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়া বর্জ্জিত হন্। চরমাবস্থাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার পৌরহিত্য করিয়া তাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গ প্রাপ্ত করান, এবং তপোবলে তাঁহাকে প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ জীবিত রাখেন, ত্রিশঙ্কুর রাজ্য শাসন কাল ষট্ চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ হয়। (৪৬০০০)

ত্রিশঙ্কু রাজার পুত্র "হরিশ্চন্দ্র ,, পিতার উপরমে পিতৃ সিংহাসনাধিকারী হন্, তিনি সিন্ধুদেশীয় সোমদত্ত রাজার কন্যা "শৈব্যাকে ,, বিবাহ করেন, হরিশ্চন্দ্র অতিশয় দাতা স্বীয় রাজ্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। যাঁহার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠে বিরোধ হয়, সেই দুই মুনি পরস্পর শাপাশাপি করিয়া পক্ষী দেহ প্রাপ্ত হন্, বিশ্বামিত্র আড়ী পক্ষী, বশিষ্ঠ বকপক্ষী হইয়া, বহু বৎসর যুদ্ধ করিয়া পরে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান অতি আশ্চর্য্য, মহারাজা বদান্য ধন্যতম, সৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যে অতিদ্বিতীয়, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সমস্ত পৃথিবীর উপর এক শাসন কর্ত্তা ছিলেন, ঔদার্য্য গুণে সকলেই তাঁহার বশীভুত ছিল। ধরাতলে এমন অর্থীব্যক্তি কেহ ছিল না, যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট তাহার অভিলাষের পরিপূরণ হয় নাই। তাঁহার দাতৃত্ব পরীক্ষণার্থে বিশ্বামিত্র প্রত্যর্থী হইয়া যখন সমাগত হন্। তখন রাজা প্রায়ই দান দ্বারা সমস্ত ধনের পরিক্ষয় করিয়াছিলেন, অবশেষে

আত্ম সোপস্করণ সহিত রাজধানী দান করেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র রাজার নিকট দানের দক্ষিণা প্রার্থনা করিলে, রাজা ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণকোটি আনয়ন করিয়া দেন, বিশ্বামিত্র তদ্দৃষ্টে কহিলেন, হে ভূপতে! যখন সোপস্করণ রাজ্য গৃহ আমাকে দান করিয়াছেন, তখন ভাণ্ডারস্থ ধনে তোমার সত্ব নিরস্ত হইয়াগিয়াছে, যাহাতে সত্ব নাই তাহা দক্ষিণার্থে প্রদান সিদ্ধি হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন যদি অন্য কিছু থাকে, তবে তাহা আনিয়া দক্ষিণান্ত করহ। রাজা কহিলেন, হে মুনে! আর আমার কিঞ্চিৎ মাত্রও ধন নাই, মুনি কহিলেন হে রাজন! বিনা দক্ষিণাতে দান বিফল, এবং দাতাও নরকে যায়। রাজা কহিলেন। হে ঋষে! আর ধনমাত্র নাই কেবল আমার মহিষী ও পুত্র রোহিতচন্দ্র, আর আমি মাত্র আছি, ঋষি কহিলেন, দারা-পত্য ও আপনাকে বিক্রয় করিয়া তম্মূল্যে আমাকে দক্ষিণা দাও। মহারাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বারাণশীতে এক বণিকের নিকট স্ত্রীপুত্রকে বন্ধক রাখিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করেন, এবং আপনি স্বয়ং এক চণ্ডালের নিকট দাসত্ব স্বীকারে তাহার শূকরচারণ কর্ম্মে বৃত হন। কিয়ৎকাল এতাদৃশ কষ্টভোগ করতঃ পরে বিশ্বামিত্রের অনুকম্পায় তাহাতে মুক্তিপান। এবং বিশ্বামিত্র তৎ-পুত্ররোহিতকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। অনন্তর হরিশ্চন্দ্র রাজা অকপট দান প্রভাবে ইহলোক ও পরলোক জিত

হইয়া স্বশরীরে স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহার শাসন কাল দ্বাদশ সহস্র বৎসর। (১২০০০)

রোহিত রাজা হইয়া এই পৃথিবীকে সম্যক্ বশে রাখিয়াছিলেন, রোহিতের তুল্য বীর তৎকালে জন্মে নাই, যিনি দিগ্বিজয়ার্থ ধনুষ্পাণি হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাকে ছত্র তলে আনয়ন করিয়াছিলেন, অন্যাপরে কাকথা, রোহিতের যুদ্ধে স্বয়ং বরুণদেব পরাজিত হন, ঐ বরুণকন্যা "বারুণীকে,, রোহিত পরি গ্রহণ করিয়া তাহাতে এক পুত্রোৎপাদন করেন। তাঁহার নাম "হরিতঃ,, তৎপুত্র "চম্প,, এই চম্প স্বনামে চম্পাপুরী নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন, তৎসন্নিহত একা প্রখরা তটিনী, তাহার নাম "চম্পানদী,, এক্ষণে তাহাকে "চম্বল,, বলিয়া খ্যাত করে। চম্পের পুত্র "সুদেব,, সুদেবের পুত্র "বিজয়,, তৎপুত্র "ভরুক,, ভরুকের পুত্র "বৃক,, বৃকের পুত্র "বাহুক,, এই বাহুক রাজা এক সাম্রাট হন, তাঁহার দুই রাণী "সুদেবী ও সুবর্চ্চলা,, বাহুক বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমাবস্থাতে সন্তান না হওয়াতে অনেক যজ্ঞ করেন, বিশ্বামিত্র হোতাহন, বশিষ্ঠ উদ্গাতা, যমদগ্নি ব্রহ্মা হইয়াছিলেন, যজ্ঞান্তে ইন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া পুত্রীয়চরু সুদেবীকে প্রাশন করাইয়া রাজাকে স্বর্ণময় এক খানি রথ প্রদান করেন, সেই রথকে অশ্বে বহন করেন নাই, যন্ত্র পতাকাযুক্ত কামচারী অর্থাৎ জলস্থল শূন্যে সমান গমন করিতে পারিত, সেই কামগামী রথে আরোহণ করিয়া রাজা বাহুক সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতেন। কিছু কাল

পরে রাজমহিষী চরুপ্রাশন ফলে গর্ব্ভবতী হন। সেই সময় হৈ হয় অর্থাৎ বোম্বাই দেশীয় তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয় গণাধিপ রাজা বীরকেতু, পূর্ব্ব পুরুষ বংশীয় ক্ষত্রিয়, যাহারা মিশ্রদেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাহুকের রাজধানী অযোধ্যাকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের সহিত ছয়মাস বাহুক যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, তখন তাঁহার বয়স ৫০০০ সহস্র বৎসর, অতএব রোহিত রাজা অবধি বাহুকরাজা পর্য্যন্ত অষ্টম পুরুষের রাজ্য শাসন কাল- একোন সপ্ততি সহস্র বর্ষ হয়। (৬৯০০০)

বাহুক পরাজিত হইলে তাল জঙ্ঘ ও পূর্ব্ব যবন জাতী-য়েরা অযোধ্যায় জয় পতকা উড্ডীয়মানা করিয়া রাজপুর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, ঐ সময়, গর্ব্ভবতী রাণী সুদেবী ও সুবর্চ্চলা, এই দুই রাজমহিষী পলায়ণ পরায়ণা হইয়া ঊর্ব্বমুনির আশ্রমে উপস্থিতা হইয়া মহর্ষির শরণাপন্না হন, মুনিও তাঁহাদিগকে শরণ প্রদান পুর্ব্বক কন্যাভাবে প্রতি পালন করিতে লাগিলেন। এবং অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, মাতঃ! ভয় নাই পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে, তবগর্ব্ভে বীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তোমরা অল্পদিনের মধ্যেই পুত্রমুখ দর্শন করিতে পারিবে।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

পরম হংসের উত্তর। রে বৎস! আরও শ্রবণ কর, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী, অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞান হওয়া অতি কঠিন, বিশেষতঃ অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কষ্টাতিশয়প্রযুক্ত কেহই সক্ষম নহেন। তবে যে যাহা বলে, সে বাগাড়ম্বরিমাত্র, ফলিতার্থ গুণবদ্দেহে নির্গুণতার স্বরূপ জ্ঞানে চিত্ত নিবেশিত কখনই হয় না। এ কারণ জীবানুকম্পী ভগবান সাধকদিগের হিত সাধনায় উপাসনা সিদ্ধ্যর্থে সর্ব্ব তত্ত্বময় স্থান অবিমুক্তে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর রূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। এই বরণাসি মধ্যে যে স্থান কাশী, তাহা জীবের নাসার ঊর্দ্ধ ভ্রূদল মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ শক্তি পরিবেষ্টিত পরমাত্মা বিন্দুতীর্থরূপে বিখ্যাত রহিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সুর সরিৎ ও তদ্বিপরীত ভাগে বরণা অসি পরিবেষ্টনকরিয়া রহিয়াছেন। সেই রূপ ভ্রূদল মধ্যে দিকত্রয়ে ত্রিগুণা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীত্রয় বেষ্টিতা বরণা ও নাশী তদ্বিপরীতদিগ্বাসিনী হইয়াছেন। মধ্যে স্থিত ক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ পরিমিত, ভ্রূমধ্যে ও পঞ্চকোষাত্মক ভুত তন্মাত্র সংস্থিত বিন্দুস্থান হয়।—কাশীপুরের অধিষ্ঠাতা কালরাজ, ভ্রূদলেও শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ সময়পরীক্ষক কাল হয়েন।

কাশীক্ষেত্রে বিঘ্নরাজ ঢুণ্ডিবিনায়কের স্থিতি, ভ্রুদল মধ্যেও বিনায়ক রূপী মহা।বিঘ্নরাজ মনের স্থিতি হয়। তৃপ্ত্যর্থে কাশীতে যেমন অবস্থিত চতুঃষষ্টী যোগিনীর ঘাট আছে, সেই রূপ ভ্রুদলের অধীনে জীবের তৃপ্ত্যর্থে চতুঃষষ্টী বৃত্তি ঘাটরূপে পরিসংস্থিত হইয়াছে। অবিমুক্তে যেমন লোলার্কের স্থান, ভ্রুদল মধ্যেও শূন্যাবলম্বিত লোলরূপ নাদরূপী সূর্য্যের অবস্থিতি হয়। যথা "নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দু চক্রেচ চন্দ্রমা ইতি" অতএব নাদ চক্রকে সূর্য্য বলিয়া সকল শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন। কাশীতে যেমন ব্রহ্মনাল মণিকর্ণিকার অবস্থিতি, এ স্থানেও চক্রস্থপদ্মনাল রূপা স্থুষুম্না ব্রহ্মপুর গামিনী হইয়াছেন, এজন্য তাহাকে ব্রহ্মনাল বলিয়া উক্ত করেন। পরাশক্তি কুণ্ডলাকার মহামণি স্বরূপ বিন্দু সরোবর রূপে ভ্রুদলে সংস্থাপিত আছেন, কাশীক্ষেত্রে ভবানী অন্নপূর্ণা রূপে অধিবাস করেন, ভ্রুদল মধ্যেও ভবশক্তি অর্থাৎ জীবের উৎপাদিকা ভোগ প্রদায়িনী শক্তি অবস্থিতা আছেন, "ভূধাতু সত্তাতে বর্ত্তে" অতএব ভব শব্দে উৎপত্তি, আনীশব্দে প্রত্যয় জনিকাশক্তি ইহাতেই অন্নপূর্ণার নাম ভবানী হয়। সকল দেবতারা ঐ কাশীতে অধিবাস করিয়াছেন, ভ্রুদলেও প্রাণ বায়ুর সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সকল ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব অধিকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে। অতএব অধ্যাত্ম তত্ত্বের পরিজ্ঞাপক যে অবিমুক্ত ক্ষেত্র তাহাতে সংশয় কি? তবে যে সংশয় জন্মে সে মূঢ়তামাত্র।

কাশীক্ষেত্রে গঙ্গা যমুনারূপে বরণা ও নাশীনদীদ্বয়রূপে অবস্থিতি করেন। যেমন ভ্রূদল মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা স্বরূপা-বরণা ও নাশী নাড়ীদ্বয় অবস্থিতা আছেন। "বারয়তীতি, বরণা" "নাশয়তীতি নাশী" ইড়াতে প্রাণবায়ুর পূরকরূপ অবগাহনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত মলের বারণ হয়। পিঙ্গলাতে প্রাণবায়ুর রেচনে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। অর্থাৎ মনো, বুদ্ধি, হস্ত, পাদ, উপস্থ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ত্বক্ নাসিকাদি দ্বারা জন্ম জন্মান্তরীয় পাতকের বিনাশ হয়।

অবিমুক্ত ক্ষেত্রেও বরণাতে অবগাহন মাত্র সমস্ত ইন্দ্রিকৃত পাপের অপহরণ হয়, অর্থাৎ জন্ম জন্ম ইন্দ্রিয় সংযম করিলে যে ফললাভ হয়, বরণার বারিস্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ সেই ফলের সম্যক্‌লাভ হইয়াথাকে। এবং নাশীতে অবগাহন মাত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। অতএব এতন্নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী কাশী, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গঙ্গাদেবী প্রদক্ষিণ করিয়া রহিয়াছেন। এবং পরমপদ প্রদায়িনী গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়া উত্তরায়ণী দেবয়ানকে প্রদর্শন করাইতেছেন, অর্থাৎ যোগী জনেরা পিঙ্গলাদ্বারে আদিত্যে প্রবেশ করিয়া যোগ প্রভাবে যে পরমপদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কাশীতেও ব্যক্তি মাত্রেজন সকল বিশ্বেশ্বরানুকম্পায় সেই বিষ্ণুর পরমপদকে লাভ করেন।

যদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বীর যাগ যজ্ঞ সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করা ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ না করিলেও হয়, করিলে মঙ্গল ব্যতীত

ক্ষতি নাই, কাশীক্ষেত্র বাসেও সেই তত্ত্ব দেখাইয়াছেন, অসি বরণাতে গঙ্গাম্ভ সংমেলন রূপ তৎ সন্ধিকে সন্ধ্যা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে অবগাহন, তাহার নাম ব্রহ্মসন্ধ্যা, ইহা ব্রাহ্মণদিগের ত্রিসন্ধ্যোপাসনা কালীন আপোমার্জ্জন মন্ত্রার্থে এবং আচমন মন্ত্রার্থের সহিত ঐক্য করিলেই বারানশীর মহিমা প্রকৃতরূপ উপলব্ধি হইতে পারে? অর্থাৎ অধ্যাত্ম যোগে যোগীগণেরা স্ব শরীরে যে সকল তীর্থের কল্পনাতে ত্রিবিধ প্রকার পাপক্ষালন করিয়া থাকেন, এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রেও সে সকল প্রত্যক্ষ ভুত রহিয়াছে, অর্থাৎ ভগবৎ কর্ত্তৃক চির প্রকল্পিত রহিয়াছে, যে এখানে বরণাসি গঙ্গায় স্নান করিলেও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকল সম্যক সম্পাদন করা হয়। আয়াস সাধ্য বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ করিবার অপেক্ষা থাকে না। এ বিধায় আচণ্ডাল ম্লেচ্ছ পুক্কশ, যবন, কিরাতাদি এবং স্ত্রী শূদ্রাদি যাহাদিগের বেদ মন্ত্রে অধিকার নাই, তাহাদিগের এক কাশীবাসেই বেদাধ্যয়ন, বেদানুষ্ঠান, ও তদর্থ ধারণার সম্যক ফল লাভ হয়। যেমন পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্ব জীবের মোক্ষ কারণ, তদ্রূপ কাশীবাসও সর্ব্ব জাতির মোক্ষের কারণ হয়। বেদোদিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার আছে, স্থূলভোপায়ীভূত বারাণশী ক্ষেত্রে মোক্ষপদ প্রাপ্তি বিষয়ে কোন জাতির নিয়ম নাই স্ত্রী পুরুষ কোন জাতির বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, কোন মন্ত্রের বা কোন কর্ম্মের বিধি নাই, ধার্ম্মিক

রা অধার্ম্মিকের কোন বিচার নাই, পণ্ডিতও মূর্খ এ বিবেচনা নাই। যে কেহ যে কোনরূপে কাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করে। একারণ সর্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন। যে "যেষাং ক্বাপি গতি র্নাস্তি তেষাং বারাণশী গতি রিতি„ যে সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচার ভ্রষ্ট অধম ব্যক্তির একা কাশীই পরমা-গতি হয়েন।

গৃহস্থ ধর্ম্ম।

গর্ভাধান সংস্কার।

পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাৎপরং।
বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ ভার্য্যা যস্যা স্বরীয়সং॥
সুত মাধেহি ঠ দ্বন্দ্ব মুক্ত্বা বহ্নৌ হবিস্ত্যজেৎ॥

অনন্তর ঘৃত লইয়া শ্রাব হস্তে পরাৎপর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া "বিষ্ণো জ্যোষ্ঠেন„ ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নির জায়ান্ত মন্ত্রে পুনর্ব্বার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। পুনরপি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রং।

কামেন পুটিতাং মায়াং মায়য়া পুটিতাং বধুং।
পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পুঠিত্বাস্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ॥

কামবীজে মায়াবীজ পুটিত করিয়া, এবং মায়াবীজে বধু বীজকে পুটিত করতঃ পুনর্ব্বার কামবীজ ও মায়াবীজকে উচ্চারণ করিয়া পতি পত্নীর মস্তক স্পর্শন করিবে।

পতি পুত্রবতীভিশ্চ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
শির আলভ্য হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ ক্রোড়াঞ্চলে পতিঃ।
বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাত্বাদদ্যাৎ ফলত্রয়ং॥

অনন্তর, পতি পুত্রবতী নারীগণে বেষ্টিত হইয়া পতি ভার্য্যার মস্তকের উপর দিয়া দুই হস্ত ঝুলাইয়া বিষ্ণু দুর্গা ব্রহ্মা সূর্য্যকে ধ্যান করিয়া তিনটি ফল তাহার অঞ্চলে প্রদান করিবে।

ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ।
যত্বা প্রদোষ সময়ে গৌরীশঙ্কর পূজনাৎ।
ভাস্করার্ঘ্যং প্রদানাচ্চ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ॥

অনন্তর, স্বিষ্টিকৃত হোম করিয়া পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম দ্বারা হুতি কার্য্য সমাপন করিবে। এবং প্রদোষ সময়ে পার্ব্বতী সহ মহাদেবের পূজায় ও সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান হেতুক স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শুদ্ধি হয়।

আর্ত্তবং মথিতং কর্ম্ম গর্ভাধান মথোশৃণু।
তদ্রাত্রাবন্য রাত্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া॥

পুংসবন ক্রিয়াঙ্গ হোম কর্ম্ম সমাপনান্তে ঋতু মন্থন গর্ভাধান কর্ম্ম অর্থাৎ রেত সেবন কর্ম্মানুষ্ঠান কহিতেছি শ্রবণ করহ। ঐ দিবস রাত্রে অথবা অন্য কোন দিবস অযুগ্মা রাত্রে ভার্য্যার সহিত পতি।

সদনাভ্যন্তরং গত্বা ধ্যাত্বাদেবং প্রজাপতিং।
স্পৃশেৎ পত্নীং পঠেৎভর্ত্তা মায়াবীজ পুরঃসরং।
সুআবয়োঃ প্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভব॥

বাস গৃহাভ্যন্তরে গমন করতঃ অধিষ্ঠাতা প্রজাপতিদেবকে ধ্যান করণ পূর্ব্বক শয্যা ও পত্নীকে স্পর্শ করিয়া মায়াবীজ উচ্চারণ করতঃ এই মন্ত্র পাঠ করিবে, "আবয়োরিতি" আমাদিগের উভয়ের সুপ্রজা অর্থাৎ সুসন্তান প্রাপ্তির নিমিত্তে শয্যা তুমি শুভকরী হও।

আরুহ্য ভার্য্যয়া শয্যা প্রাগুদঙ্মুখোবা প্যুদং মুখঃ।
উপবেশ্য স্ত্রিয়ং স্পৃশ্যন হস্ত মাদায় মস্তকে।
বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মন্ত্রং জপেৎ॥

মন্ত্র পড়িয়া ভার্য্যার সহিত পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইবে, উপবেশনানন্তর পতি স্ত্রীর হস্ত লইয়া আপনার মস্তকে রাখিয়া, পরে বাম হস্তে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতঃ দক্ষিণ হস্ত স্পর্শন দ্বারা তাহার অঙ্গে স্থানে স্থানে মন্ত্র জপ করিবে।

শীর্ষেকাম শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্‌ভবং শতং।
কণ্ঠেরমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বে শতং শতং।
হৃদয়ে দশধামায়াং নাভৌতাং পঞ্চবিংশতিং।
জপ্ত্বা যোনৌ করংদত্ত্বা কামেণ সহ বাগ্‌ভবং।
শত মষ্টোত্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেপ্যেবং সমাচরন্॥

পতি, ভার্য্যা মস্তকে একশতবার কামবীজ, চিবুকে একশত বার সরস্বতীবীজ, কণ্ঠে বিংশতি বার লক্ষ্মীবীজ, উভয় স্তনে শত শতবার লক্ষ্মীবীজ, হৃদয়ে মায়াবীজ দশবার, নাভিদেশেও মায়াবীজ পঞ্চবিংশতি বার জপ করতঃ পরেযোনি দ্বারে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কামবীজের সহিত সরস্বতীবীজ

অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে, অনন্তর স্বলিঙ্গেও অষ্টো-ত্তর শতবার জপ করিতে হইবে।

বিকাশ্য মায়য়াযোনিং স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ সুতাপ্তয়ে।
রেতঃ সম্পাত সময়ে ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিঃ।
নাভেরধস্তাৎ চিৎকুণ্ডে বস্তিকায়াং প্রপাতয়েৎ॥

অনন্তর, মায়াবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক যোনিদ্বার বিকাশকরতঃ পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্তে পতি স্ত্রীতে উপগত হইবে,বীর্য্যনিঃসা-রণ সময়ে বিশ্বকর্ত্তা জগদ্ধাতা প্রজাপতিকে মনে স্মরণ করিয়া নাভির অধঃবস্তিদেশে জ্ঞানকুণ্ডে রেত সম্পাতন করিবে।

শুক্র সেকান্তরং বিদ্বানু ইমং মন্ত্র মুদীরয়েৎ।

বীর্য্যাধানানন্তর বিদ্বান পতি স্ত্রী মস্তকে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা।

যথাগ্নিনা সগর্ব্ভা ভূর্দ্যৌ র্যথা বজ্রধারিণা।
বায়ুনাদিগ্ গর্ব্ভবতী তথা গর্ব্ভবতী ভব॥

যেমন অগ্নি কর্ত্তৃক পৃথিবী গর্ব্ভ ধারণ করেন, যেমন ইন্দ্র কর্ত্তৃক দ্যৌ স্বর্গভূমি গর্ব্ভবতী হন, দিক্ সুন্দরীগণ যেমন বায়ু কর্ত্তৃক গর্ব্ভবতী হয়েন, সেই রূপ তুমিও আমা কর্ত্তৃক গর্ব্ভবতী হও।

এই পুংসবন কর্ম্মে বহ্নি স্থাপন সকলেরই আছে, কেবল সামবেদীয় ব্রাহ্মণের হুতিকার্য্য নাই, কিন্তু তান্ত্রিকী ক্রিয়া সকলি করিতে হইবে, নতুবা সংস্কার ভ্রষ্ট হয়, ঋতু রক্ষা বিষয়ে যে অনুষ্ঠান উক্ত হইল, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, নচেৎ যোনি শুদ্ধ হয় না, অশুদ্ধ যোনিতে পবিত্র সন্তান কখনই

জন্মেনা, সুতরাং প্রকৃত সংস্কারাভাবেই একালে অপবিত্র পুত্র সকল জন্মিয়া যথেষ্টাচারে রত হইতেছে, এবং সন্তানোৎপত্তি বিষয়ে বীর্য্যও মোঘ হইতেছে, বিচক্ষণ দিগের সংস্কার ধর্ম্ম রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সকল বিষয়ে উপহাস করিলে, আপন আপন বংশকেই উপহাসের স্থল করা হয়। সংস্কার হীনে উৎপন্ন সন্তান ক্রিয়া হীন, ধর্ম্ম হীন, আচার হীন, উদ্ধত উন্মত্তবৎষণ্ড প্রায় পর্য্যটন মাত্রকরে, তাহাদিগের ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিয়য়েই আস্থা থাকেনা, রাক্ষসাসুর বৎ দেব ব্রাহ্মণ শাস্ত্র দ্বেষ নিরন্তরই করে, এবং পিতা মাতারাও সেই সন্তান হইতে কলঙ্কাঙ্কিত হয়েন, কেবল তাহাও নহে, বরং তাহাদিগের দ্বারা অনবরত যন্ত্রণা জালে আবৃত হইয়া পরিতাপিত হইতে থাকেন। যত অসৎ কর্ম্ম সংসারে আছে, অসংস্কৃত প্রজা হইতে তাহা প্রায়ই সুসংপাদিত হয়, তবে যে সকল ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বশতঃ অন্ধের লক্ষ ভেদন ন্যায় সহস্রের মধ্যে এক জন হয়, তাহাও সম্যকরূপ সংস্কার কৃত ফল নহে, কেবল বৈধ দিবসে বৈধ লগ্নে বৈধ তিথি নক্ষত্রাশ্রিতে এবং তদ্দিনে পিতা মাতার মানসে অচিন্তিত দৈব প্রভাবে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারাই একালে আর্য্য ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহা পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সঙ্গত কি অসঙ্গত বোধ করিতে পারিবেন? এতদ্বোধ জন্মিলেই, আমার এতৎ পরিশ্রমের চরিতার্থতা হয়। নচেৎ পক্ষপাতাধীন

হেতুবাদ প্রদর্শন করিলে কেহই কিছু নিশ্চয় করিতে পারিবেন না। আমি আমুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি, যে একালে এমত লোক বিরল হইয়াছে, এ সকল বাক্যের প্রতি বিশ্বাস কদাচিৎ কোন ব্যক্তির জন্মিবে, এ সময় বিশ্বাস করা থাকুক এতৎপত্রিকা পাঠ করিতে কেহই প্রায় সম্মত হইবে না, পাঠ করা ও রসাতলে যাউক্ একবার দেখিতেও কেহ উৎসুক হইবে না, বরং এতদুপলক্ষে আমাদিগকেও যথোচিত ইঙ্গিত করিতে পারেন? যাহারা অপবিত্র যোনিতে উৎপন্ন হয়, তাহারা কখনই পবিত্র কারণ কর্ম্মের প্রতি প্রবৃত্ত হয় না, কদাচিৎ মনের প্রবৃত্তি জন্মিলেও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, আকরের বিশেষ আকৃষ্টি আছে।

ইতি গর্ব্ভাধান সংস্কার সমাপ্তঃ।

জাতে গর্ব্ভে ঋতৌতস্মিন্ন ন্যস্মিন্ বা মহেশ্বরি।
তৃতীয়ে গর্ব্ভ মাসেতু চরেৎ পুংসবনং গৃহী॥

হে মহেশ্বরি! স্ত্রী ঋতুতে গর্ব্ভ জন্মিলে পর গৃহিব্যক্তি গর্ব্ভের তিন মাসে পুংসবন সংস্কার করিবেন।

কৃত নিত্য ক্রিয়োভর্ত্তা পঞ্চদেবান সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদি মাতৃকা শ্চৈব বসোর্দ্ধারা প্রপাতনং।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা পুর্ব্বোক্ত বিধিনাসুধীঃ॥

সুবুদ্ধি ভর্ত্তা কৃত নিত্য ক্রিয় ও সুস্নাত হইয়া, ঘট স্থাপন পূর্ব্বক গণেশাদি পঞ্চ দেবতা ও গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা

পূজা করণানন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধান ক্রমে বসুধারা সম্পাতনী যুষ্য জপ করিবেন এবং যথা বিধানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও করিবেন।

ধারাহোমান্ত মাপাদ্য কুর্য্যাৎ পুংসবন ক্রিয়াং।
প্রাজাপত্যশ্চরু স্তত্র চন্দ্রনামা হুতাশনঃ॥

ধারা হোমান্তে অর্থাৎ যথা বেদোক্ত বিধি দ্বারা বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক চন্দ্র নাম হুতাশন প্রতিষ্ঠা করিয়া পুংসবন চরু পাক করিবেন, অর্থাৎ প্রাজাপত্য চরু হোম করিবেন।

গব্যে দধি যবৈঞ্চকং দ্বৌমাষাবপি নিঃক্ষিপেৎ।
পতিঃ পৃচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং ভদ্রে কিং ত্বংপিবসিত্রিঃ কৃতং।

দধি মধ্যে এক যব দুই মাষ নিঃক্ষেপ করতঃ পতি পত্নী হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, ভদ্রে! তুমি কি পান করিবে? এই রূপ তিনবার জিজ্ঞাসিবে।

ততঃ সীমন্তিনী ব্রূয়াৎ মাষং পুংসবনং ত্রিধা।
প্রস্ৰতীং স্ত্রীন পিবেন্নারী যব মাষ যুতং দধি॥

অনন্তর ঐ তিনবারই পতিকে সীমন্তিনী উত্তর দিবে, যে মাষ পুংসবন পান করিতেছি, ইহা কহিয়া পতি দত্ত যব মাষ সংযুক্ত তিন গণ্ডুষ দধি পান করিবে।

জীবৎ সুতাভি র্বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ।
সংস্থাপ্য বাম ভাগেতাং চরু হোমং সমাচরেৎ॥

অনন্তর যে স্ত্রীর কখনই সন্তান মরেনাই এমন কতক গুলি স্ত্রীলোকের সহিত আপন পত্নীকে যাগ স্থানে আনয়ন করতঃ বাম ভাগে বসাইয়া চরু হোম করিবেন।

পূর্ব্ব বচ্চরু মাদায় মায়াং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
যে গর্ত্ত বিঘ্নকর্ত্তারো যেচ গর্ত্ত বিনাশকাঃ।

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বাল ঘাতকাঃ।
তান্ সর্ব্বান্নাশয় দ্বন্দ্বং গর্ভ রক্ষাং কুরুদ্বিঠ॥

পূর্ব্ববৎ চরু লইয়া মায়া বীজ ও কুর্চ্চ বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক যাহারা গর্ভ বিঘ্ন কর্ত্তা, ও যাহারা গর্ভ বিনাশক, ভুত প্রেত পিশাচ বেতাল এবং বাল ঘাতকগণ, তাহাদিগকে নাশ কর নাশ কর, এই গর্ভ রক্ষা কর, রক্ষাকর বহ্নিজায়ান্ত এই মন্ত্রে অগ্নিতে চরু আহুতি দিবেন, অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা রক্ষঘ্ন হুতাশনকে স্মরণ করিয়া, এবং রুদ্র ও প্রজাপতিকে ধ্যান করতঃ ঐ চরু দ্বাদশবার আহুতি দিবেন।

ততো মায়া চন্দ্রমসে স্বাহেত্যাহুতি পঞ্চকং।
দত্বা ভার্য্যাং হৃদি স্পৃষ্টা মায়াং লক্ষ্মীং শতং জপেৎ॥

অনন্তর মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিজায়ান্ত "চন্দ্রমসে" মন্ত্র দ্বারা পঞ্চাহুতি প্রদান করিবেন। পরে পত্নীর হৃদয় স্পর্শ করতঃ মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ এক শত বার জপ করিবেন।

ততঃ স্বিষ্টি কৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ॥

তাহার পর স্বিষ্টি কৃত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোমান্ত পুর্ণাহুতি দিয়া বহ্নি বিসর্জ্জন করিবেন, এতাবৎ পুংসবন স্বংস্কার সমাপন জানিবে।

ততস্তু পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং স্ত্রিয়ৈ।
শর্করা মধুদুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকং।
পঞ্চামৃত মিদং প্রোক্তং দেহ শুদ্ধৈ বিধিয়তে॥

অনন্তর পঞ্চ মাস গর্ভ কালে স্ত্রীকে পঞ্চামৃত দিবে, তাহার ক্রম চিনি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এই পঞ্চামৃত উক্ত

সমান ভাগে লইয়া মন্ত্র পূত করতঃ দেহ শুদ্ধ্যর্থে প্রাশনং করাইবেন। এবং দধি দুগ্ধ ঘৃত গোমূত্র গোময় এই পঞ্চগব্য তাহার সঙ্গে মিশ্রিত করিবেন। যথা।

বাগ্‌ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং কূর্চ্চং পুরন্দরং।
পঞ্চ গব্যে পরিশিবে প্রজপ্য পঞ্চ পঞ্চধা॥

পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্যোপরি সরস্বতী বীজ, কামবীজ, লক্ষী-বীজ মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ, এবং ইন্দ্রবীজ, পাঁচ পাঁচ বার জপ করিবেন, অথবা বেদোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবেন।

একী কৃত্যা মৃতান্যত্র প্রাশয়েদ্দয়িতাং পতিঃ॥

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত একত্র মিলিত করিয়া পতি ভার্য্যাকে পান করাইবেন। ইহা পান করিলে গর্ব্ভস্থ সন্তানের শরীর পবিত্র হয়, যদিও ইহা দশ সংস্কারের মধ্যেধৃত না হউক, তথাপি ইহাকেও এক প্রধান সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

ইতি পঞ্চামৃত প্রাশন বিধি॥

পুষ্প মাহাত্ম্য।

করবীরং জবাদেবি স্বয়ং কালী নচান্যথা।
তারাচ অপরাচৈব স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী। ইতি।
পুরশ্চরণ রসোল্লাস।

হে দেবি! করবীর পুষ্প, আর জবা পুষ্প, সাক্ষাৎ কালী, তারা, অপরা, এবং ত্রিপুরাসুন্দরী রূপ হয়, ইহার অন্যথা নাই।

করবীর জবামূলে তুলস্যা নগনন্দিনি।
যদি প্রাণাং স্ত্যজেদ্দেবি মাহাত্ম্যং তস্য সুন্দরি ॥

হে দেবি! পর্ব্বত রাজ পুত্রি! হে সুন্দরি! করবীর ও জবা এবং তুলসী মূলে যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে তাহার যে কি মাহাত্ম্য সে কথা বলা যায় না।

বক্ত্রকোটি শতেনাপি জিহ্বাকোটি শতেনচ।
বর্ণিতুং তস্য মাহাত্ম্যং নশক্নোমি কদাচন ॥

যদি শত কোটি বদনে শত কোটি জিহ্বা হয়, তথাপি আমি জবা তুলসী করবীর মূলে প্রাণ ত্যাগের মহিমা কহিতে কদাচ শক্তি হই না।

শুক্লং কৃষ্ণং তথাপীতং হরিতং লোহিতং তথা।
করবীরং মহেশানি জবাপুষ্পং তথৈবচ।
স্বয়ং কালী মহামায়া স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী।
অনাদরং নকর্ত্তব্যং কৃত্বাচ নরকং ব্রজেৎ ॥

শুক্ল, কৃষ্ণ, পীতবর্ণাদি এবং শ্যাম, বা লোহিত বর্ণ, করবীর, ও জবা পুষ্প, স্বয়ং কালী ও মহামায়া ত্রিপুরা-সুন্দরীর স্বরূপ হয়। অতএব ইহাকে অনাদর করা উচিত নহে, বিশেষতঃ অনাদর করিলে মহা নরকে গমন হয়।

কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাৎ ভদ্রকালী নসংশয়ঃ।
করবীরঞ্চ ভুবনাদ্রোণং ভুবন সুন্দরী।
জবা সাক্ষাদ্ভগবতী সর্ব্ব বিদ্যা স্বরূপিণী ॥

কৃষ্ণা অপরাজিতাপুষ্প সাক্ষাৎ ভদ্রকালী রূপ, মহামায়া ভুবনেশ্বরী সাক্ষাৎ করবীর রূপা, ত্রিপুরাসুন্দরী দ্রোণপুষ্প রূপা এবং সর্ব্ব বিদ্যা স্বরূপা ভগবতী তারা সাক্ষাৎ জবা পুষ্প রূপে আবির্ভূতা, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

যে সাধকা জগন্মাত রচ্চর্য়ন্তি শিবপ্রিয়াং।
এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডি সশিবো নাত্র সংশয়ঃ॥

হে জগন্মাত! চণ্ডিকে দেবি? যে সকল সাধক এই সব পুষ্প দ্বারা সদাশিব প্রিয়া ভগবতীকে নিয়ত অৰ্চ্চনা করেন, সেই সকল সাধক সাক্ষাৎ শিবরূপ হন, তাহাতে সংশয় নাই।

কিংজপৈঃ কিং তপোভির্ব্বা কিংদানৈর্ব্বা কিমধ্বরৈঃ।
যেনাৰ্চ্চিতা জগদ্ধাত্রী দ্রোণ কৃষ্ণাজবা দিভিঃ।
রাজসূয়াশ্ব মেধাদ্যৈ র্ব্বাজপেয়াগ্নিহোত্রকৈঃ।
ফলং যজ্জায়তে চণ্ডি তৎসর্ব্বং কুসুমাৰ্চ্চনাৎ॥

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সকল পুষ্প দ্বারা জগন্মাতা ভগবতী অৰ্চ্চিতা হন, তাহার আর জপ, তপ, দান, ও যজ্ঞাদিতে কার্য্য কি? এবং দ্রোণপুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিতাপুষ্প, ও জবাদি পুষ্পদান করিলে, রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় ও অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞের যে ফল, তাহা ঐ সকল পুষ্পে পরমেশ্বরীর অৰ্চ্চনাতে লাভ হইয়া থাকে।

জবাং দ্রোণং তথা কৃষ্ণা মালূরং করবীরকং।
সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।

জবাপুষ্প, ও কৃষ্ণা অপরাজিতা, ও বিল্লপত্র এবং করবীর পুষ্প সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ, অতএব ব্রহ্মরূপা মহাদেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক নিবেদন করিবে।

শ্বেতচন্দন সংযুক্তং রক্তচন্দন লেপিতং।
যোদদ্যাদ্ভক্তি ভাবেন সবিশেষো নসংশয়ঃ॥

ঐ সকল পুষ্প শ্বেত চন্দনে যুক্ত এবং রক্তচন্দনে লিপ্ত করিয়া যে ব্যক্তি জগদ্ধাত্রী মহামায়াকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করে, সে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

অথ কাম্যপুষ্প দান ফল।

করবীরস্য মাধ্যস্য সহস্রাণি দদাতিযঃ।
সকামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ দেবীলোকে মহীয়তে॥

যে ব্যক্তি সহস্র করবীর পুষ্প, সহস্র কুন্দপুষ্প সঙ্কল্প করিয়া ভগবতীকে প্রদান করে, সে ব্যক্তি সঙ্কল্পিত অভীষ্ট ফল সকল লাভ করিয়া পরকালে দেবী লোকে বাস করে।

তত্রৈব করবীরেণ পদ্মানাং দ্বেসহস্রকে।

সেইরূপ, পদ্মকরবীর সহস্রদ্বয় আর পদ্মপুষ্প সহস্র-দ্বয়ে, সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করতঃ অসংখ্য কাল দেবীলোকে অবস্থিতি করে।

শ্রেয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

আদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা চিৎপুর রোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বপাঃ

২ কল্প ১৮ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুংপরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭২ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৫ সন ১২৭০ সাল ৩০ চৈত্র।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান।

বাহুক রাজার পত্নীদ্বয় ঔর্ব্বাশ্রমে অবস্থান করেন, কনিষ্ঠা মহিষী অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন ইহা জানিয়া ঈর্ষা প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী অন্নের সহিত তাহাকে গরভোজন করাইলেন, কনিষ্ঠা পত্নী তৎকালে তাহা বিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, পরে রমথ নদারুণ বিষ জ্বালায় তাঁহাকে ক্রমে অবশ করিতে

লাগিল, তখন বিষম বিষজ্বালায় দন্দহ্যমানা হইয়া ঔর্ব্বসন্নি-
ধানে গিয়া রোদন করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ।
আমার শরীর কেন অবসন্ন হইতে লাগিল, আর সর্ব্বাঙ্গ
আমার বিষম জ্বালা বিশিষ্ট হইতেছে, আমার বোধ হই-
তেছে, যেন উদর মধ্যে প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় সর্ব্ব
শরীরকে দগ্ধ করিতেছে, হে প্রভো! একি হইল? আমার
অঙ্গ বড় বিকল হইতেছে, আর প্রাণ রক্ষা হয় না, ঔর্ব্বমুনি
তদ্বিকলতাদর্শনে উদ্বিগ্নমনা হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত
পূর্ব্বক বিষপানে নর শরীরের যেরূপ অবস্থা হইয়া
থাকে, তল্লক্ষণানুসারে আনুমানিক নিশ্চয় করিলেন,
যে ঈর্ষা পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী ইহাকে বিষপান করাই-
য়াছেন, উপায় কি? বাহুক কি একেবারে হতবংশ হইবে?
ইতি চিন্তাকুল মহর্ষি, মহৌষধী প্রাশন করাইয়া সুবর্চ্চলাকে
কহিলেন, মাতঃ! ভয় নাই২ এ বিষে তোমার কোন বিপত্তি
হইবে না, দেবগুরু প্রসাদে তুমি জীবিতা থাকিয়া পুত্র প্রসব
করিবে? কোন চিন্তা করিহ না, এতদ্রূপ শান্ত বাক্যে
সান্ত্বনা করিয়া, স্বাশ্রমে সংস্থাপনা করিলেন। মুনিবর
প্রসাদে তাহার কোন গর্ভের বৈলক্ষণ্য জন্মিল না, সংপূর্ণ
কালে গরের সহিত সুলক্ষণাক্রান্ত একপুত্র প্রসব করিলেন,
গর সহিত জন্মিলেন, ইহা জানিয়া ঔর্ব্ব মুনি তাঁহার নাম
" সগর ,, রাখিলেন। সুলক্ষণে লক্ষিত পুত্রমুখ দর্শনে রাজ্ঞী
অত্যন্ত সন্তোষিতা হইয়া পতিও রাজ্যবিয়োগজনিত,শোককে
একবারে বিস্মৃতা হইলেন, সগর ঔর্ব্বাশ্রমে শুক্লপক্ষীয় শশ-

ধর সদৃশ দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন। মহামুনি ঔর্ব্ব তাঁহার জাত কর্ম্মাদি সংস্কার আপনি করিলেন।

রাজপুত্র সগর মুনি বালকদিগের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া পরায়ণ থাকেন। কখন কখন বন প্রদেশ হইতে বাহুবলে সিংহ ভল্লূক বৃক শার্দ্দূল শরভ মহিষ গণ্ডারাদি ধৃত করিয়া লতাপাশে বন্ধন করতঃ মুনির আশ্রমে লইয়া আইসেন। এবং সেই সকল বন্য হিংস্রক পশুগণ সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তদ্দৃষ্টে ভার্গব ঔর্ব্ব মুনি পরম প্রীতমনা হইয়া প্রযত্ন সহকারে সগরের প্রতি পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক সময়ে বিদ্যারম্ভ করাইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন, তদনন্তর ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, জ্যোতির্ব্বেদ, এবং শিক্ষা, শিল্পবিদ্যাদিতে নিপুণ করিয়া মহামুনি সগরকে কৃতবিদ্য করিলেন, রাজপুত্র সগর মহা সাহসী হইয়া উঠিলেন, মহাবল পরাক্রম, বাহুবেগে পর্ব্বতাদিরও পরিচালন করিতে শক্ত হইলেন। একদা আপন মাতাকে পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, তম্মাতা তাঁহাকে তাঁহার পিতার বধাদি বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্তার করিয়া কহাতে সগর জাতামর্ষী হইয়া মাতার অগ্রে ঔর্ব্ব মুনির নিকট পিতৃ শত্রু বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞা করিলেন। যথা

পিতুঃশাসন কর্ত্তারং পিতুর্ব্বধ বিধায়কং।
যো নহন্তি মহামূঢ়ো রৌরবঞ্চ ব্রজেদ্ধ্রুবং॥

হে মাতঃ! শ্রবণ করহ, পিতার শাসন কর্ত্তাকে, ও পিতার বধ বিধান কর্ত্তাকে, যে ব্যক্তি বিনাশ না করে, সে মহামূঢ়, সে ব্যক্তি রৌরবাখ্য নরকে গমন করে।

অতএব, আমি অদ্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার পিতার শত্রু হৈহয় দেশীয় ক্ষত্রিয়াধম, এবং পৃষধ্রু বংশীয় প্রাপ্ত যবনত্ব ক্ষত্রিয় সকলকে আমি এককালে সমূলে বিনাশ করিব, অর্থাৎ সেই সকল যবন বংশ যে যে স্থানে বাস করিয়াছে, সেই সকল স্থানকে আমি নির্ম্মনুজ অরণ্য প্রায় করিব।—সগরের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে তন্মাতা ভীতা হইয়া ঔর্ব্ব নিকটে কহিতে লাগিলেন। হে পিতঃ! বাল বুদ্ধিতে সগর নিদারুণ বলৎ যবন বধে প্রতিজ্ঞা করিলেন, অতএব আপনি তদুপযোগি সাংগ্রামিকোপকরণ উপদেশ করুন্।

ঔর্ব্ব মুনি ক্ষত্রিয় বীর্য্যের সাহসকে ধন্যবাদ করিয়া নানা প্রকার অস্ত্রগ্রাম শিক্ষা করাইয়া পরে নূতন এক বহ্ন্যস্ত্র সৃষ্টি করিলেন, তাহা অজেয়, তাহাকে পরাভূত করিতে কোন অস্ত্রেই পারে না, এবং দুর্গভেদন দেহভেদনাদি কৌশল, বারুণাস্ত্র, নাগাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, বৈষ্ণব পাশুপতাদি নানা অস্ত্র শিক্ষা করাইলেন, পরিণামে আত্ম বুদ্ধি কৃত শতঘ্নী, তবকাদি আগ্নেয় যন্ত্র এক্ষণে যাহাকে, (কামান ও বন্দুক) বলিয়া বিখ্যাত করা যায়। তদুপকরণ গুড়ক অর্থাৎ গুলি এবং ঔর্ব্ব সৃষ্ট আগ্নেয় দ্রব্য, বারুদ ইহার যুদ্ধক্রম শিক্ষা করাইয়া নিপুণ করিলেন।—এতদ্ভিন্ন জলযানাদি যুদ্ধোপযোগী উপকরণ সকল বিশিষ্ট রূপ পরি গ্রহণ করাইলেন। মহারাজা সগর কৃত বিদ্য হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ সৈন্য সহিত অযোধ্যা সন্নিহিত আগমন করতঃ শত্রু সৈন্য সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃ রাজধানীকে জয় করিয়া পুনর্গ্রহণ

করেন। পরে প্রভূত রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় সকল আসিয়া তাঁহার সৈন্য শ্রেণীতে ভুক্ত হইলে, অল্প দিবস মধ্যেই সগর মহাপ্রতাপযুক্ত রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর স্ব প্রতিজ্ঞা প্রতি পালন জন্য যবন কুল বিনাশে মনোযোগী হইয়া প্রথমতঃ হৈহয় দেশজাত ক্ষত্রিয়াধম সকলকে ম্লেচ্ছ সংসর্গাপরাধে অপরাধী করিয়া এককালীন বিনাশ করেন। পরে মিশ্র দেশীয় তালজঙ্ঘাখ্য যবন কুলের বিনাশে উদ্যত হইলে তাহারা অনেকেই পলায়ণ পর হইয়া নিবিড়া-রণ্য মধ্যে লুক্কায়িত হয়। তদনন্তর পৃষধ্রুকুলাধম তুরুস্ক-দেশীয়, এবং হিম প্রধান ঋষীকদেশীয় যবন সকলকে এক কালেই বিনাশ করেন, পরে সেই সকল স্থান অরণ্য প্রায় হইয়া যায়, অর্থাৎ শুদ্ধ শরস্তম্বেই পরিপূর্ণ হইল, তৎপরে পারসীকদেশীয় যবন সকলকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করাতে তাহারা কতক গুলিন পলাইয়া হৈ হয় দেশে আসিয়া প্রচ্ছন্ন-রূপে থাকিল, এক্ষণে হৈ হয় দেশের নাম বোম্বাই, সেই যবন কুলের নাম পারসীক, প্রকৃত পারসীক দেশ অরণ্য প্রায় আধুনিক নাম "ইরাণ„ তুরস্কের পুর্ব্ব নাম "শকদেশ„ হিরাটের পুর্ব্ব নাম "কেকয়„ দেশ।—কান্দেহারের পুর্ব্ব নাম, গান্ধারদেশ, তাতার দেশের পুর্ব্বনাম মদ্রদেশ।—পারদদেশ চীন, এতম্মধ্যে যে সকল পৃষধ্রুবংশীয় যবন ছিল, তাহারদিগের প্রায় বিনাশ করেন, কেবল যাহারা যাহারা পলাইয়াছিল তৎকালে তাহারা তাহারাই প্রাণে রক্ষা পাইল।

অনন্তর, কিছুকাল পরে যখন পুনর্ব্বার তাহাদিগের সকলকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হন্। তখন তাহারা অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্রাণ রক্ষার্থে বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়, তজ্জন্য বশিষ্ঠ যবন বধে রাজাকে নিবৃত্ত করিলেন, রাজা তাঁহাকে কহেন, তবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় কি? বশিষ্ঠ কহিলেন, কেবল প্রাণনষ্ট করাই বধ নহে, অনেক প্রকার ক্রিয়াকে শাস্ত্রে বধ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্ম বর্জ্জিত করাকেও বধ বলে, অতএব তুমি ইহাদিগকে বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত কর। যথা

সগরস্তু প্রতিজ্ঞান্তু গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্যচ।
ধর্ম্মং জঘানতেষাং বৈ বৈষম্যত্বং চকারহ॥ ইতি

ব্রহ্মাণ্ডং॥

মহারাজা সগর স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে তাহাদিগের ধর্ম্ম হানি করিলেন, এবং আর্য্যজাতি বৈদিক-দিগের সহিত বৈষম্যত্ব সম্পাদন করিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে তাহারা বেদ ব্রাহ্মণমতে যে কর্ম্ম করিত, তাহার অন্যথা করি-লেন, ইহাই ধর্ম্ম হানি, নচেৎ তাহাদিগের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ছিল তাহা নষ্ট করিলেন, এরূপ অভিপ্রায় নহে। অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্মনষ্ট করিয়া বিষম ধর্ম্মে সংস্থাপন করিলেন।

এবং তাহারা যে যবন বলিয়া পরিচিত হইবে, তন্নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ চিহ্ন করিয়া দিলেন। অর্থাৎ বেশ বিন্যা-সাদি ব্যতিক্রমে দেশে২ প্রেরণ করিলেন, কারে বা গিরি-কূটে, কাহাকে উপদ্বীপে, কাহাকে নিবিড়গহন বিপিনে, কাহারে বা দ্বীপান্তরে, কাহাকে মরুভূমি প্রদেশে, প্রেরণ

করেন। তৎকালে বেশ বৈপরীত্যে তাহারা চারিজাতি হইল, পরে তাহা হইতে অনেক জাতি উৎপন্ন হয়। আদৌচারি দেশে চারিজাতি রহিল। যবন, শক, পারদ, পহ্লব, অর্থাৎ অপগণ,ইহাদিগেরই বেশপরিচ্ছদ ভিন্ন করিলেন। তালজঙ্ঘ যবন, শক তুরস্ক, হৈ হয় খশ, অর্থাৎ বর্ব্বর, আরব, আফগান্ হইল, পারদ, অর্থাৎ চীনজাতি।

যবনান্ মুণ্ডিতশিরসো মুণ্ডান্ শকান।
প্রলম্বকেশান পারদান্ পহ্নবান্শ্মশ্রু ধারিণঃ ॥
বৈষ্ণবে।

যবন যাহারা শূদ্রদেশীয় অর্থাৎ মিশ্র দেশীয় তাহাদিগকে মুণ্ডিত শিরা করিলেন। অমুণ্ড অর্দ্ধ মুণ্ডিত শক অর্থাৎ তুরুস্ক, যাহাদিগের কর্ণোপরি কিঞ্চিৎ কেশ রাখিয়া মধ্য-হীন করিলেন। পারদচীন, তাহারা মুক্তকেশ হইল, পহ্লব কাম্বোজী অর্থাৎ আরবদেশীয়, তাহারা গোঁপদাড়ি বিশিষ্ট হইল।

অনন্তর্ব্বাসসঃ কাংশ্চিদবহি বাসসোহ পরান্
চক্রেচ বিবিধান বেঁশৈর্বস্ত্রৈর্নানা বিধৈরপি ॥

এবং বিবিধ বেশভুষাদি ও নানাবিধ বস্ত্র করিয়া দিলেন, চেল খণ্ড বহু সংযোগে সূচী বিদ্ধরূপে মুক্তকচ্ছ হইল, কেহ বা অবহির্ব্বাস অর্থাৎ কঞ্চুকব্যতীত বাহিরে উত্তরীয়াদি বস্ত্র রহিত হইল।—ক্রমে এই চারিজাতি যবনের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অনেক জাতি হইয়া অরণ্য প্রদেশ প্রায় পরি-পুর্ণ হইল।—ইহারা দারা পত্য সহিত দ্বীপদ্বীপান্তরে ধর্ম্ম বর্জ্জিত রূপে পশুবৎ আমোদর পুরণ মাত্র কর্ম্মে নির্ভর

করিয়া বাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৈদিকদিগের ন্যায় কেবল সুর্য্যাদি গ্রহ ও অগ্নিকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা, কেহবা গঙ্গাকেও পুজা করিতে, কেহ বা গো বৃষকে ধর্ম্মরূপ বলিয়া পুজা করিতে লাগিল, এইরূপে বহুকাল গত হইলে মরুত্ত্ব রাজবংশে দম নামে কোন রাজা সমূলে তুরুষ্ক, ও ঋষীক জাতীয় প্রভৃতি অনেক যবনকে বিনাশ করেন। তাহাদিগের বাসস্থান অরণ্য প্রায় হইয়া যায়, কেবল খশ দেশে কতক গুলিনকে রাখিলেন, অর্থাৎ যাহাকে পারসীক দেশ বলে, আর মিশ্রদেশে তাল জঙ্ঘের বংশকে, আর পারদদেশীয় কতকগুলি যবনকে রাখিয়াছিলেন এইমাত্র।

অনন্তর সগর এক সম্রাট হইয়া অনেক প্রকার কৌশলে যন্ত্রযুক্ত পতাকামালী বহুবিধ অর্ণব পোত সর্জ্জন করিয়া সমস্ত সমুদ্র জল সন্তরণ দ্বারা দ্বীপদ্বীপান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কেবল ভ্রমণও নহে, সম্যক দ্বীপোপদ্বীপ দ্বীপান্তরকে জয় করিয়া আত্মবশে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং কত কত প্রকার আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রকাশ করেন, সমুদ্রও সগরের বশীভুত হইয়াছিলেন, একারণ সমুদ্রের নাম সাগর হয়।—সমুদ্রীয় দ্বীপবাসী লোক সকল সগরকে সামুদ্রিক দেবতা বলিয়া অর্চ্চনা করিত। সগর হইতে নাবিক বিদ্যা অতিশয় রূপে উজ্জ্বল্য হয়, পুর্ব্বসমুদ্র উপদ্বীপে সগরের এখনও অনেক কীর্ত্তি আছে, তৎকালে পশ্চিম সমুদ্রের উপদ্বীপে সামান্য লোকের বাস ছিল,একারণ পুর্ব্বসমুদ্রে তাহার অধিকরূপ সমাগম হেতু তৎ সমুদ্র তীরে চীন রাজ্যে “সাগরধাং„ নামে এক নগ

র অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে, অনুমান হয় তাহার নাম "সা-গরধাম" এবং চীনদেশকে সগর রাজাই অনেক প্রকারে শোভিত করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর সংঙ্গম স্থান ও চীন কি ব্রহ্মদেশে তাঁহার অনেক অর্ণব যান অবস্থিত থাকিত।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাপ্রভু। যদি অধ্যাত্ম তত্ত্বে কাশী ক্ষেত্রে যথার্থ শারীরক ভাব সঙ্গত হইল, তথাপি বিশ্বেশ্বর নামে লিঙ্গ রূপী শিবের অবিমুক্তেশ্বরত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! বিশ্বেশ্বর, অবিমুক্তে-শ্বর লিঙ্গবিশ্বপদে ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যতা বিধানে নর দেহকে ব্রহ্মাণ্ড বলে, সেই মনুষ্য দেহের ঈশ্বর আত্মা, সুতরাং আত্মাই সকলের নিয়ন্তা হয়েন। সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রযুক্ত আত্মারূপে বিশ্বেশ্বর অবিমুক্তে অধিষ্ঠান করিতেছেন, ইহাতে যে সন্দেহ করা সে অজ্ঞের কার্য্য, যে-খানে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে প্রজ্ঞা চক্ষু হীন মূর্খ ব্যতীত প্রাজ্ঞের সংশয় কোন ক্রমেই হইতে পারে না। হায়? কি কাল মাহাত্ম্য? মায়ামোহা-কৃষ্টজন সকলের চিত্ত দিন দিন কি ঘোরান্ধকারে নিবিষ্ট হইতেছে? শত শত শাস্ত্র স্বত্বেও আপন আপন কুযুক্তি দ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না। যদিও হিতো-

পদেশক অনেক শাস্ত্র আছে বটে, কিন্তু অন্ধবৎ অজ্ঞের তাহাতে কোন উপকার দর্শিতে পারে না। যেহেতু "যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্যকরোতি কিং। লোচনাভ্যাং বিহীনানাং দর্পণে কিং প্রয়োজনং„ যাহার স্বয়ংপ্রজ্ঞা অর্থাৎ ধর্ম্মোৎপাদিনী শোভনা বুদ্ধি না থাকে তাহার শুদ্ধ শাস্ত্রে কি করিতে পারে? যেহেতু চক্ষু হীন ব্যক্তির দর্পণেতে কি প্রয়োজন? এবং লোক চক্ষু বলিয়া সূর্য্যের যে নাম, সেই নাম গুণে তিনি জগৎকে প্রকাশ করেন, কিন্তু গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে সেই জগৎ প্রকাশক সূর্য্যের গৌরব কি? অতএব মূঢ় ব্যক্তির শাস্ত্রে কি উপকার? সুবুদ্ধি স্বন্ধেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি শাস্ত্রানুগামিনী, শাস্ত্রও তাহার বুদ্ধির অনুগত হয়। যাহাদিগের শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, কেবল লৌকিক যুক্তির প্রতি নিতান্ত নির্ভর, তাহাদিগের দ্বারা পরিশুদ্ধ শাস্ত্রের মর্ম্ম কদাপি উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। যাহারা শাস্ত্র সিদ্ধ পরমেশ্বরের পরমতত্ত্ব জানিবার উদ্দেশ না করে, শুদ্ধ যথেষ্টাচার ও কদর্য্য ব্যবহারাদির ধর্ম্মতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়, আর চিরপ্রণষ্টধর্ম্মম্লেচ্ছের সংসর্গী হইতে বাসনা করে, সেই সকল বাচালপুরুষেরাই ধর্ম্ম সঙ্করতা প্রাপ্তে পরম ধর্ম্মের উন্মূলনে বহুবিধ শুষ্ক তর্কানুকুল ব্যর্থ বাচালতা দ্বারা পূর্ব্বতন শাস্ত্র বক্তা মহর্ষিগণের বাক্যের প্রতি উহ করিয়া থাকে। যদি ঐ সুবোধেরা আপন আপন বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন দ্বারা বিশিষ্ট রূপ শাস্ত্রার্থ স্বরূপতার আলো-

চনা করে, তবে কদাপি বৈদিক ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে অশিষ্ট বলিয়া আপনাদিগের শিষ্টতা সম্পাদনে সক্ষম হইতে পারে না। মৌঢ্যস্বভাব প্রযুক্ত বল পূর্ব্বক কেবল বাক্যে পারদর্শী হইতে এ সংসারে কে না সক্ষম হয়? তাহার নিয়ন্তা এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে হইতে পারে না।

গৃহস্থ ধর্ম্ম।

সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার।

সীমন্তোন্নয়নং কুর্য্যাৎ মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেপিবা।
যাবন্ন জায়তে হ্যপত্যং তাবৎ সীমন্তন ক্রিয়া ॥

গর্ব্ভবতী নারীর ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে অর্থাৎ যাবৎ সন্তান না জন্মে তাবৎ সীমন্তোন্নয়ন ক্রিয়া করিতে পারে।

পুর্ব্বোক্ত ধারা হোমান্তং কর্ম্মকৃত্বা স্ত্রিয়া সহ।
উপবিশ্যাসনে প্রাজ্ঞ প্রদদ্যাদাহুতি ত্রয়ং ॥

পুর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে গৌর্য্যাদি মাতৃকা পূজা বসু-ধারা, আয়ুষ্যজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক স্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট হইবেন, এবং ধারা হোম সমাপনান্তে বুদ্ধিমান পুতি আসনে উপবেশন করতঃ, আহুতিত্রয় প্রদান করিবেন।

বিষ্ণবে ভাস্করে ধাত্রে বহ্নি জায়ান্ত মুচ্চরন্।
ততশ্চন্দ্রমসং ধ্যাত্বা শিব নাম্নি হুতাশনে।
সপ্তধা হবনং কুর্য্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ ॥

বিষ্ণু, ভাস্কর, ধাতা এই নামত্রয় চতুর্থ্যন্ত অনল প্রিয়া-যুক্ত উচ্চারণ করতঃ দেবত্রয়ের উদ্দেশে আহুতিত্রয় প্রদান করণানন্তর শিব নামে অগ্নির আবাহনার্চ্চন পূর্ব্বক চন্দ্রকে ধ্যান করিয়া চন্দ্রোদ্দেশে সপ্তাহুতি দিবেন।

অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং দুর্গাং প্রজাপতিং।
ধ্যাত্বা প্রত্যেকতো দদ্যাদাহুতীঃ পঞ্চধাপতিঃ।

অনন্তর পতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, এবং ব্রহ্মাকে মানসে ধ্যান করতঃ প্রত্যেক দেবোদ্দেশে প্রণবাগ্নি জায়ান্ত মন্ত্রে পঞ্চ২ আহুতি প্রদান করিবেন।

স্বর্ণকঙ্কাতিকাং ভর্ত্তা গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
সীমন্তাদ্বন্ধ কেশান্তঃ কেশ পাশে নিবেশয়েৎ।।

আহুতি প্রদানানন্তর ভর্ত্তা সুবর্ণ কঙ্কতী দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করতঃ ভার্য্যার সীমন্তাবধি কবরী পর্য্যন্ত কেশ পাশে প্রণিবেশ করাইবেন, অর্থাৎ কনকময়ী চিরণী দ্বারা পতি স্বহস্তে পত্নীর কেশ সংশোধন করিবেন। তৎকালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যথা

শিবং বিষ্ণুং বিধিং ধ্যায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্।
ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে।
সুপ্রসূতা ভবপ্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্ব কর্ম্মণঃ।

মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক শিব, বিষ্ণু, ও বিধাতাকে ধ্যান করতঃ ভার্য্যার মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক কহিবেন, হে ভার্য্যে! হে কল্যাণি? হে সুভগে! হে সুব্রতে! তুমি সুপ্রীতা হইয়া জগৎ স্রষ্টা প্রজাপতির প্রসাদে দশম মাসে সুপ্রসূতা হও, অর্থাৎ সুখে সন্তান প্রসব কর।

আয়ুষ্মতি কঙ্গতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুরু।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধবনাদিভিঃ ॥

হে আয়ুষ্মতি! এই বর্চ্চস্বী শুভ কঙ্গতিকা তোমার শুভ সম্পাদন করুন, এতদ্বচনানন্তর স্বিষ্টিকৃৎ সাট্যায়ন হোমাদি দ্বারা পূর্ণাহুতি দিয়া সংস্কার কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

ইতি সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার সমাপ্তঃ।

অপুষ্পমাহাত্ম্য।

মোহাঘোরে মহোৎপাতেমহাপদিচ সঙ্কটে।
মহা দুঃখে মহারোগে মহাশোকে মহাভয়ে।
পূজয়েৎ কালিকাং তারাং ভুবনাং ষোড়শীং শিবাং।
বালাংচ্ছিন্নাঞ্চ বগলাং ধুমাং ভীমাং করালিনীং।
কমলা মন্নপূর্ণাঞ্চ দুর্গাং দুঃখবিনাশিনীং ॥

মহাঘোরতর উৎপাতে, মহা আপদে, মহাসঙ্কটে, মহাদুঃখ সময়ে, মহারোগোপস্থিতে, মহাশোককালে, এবং মহাভয়োৎপন্ন সময়ে, কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, রাজরাজেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধুমাবতী, ভীমা, মাতঙ্গী, করালিনী, ভৈরবী, কমলা, অন্নপূর্ণা, এবং সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী জয় দুর্গাকে সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বোক্ত করবীরাদি পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

সর্ব্ব বিদ্যাং জবা দ্রোণ করবীরৈর্মনোহরৈঃ।
মালুরপত্রৈঃ কৃষ্ণাভিঃ কৃষ্ণাং সংপূজ্য ভূতলে।
সাধকেন্দ্রো মহেশানি ভবেন্মুক্তো নসংশয়ঃ ॥

হে মহেশ্বরি! সংকল্পশূন্য মানসে অষ্টাদশ মহাবিদ্যা ও দশমহাবিদ্যাকে জবা, দ্রোণপুষ্প ও বিল্বপত্র ও মনোহর করবীরপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিলে এবং কৃষ্ণাঅপরাজিতা-দ্বারা কৃষ্ণবর্ণা কালীকে অর্চ্চনা করিলে, সাধকশ্রেষ্ঠ অনা-য়াসে মুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

জবাপুষ্পৈ র্দ্রোণপুষ্পৈঃ করবীরৈ র্মনোহরৈঃ।
কৃষ্ণাপরাজিতা পুষ্পৈ রক্তৈশ্চ মণি পুষ্পকৈঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা চণ্ডিকাং পরমেশ্বরীং॥ ইতি।

মুণ্ডমালায়াং।

জবাপুষ্প, দ্রোণপুষ্প, মনোহর করবীরপুষ্প, কৃষ্ণ-অপ-রাজিতাপুষ্প, আর পদ্ম ও বকপুষ্পাদিদ্বারা পরমাভক্তি-সহযোগে পরমেশ্বরী চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিবে।

যেঽর্চ্চয়ন্তি ধনাধ্যক্ষং করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ।
চতুর্যুগানি দেবিশি প্রীতো ভবতি মাধবঃ। ইতি।

মৎস্য সূক্তং।

হে দেবেশি! যে সকল ব্যক্তি শ্বেত, রক্ত করবীরপুষ্প দ্বারা ধনপতি কুবেরের অর্চ্চনা করে, চতুর্যুগাবচ্ছিন্ন তাঁহা-দিগের প্রতি লক্ষ্মীপতি নারায়ণ প্রীতিযুক্ত থাকেন।

বকপুষ্পং স্বজাতিস্তু তথা রুদ্রজটস্যচ।
বাজপেয়স্য যজ্ঞস্যফলং প্রাপ্নোতি নান্যথা॥ ইতি।

যোগিনী হৃদয়ং।

শুদ্ধ শ্বেত বকপুষ্প, এবং বিল্বপত্রদ্বারা উমা-মহেশ্বরের অর্চ্চনাতে প্রতি পুষ্পে ও প্রতি পত্রে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় তাহাতে অন্যথা নাই।

সর্ব্বেষামেব পুষ্পাণাং প্রবরং নীলমুৎপলং।
নীলোৎপল সহস্রেণ যস্তু মালাং প্রযচ্ছতি।
দুর্গায়ৈ বিধিবদ্দেবি তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥

হে দেবি! যত পুষ্প আছে তন্মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ নীল-পদ্ম, সেই নীলোৎপল সহস্রে গ্রথিত মালা যথাবিধি ভক্তি পূর্ব্বক দুর্গাদেবীকে প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য ফল কহিতেছি তুমি শ্রবণ করহ।

বর্ষকোটি সহস্রাণি বর্ষকোটি শতানিচ।
দেব্যা অনুচরো ভূত্বা রুদ্রলোকে মহীয়তে॥

নীলপদ্মপ্রদসাধক, দেবীদাসরূপে শতসহস্র কোটি কোটি বৎসর পরিমাণে রুদ্রলোকে বাস করে, অন্তে মোক্ষ হয়।

লক্ষাণাং মহিষৈ র্মেষৈ রজৈ র্দানৈ র্মখৈঃ শুভৈঃ।
পূজিতা সা জগদ্ধাত্রী যদ্দেবা কুসুমাচ্চিতা॥

ছাগ, মেষ, মহিষাদি বলিপ্রদানে এবং শুভযজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা জগদ্ধাত্রী দুর্গা পূজিতা হইলে যে ফল হয়, এই নীলপদ্ম দ্বারা দেবী অর্চ্চিতা হইলে সাধক সেই ফল লাভ করে।

মাহাত্ম্যঞ্চৈব কৃষ্ণায়াঃ কৃষ্ণা জানাতি কৃৎস্নশঃ।
তদর্দ্ধঞ্চাপ্যহং দেবি তদর্দ্ধং শ্রীপতিঃ সদা।
তদর্দ্ধং মজ্জ জন্মা বৈ তদর্দ্ধং বেদ সাধকঃ॥

হে দেবি! অপর কৃষ্ণাঅপরাজিতাপুষ্পে কালিকাপূজার যে কি ফল? তাহা সেই কৃষ্ণাই জানেন, অর্থাৎ তাহার সম্যক্ ফল ঐ কালিকাই জানেন, তাহার অর্দ্ধেক ফলজ্ঞাতা আমি, তদর্দ্ধজ্ঞাতা বিষ্ণু, তাহার অর্দ্ধজ্ঞাতা বেদসাধক পদ্মজন্মা ব্রহ্মা, আর অন্যে কেহই জানেন না।

অন্য পুষ্পস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাচ্ছিন্নি শঙ্করি।
পৃথিব্যামণ্ডলে স্বর্গে বৈকুণ্ঠে কালিকাপুরে।

হে কল্যাণদায়িনি দুর্গে! অনন্তর অন্যান্য পুষ্পমাহাত্ম্য আমি সংক্ষেপে কহি শ্রবণ কর। পৃথিবী মণ্ডলে, ও স্বর্গ-লোকে, কি বৈকুণ্ঠে, এবং কালিকাপুরে অর্থাৎ শিবলোকে নিম্নোক্ত পুষ্প সমস্তদ্বারা দেব্যাদির পূজার যে কি ফল, তাহাই বা কে জানে।

জবাদি করবীরৈশ্চ দলৈঃ কিং কিং ফলং লভেৎ।
ন জানাতি জগদ্ধাত্রি কোবেদ পার্ব্বতীং বিনা॥

উপরি উক্ত স্থানে পূর্ব্বোক্ত জবাদি পুষ্প এবং করবীর পুষ্প, আর বিল্ব, তুলসী, আমলকীপ্রভৃতি দলে দেব দেবীর পূজায় যে কি কি ফললাভ হয়, হে জগন্মাতঃ! তাহা পার্ব্বতী বিনা আর কেহই জানেন না।

করবীরৈঃ শ্বেতরক্তৈ র ক্তচন্দন মিশ্রিতৈঃ।
পূজয়েৎ ক্ষ্মাতলে যস্তু সবিশ্বেশো ভবেদ্ধ্রুবং॥

শ্বেত, রক্তকরবীর পুষ্প রক্তচন্দনে মিশ্রিত করিয়া পৃথিবী তলে যে ব্যক্তি ভগবতীর পূজা করে, সে ব্যক্তি দেহাবসানে নিশ্চিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ হয়।

কৃষ্ণাপরাজিতা পুষ্পৈ র্যস্তু দেবীংপ্রপূজয়েৎ।
সোহশ্বমেধ সহস্রাণাং ফলং প্রাপ্য শিবাং ব্রজেৎ॥

যে ব্যক্তি এই কৃষ্ণাঅপরাজিতাপুষ্পদ্বারা পৃথিবীতে দেবী-পূজা করে, সে ব্যক্তি সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া অন্তে শিবশক্তিতে তন্ময় হইয়া যায়।

মহাবিপত্তৌ যোদদ্যাৎ জবাং কৃষ্ণাপরাজিতাং।
দ্রোণংবা করবীরংবা সগচ্ছেৎ কালিকা পুরং।।

মহাবিপৎকালে বিপৎ নিবারণার্থে যদি জবা, কি কৃষ্ণা-পরাজিতা, অথবা দ্রোণপুষ্প, কিম্বা করবীরপুষ্প সংকল্প করিয়া কালিকাকে প্রদান করে, তবে তাহার সর্ব্ব বিপৎ বিনাশ হয়, বিনা সংকল্পে দিলে কালীপুরে গতি হয়।

কিঞ্চ পাদ্যৈঃ কিঞ্চ বাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈঃ কিঞ্চ পূজনৈঃ।
মধুদানৈ র্মধুপর্কৈ কুম্ভকৈ কিঞ্চরেচকৈঃ।।

পাদ্যাদিতে কি? বাদ্যেই বা কি! নৈবেদ্য পূজাদিতে কি? মধুদান ও মধুপর্ক দানেই বা কি হয়? এবং কুম্ভক, পূরক, রেচকরূপ প্রাণায়াম ও ধ্যানদ্বারাই বা কি ফল?

কিং জপৈঃ কিং তপোভির্ম্মা সৎসৈর্মাংসৈশ্চ পঞ্চমৈঃ।
কিং মন্ত্রৈঃ কিমনাবন্ত্রৈ কিংতন্ত্রৈঃ কিঞ্চসাধনৈঃ।
কিং বেদৈ রাসবৈঃ কিং বা শ্মশানৈ র্মন্ত্রসাধনৈঃ।
কিমধ্বরৈ র্মন্ত্রপূতৈ র্মন্ত্রার্থৈ র্মন্ত্রজীবনৈঃ।
কিং যোনিমুদ্রয়া কিং বা তীর্থৈঃ কিং ব্রহ্মসাধনৈঃ॥

জপ, তপ, মৎস্যসাধন, মাংসসাধনপ্রভৃতি পঞ্চমকার, মন্ত্রোচ্চারণ, অর্থাৎ উপনিষৎ পাঠ, অন্য যন্ত্র সাধন, ও তন্ত্র-প্রয়োগ, বেদপ্রয়োগ, মদ্যসাধন শ্মশানসাধন, যন্ত্রাদি কর্ম্ম, মন্ত্রার্থ বিচার, মন্ত্রজীবিকা, অর্থাৎ মন্ত্রচৈতন্য, এবং যোনি মুদ্রাবন্ধন, তীর্থপর্য্যটন, আর ব্রহ্মসাধন, ইত্যাদিতেই বা কি ফল?

কিং মাতৃকা ন্যাসগণৈঃ কিং কটৈঃ কিংঘটৈঃ পটৈঃ।
কিং কাকচঞ্চুভিঃ ষোঢ়ান্যাসৈঃ কিং ধর্ম্ম সাধনৈঃ।
যেনার্চ্চিতা মহাদেবী করবীরৈর্জবাদিভিঃ॥

মাতৃকান্যাস, প্রতিমার্চ্চন, ঘটার্চ্চন, পটার্চ্চন, প্রণবাবলম্বন, ষোঢ়ান্যাস, নানামত ধর্ম্মযাজনাদিদ্বারা তাহার কি ফল লাভ হয়? করবীর পুষ্প বা জবাপুষ্প দ্বারা যাহার দ্বারা মহাদেবী সমর্চ্চিতা নহেন। অর্থাৎ করবীর জবাদি পুষ্পে দেবীর অর্চ্চনা না করিলে উপরি উক্ত কর্ম্মের কিছুমাত্র ফল নাই।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধার্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

নির্ঘণ্টপত্র।

নির্ঘন্টপত্র।

নির্ঘণ্টপত্র।

নির্ঘন্টপত্র।

নির্ঘণ্টপত্র।